প্রমোদ-কা[illegible]

কাব্য।

শ্রী গৌরীকান্ত বৰ্ম্মা

কর্ত্তৃক বিরচিত।

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE

AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS,

115, AMHERST STREET.

PUBLISHED BY THE AUTHOR, NO. 55 CLIVE STREET.

BURRABAZZAR.

1875.

বিজ্ঞাপন।

রত্নগর্ভা জনয়িত্রী বিশ্বম্ভরা ভুজান্তর অধিষ্ঠাতা, কুলসম্ভব, মাণবক, তরুণ, স্থবির, উপাধ্যায়, যাবজুক, কোবিদগণ সমীপে বিনয় পুরঃসর আবেদন পত্রী দ্বারা নিবেদন করিতেছি, যে জীবনাবধি কাব্য-রচনানুরাগ হৃদয় মন্দিরে জাগরূক হইয়া একাল পর্য্যন্ত কোন সফলতা লাভ করে নাই, তদনন্তর, সুহৃদয়, ধন্য, বদান্য, বিচক্ষণ, প্রতীত, রাজন্য, প্রিয়তম এক সুহৃৎ বাক্যপ্রসঙ্গে কাব্য-রচনা করণ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করায়, অস্মদীয় মনোবৃত্তি প্রগুতজানুকের অচল লঙ্ঘনে, ও মূকের বাককথনে প্রবৃত্তির ন্যায়, দিন দিন আশাকে বলবতী করিতে বিরত না হওয়ায়, সহৃদয়, মহতাশয় জনগণের গুণগ্রাহ গুণের উপর নির্ভর করিয়া অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে "প্রমোদ-কানন" নামক এই কাব্যটি রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। এক্ষণে গুণগ্রাহিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কানন মধ্যে আদ্যোপান্ত পর্য্যটন করিয়া প্রীতিলাভ করিলে শ্রম সফল বোধে কৃতার্থম্মন্য হইব।

কলিকাতা, বড়বাজার।
৫৫ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট।
১৩ কার্ত্তিক, ১২৮২ সাল।

শ্রীগৌরীকান্ত বর্ম্মা।

সূচীপত্র।

প্রমোদ-কানন।

গ্রন্থারম্ভ।

কান্যকুব্জ অতি রম্য সুপবিত্র ধাম।
সুবিখ্যাত অধীশ্বর গুণবন্ত নাম ॥
গুণে যুধিষ্ঠির রূপে পার্ব্বতীনন্দন।
ধৈর্য্যে বসুন্ধরা সম অকৃত্রিম মন ॥
শীলতায় সীতাপতি তেজে প্রভাকর।
বলবীর্য্যে গর্জ্জিত (১) লজ্জিত রণে পর(২) ॥
সুত নির্ব্বিশেষে প্রজা করেন পালন।
দিন দিন মহাযজ্ঞ হয় সম্পাদন ॥
প্রমোদে আননে নৃত্য করেন ভারতী।
ঈর্ষাযুক্তা পদ্মালয়া সমাগতবতী ॥
গুণ, গুণে বদ্ধ হয়ে অক্ষম গমনে।
নিরন্তর অধিষ্ঠান পার্থিব ভবনে ॥

---

(১) মত্তহস্তী, (২) শত্রু

সর্ব্ব সুখ পার-প্রাপ্ত হইয়া রাজন।
পুন্নাম নিরয়-ত্রাতা অপত্য কারণ॥
দিবা নিশি রাজ্ঞী সহ ব্যাকুল অন্তর।
শেষে অসু অসার ভাবেন পরস্পর॥
একদা বাহিনী (১) গজ সহ নরপতি।
আক্ষোদনে (২) চলিলেন হয়ে হৃষ্টমতি॥
প্রবেশ করিয়া এক নিবিড় কাননে।
যোজনা করেন শর যত্নে শরাসনে॥
এমন সময়ে এক তাপস প্রবর।
নৃপ সন্নিধানে আসি কহেন তৎপর॥
"লক্ষণে প্রতীত তুমি নরেশ-প্রধান।
কুরঙ্গ নিধনে কভু না কর সন্ধান॥
ঋষির আশ্রম-মৃগ অবধ্য সতত।
জীব হিংসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ শাস্ত্রমত॥
দুষ্প্রবৃত্তি বশে পাপ ভজে সব নর।
ফলাফল ভুঞ্জে তার মরণ উত্তর॥
মৃগয়া ব্যসনে পর-প্রাণ নিহনন।
তব সম নৃপে নাহি সম্ভবে কখন"॥
পীযূষাভিষিক্ত শুনি তাপস-বচন।
প্রভাকর সম তেজ করিয়া ঈক্ষণ॥
দ্রুত ভূপ সন্ন্যাসীর ধরেন চরণে।
প্রসন্ন হইয়া ঋষি সম্ভাষে রাজনে॥

---

(১) সৈন্য, (২) মৃগয়ায়

" নিরন্তর কর রাজ্যে সুকৃতানুষ্ঠান ।
যাগ যজ্ঞ সম্পাদন দ্বিজবৃন্দে দান ।।
আশীর্ব্বাদি ফল এই করহ গ্রহণ ।
যতনে লইয়া যাও আপন ভবন ।।
প্রদান করিবে পট্ট মহিষীর করে ।
ভক্ষণে অপত্যরত্ন পাইবে অচিরে " ।।
ফল প্রাপ্তে গুণবন্ত না দেখে যোগীরে ।
বিস্ময় অন্তরে ফিরে প্রবেশেন পুরে ।।
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নরপতি ।
যজ্ঞ হেতু অমাত্যে করেন অনুমতি ।।
ষট্‌কর্ম্ম বিদ্ দ্বিজে করি আনয়ন ।
পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ কর সম্পাদন ।।
তদন্তর অন্তঃপুরে মহিষীর করে ।
অর্পিল সে ফল ভক্তি পুরিত অন্তরে ।।
অমোঘ আশিস্ ফল করিয়া ভক্ষণ ।
প্রকাশ হইল ক্রমে দোহদ লক্ষণ ।।
শশধর প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে ।
পতিত হইলে যথা শোভমান করে ।।
তথা প্রভাবতী গর্ভ করিয়া ধারণ ।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছটা করে বিকীরণ ।।
পয়োভারাক্রান্ত মেঘমালার সদৃশ ।
হলেন মন্থর গতি সতত অলস ।।
ক্রমান্বয়ে যথাকালে জন্মিল কুমার ।।
দ্বিজরাজ পায় লাজ হেরি রূপ তার ।।

পুত্র পেয়ে পৃথ্বীপতি সানন্দিত মনে।
সন্তোষিয়া দেন ধন দ্বিজ দীন-গণে ॥
মহোৎসব-ময় রাজপুরী সনগর।
নৃত্য গীত সম্পাদিত হয় ঘর ঘর ॥
ক্রমে শিশু কলানিধি কলার সমান।
দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে হন বলবান ॥
রমণীরঞ্জন নাম রাখেন ভূপতি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ যেন বৃহস্পতি ॥
সম্বর নগর সাতিশয় মনোহর।
বীরবাহু নাম নৃপ তাহার ঈশ্বর ॥
প্রেম-বিলাসিনী নাম্নী তাহার তনয়া।
বিদ্যায় বিদ্যার ন্যায় রূপে স্মরজায়া ॥
নির্ণয় করিয়া রাজা হরষিত মনে।
অপত্যের উদ্বাহ দিলেন শুভক্ষণে ॥
পুত্র পুত্রবধূ রাজ্ঞী করি নিরীক্ষণ।
ঘুচিল সকল ক্লেশ আহ্লাদিত মন ॥

কুমার সানন্দ মনে, প্রমদার সংমিলনে,
প্রেমামোদে বঞ্চেন যামিনী।
মগ্ন সুখ সরোবরে, সদা আরামে বিহরে,
আনন্দিত জনক জননী ॥
কিছু দিন গত হয়, মিতম্বিনী পিত্রালয়,
সখী সহ করেন গমন।

কুমার কাতর অতি, স্বান্তে(১) নাহি মানে ধৃতি,(২)
বিরহে ব্যথিত অনুক্ষণ ॥
একদা সায়াহ্নকালে, প্রভাকর অস্তাচলে,
চলিলেন সম্বরিয়া কর।
খগকুল তরু-পরে, বসি কলরব করে,
পশুরবে বন ভয়ঙ্কর ॥
অস্ত সূর্য্যরূপ হরি, (৩) হেরি ধ্বান্ত(৪)রূপ করী,
করে আসি ধরা আক্রমণ।
দিনমনি বিরহেতে, নলিনী দুঃখিত চিতে,
সরসীতে মুদিত নয়ন ॥
মৃদু মন্দ মন্দ গতি, সুশীতল সদাগতি, (৫)
গন্ধসহ প্রবাহিত হয়।
গগনেতে সুধাকর, সুখকর সুধাকর
প্রদান করেন ধরাময়।
পরভৃত (৬) ক্রমোপরি, কুহু কুহু রব করি,
সুমধুর স্বরে করে গান।
শম্বরারি (৭) শরাসনে, যোজিত করিয়া বাণে,
সুখে লক্ষ্য করেন সন্ধান।
ব্যথিত জীবন অতি, যুবরাজ করে স্তুতি,
কাতরেতে বারিদ বরণে ॥
ওহে প্রভু কৃপাময়, কৃপা কর অসময়,
রসময় আশ্রিত অধীনে ॥

---

(১) মনে (২) ধৈর্য্য (৩) সিংহ (৪) অন্ধকার
(৫) পবন (৬) কোকিল (৭) কন্দর্প

আগমে পুরাণে শুনি, হয়ে প্রভু চক্রপাণি,
কর ভক্ত-শক্রর নিধন।
বিরহ সমুদ্র জলে, স্মর তিমিঙ্গিলে গিলে,
দাসে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
তোমা বিনে নাহি গতি, অগতির তুমি গতি,
প্রমদারে করাও মিলন।
সকলি সম্ভবে তারে, তুমি কৃপা কর যারে,
বারে বারে ডাকে অকিঞ্চন ॥

স্বপ্ন বিবরণ।

গভীরা যামিনী, নীরব মেদিনী, কুমার ভাবিনী,
ভাবিতে ভাবিতে রে।
পালঙ্ক-শয়নে, ব্যথিত জীবনে, সজল নয়নে,
অস্থির হইল রে ॥
মনোভব শর, বর্ষে নিরন্তর, তাতে কলেবর,
ছিল জর্জ্জরিত রে।
বিরহ জ্বালায়, জ্বলি প্রাণ যায়, করে হায় হায়,
বলি কি হইল রে ॥
অতি সঙ্গোপনে, নিদ্রা সযতনে, প্রবেশে নয়নে,
সময় বুঝিয়া রে।
হরিল চেতনা, ঘুচিল যাতনা, হয়ে নির্ভাবনা,
কুমার নিদ্রিত রে ॥
নিদ্রিতাবস্থায়, ক্ষণা গতা হয়, ক্রমশঃ উদয়,
হল নিশি ভোর রে।

ঝঙ্কারে ভ্রমর, যায় শশধর, সুখে স্বীয় ঘর,
দিনকর হেরি রে ॥
প্রতীপদর্শিনী, (১) আসি একাকিনী, সুমধুর বাণী,
কহে যুবরাজে রে।
উঠ উঠ প্রাণ, নিশি অবসান, পিক করে গান,
প্রভাত আগমে রে ॥
স্মর হানে শর, দগ্ধ কলেবর, গা তোল সত্বর,
দুখ নাহি সহে রে।
পাইয়া অবলা, দেয় নানা জ্বালা, হয়েছি আকুলা,
দর্পচূর্ণ কর রে ॥
এতেক কহিয়ে, স্বপ্নে দেখাদিয়ে, নাথে সম্ভাষিয়ে,
তিরোহিত হয় রে।
নিদ্রা আবেশেতে, দয়িতা ভ্রমেতে, উঠি সচকিতে,
নৃপ সুত বসে রে ॥

রাজপুত্রের বিলাপ।

সমাগত প্রভাকর, চলিলেন সুধাকর,
রত্নাকর বিরল আগারে।
পতি শোকে কুমুদিনী, সাতিশয় বিষাদিনী,
বিরহে মুদিত সরোবরে ॥
পরিহরি নিরানন্দ, হরষিত অরবিন্দ,
সমুদিত হেরি গ্রহপতি।

---

(১) রমণী

না হেরিয়া প্রাণপ্রিয়ে, নয়ন জলে ভাসিয়ে,
নৃপসুত নিপতিত ক্ষিতি ।।
বলে প্রিয়ে কোথা গেলে, দেখা দিয়া অন্তরালে,
পলাইলে কেন প্রণয়িনি ।
যদি হই অপরাধী, অবিধি তবু এ বিধি,
পতি বধে হবে কলঙ্কিনী ।।
অস্থির হয়েছে মন, নাহি শুনে নিবারণ,
প্রমত্ত কুঞ্জর সম হয়ে ।
নিরন্তর বেগে ভ্রমে, স্থির নহে কোন ক্রমে,
ধৈর্য্যাঙ্কুশ-বাধা না মানিয়ে ।।
অধৈর্য্য গহন বনে, করে গতি ক্ষণে ক্ষণে,
প্রবোধিয়া রাখিতে না পারি ।
লাজ মান রূপ জালে, ছিন্ন ভিন্ন করি ফেলে,
লভ্য বস্তু অন্বেষণ করি ।।
না শুনে কোন বারণ, সতত ভ্রমে বারণ,
সাতিশয় হইয়া ব্যাকুল ।
সেই কালে রতিপতি, বর্ষে বাণ করি-প্রতি,
হইয়া নৃশংস প্রতিকূল ।।
শরাঘাতে নিরন্তর, প্রত্যাগত করিবর,
ভ্রমিতেছে রক্ষার আশায় ।
না হেরি তোমারে প্রিয়ে, অশ্রুবারি বিসর্জ্জিয়ে,
করে সদা হায় ! হায় ! হায় ! ।।
মতঙ্গজ দুঃখ হেরি, জ্ঞান আসি দয়া করি,
উপায় বলেন অবশেষে ।

লিপি মধ্যে বিবরণ, বর্ণিয়া কর প্রেরণ.
প্রণয়িনী প্রিয়ার উদ্দেশে ॥

লিপি।

ম নেতে নাহিক সুখ মুহূর্ত্ত আমার।
ম গ্ন আছি তোমার বিরহে অনিবার ॥
না মানে বারণ মন তোমারে ভুলিতে।
ম ত্ত হয়ে ভ্রমিতেছে সতত দেখিতে ॥
র সনা অধরামৃত পান করিবারে।
ম নন করিছে সদা ঘটে কি প্রকারে ॥
নী রব নিশীথকালে তিলেক আসিয়া।
র ঞ্জন করিতে মোরে দয়া প্রকাশিয়া ॥
ন য়নে নয়নে প্রিয়ে ক্ষণ না থাকিলে।
ত্র য়ী যন্ত্রণার অস্ত্র বর্ষণ করিলে ॥
ন বীনা ষোড়শী কভু নাহি জানি মনে।
নি র্দয়ে প্রবৃত্ত হয় প্রিয় নিহননে ॥
বা মোরু! বাঁচিনে আর, হে বরবর্ণিনি!
স দা পরভৃত করে কুহু কুহু ধ্বনি ॥
বি চেতন কুহুরবে আমার জীবন ॥
র তিপতি নিরবধি করিছে দহন।
হ রিণাক্ষি! দেখা দিয়ে বাঁচাও আমায়।
ন য়ন জীবন মন তোমাকেই চায় ॥

গ র্জন তর্জনে কাম দণ্ডয়ে আমায়।
র ক্ষা না করিলে প্রিয়ে প্রাণ মোর যায়॥
ই ঙ্গিতে পদাদ্য বর্ণে পাবে পরিচয়॥
তি ল পরিমাণ কাল প্রতীক্ষা না সয়॥

কুমারের কামিনী সমীপে সঞ্চারিকা প্রেরণ।

অধৈর্য্যে ধরিয়া ধৈর্য্য বসি ভূপসুত।
লিখিলেন লিপি এক নিজ মনোমত॥
বিবরিয়া বিবরণ বর্ণেন বিশেষ।
সন্দর্শন ব্যতিরেকে জীবনাবশেষ॥
নিজালয় পরিহরি বিরহ নগরে।
চাতকের সম আছি আশা পথ হেরে॥
"কাহারে প্রেরণ করি প্রিয়া সন্নিধানে।
কে বর্ণিবে বিবরণ বিশেষ যতনে॥"
এইরূপ যুবরাজ করেন চিন্তন।
কাদম্বিনী প্রিয়-সখী প্রবেশে ভবন॥
নিবেদয় যোড়করে কুমার সদনে।
সজল নয়ন প্রভু কেন দীন মনে?॥
কিবা উপতাপ আজি হয়েছে উদয়।
কৃপা করি কহ নাথ শুনি সমুদয়॥
শুন শুন শুন আলি শুন বিবরণ।
ললনা বিরহানলে দহে দেহ মন॥

যামিনীর শেষে প্রিয়া আসি সঙ্গোপনে।
সম্ভাষি মধুরস্বরে মধুর বচনে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ করে সম্ভাষণ।
প্রবোধিল কিন্তু নাহি পাই দরশন॥
অধৈর্য্য হয়েছি না হেরিয়া প্রমদায়।
প্রিয়সখি! প্রাণ মোর যায় প্রেম-দায়॥
শুন সুচতুরা আলি আমার বচন।
সত্বর নগরে শীঘ্র করহ গমন॥
কহিবে যতনে প্রিয়ে তোমার কারণ।
স্মর শরাহত কান্ত ব্যথিত জীবন॥
অনশনে অনুক্ষণ করেন রোদন।
বিরহ নীরধি-নীরে হয়েছে মগন॥
তরিতে তরুণী তরি লইতে তোমায়।
আসিয়াছি বলি বাণী জানাবে প্রিয়ায়॥
যদ্যপি সকল নাহি হয় অভিলাষ।
নিশ্চয় হইবে বাস শমন আবাস॥
এইরূপ বিবরণ বলি আলি করে।
ফুল্লমনে যুবরাজ পত্র দিল পরে॥
শ্রীহরি স্মরণে সখী হইয়া বিদায়।
ভীত চিত্তে দ্রুতগতি সত্বরেতে যায়॥

কুমারের উপবনে গমন।

প্রেরণ করিয়া দূতি, নৃপসুত হৃষ্ট মতি,
উপবনে করেন গমন।

প্রিয়ার বিরহানলে, কলেবর সদা জ্বলে,
নিরন্তর মন উচাটন ॥
ফুটেছে মল্লিকা জাতী, যূথী আদি নানা জাতি,
করবীর চম্পক প্রভৃতি।
কেশর অশোক বক, শেফালিকা কুরুবক,
ইন্দ্রজব কুটজ মালতী ॥
হিন্তাল তমাল-চয়, শোভাময় সাতিশয়,
পুন্নাগ মধূক নানামত।
শ্বেতকুন্দ রক্ত জবা, প্রভাকর সম প্রভা,
পুষ্পভরে শাখী হয় নত ॥
ফুটেছে মাধবীলতা, কৃষ্ণচূড়া তরুলতা
গন্ধরাজ সহিত কেতকী।
রজনীগন্ধা রসাল, প্রভৃত কিংশুক শাল
পিয়াল পলাশ হরীতকী ॥
চতুঃপার্শ্বে পুষ্পবন, মধ্যে বাপী সুশোভন,
হংসমালা সহিত শোভিত।
পদ্মিনী কম্পিতা বায়, যেন ভৃঙ্গে নিবারয়,
প্রেমিকের ভাব রিপরীত ॥
কুমুদ পরাগদল, শোভে অঙ্গে নিরমল,
হেরিয়ে অমর্ষ-ভাবে মজে।
পর সহবাস তাঁর, ক্ষণ নাহি সহে তার,
কম্প ছলে মধুব্রতে ত্যজে ॥
মানিনী হইয়া মানে, বলে যাও অন্যস্থানে,
কি কারণে বৃথা হেথা আসা।

মকরন্দ যথা পাও, সুখেতে তথায় যাও,
এখানে নিরাশ তব আশা ॥
পদ্মিনী করেন রঙ্গ, বসিতে না পায় ভৃঙ্গ,
তথাপি না যায় স্থানান্তরে।
গুন্ গুন্ শব্দ করি, চারি পাশে ভ্রমে ফিরি,
প্রেমে মত্ত ব্যাকুল অন্তরে ॥
যুবরাজ আরামেতে, আরাম না পায় চিতে,
হিতে হয় অতি বিপরীত।
প্রতিপক্ষ মনোভব, লইয়া অমাত্য সব,
সহচর সহ উপনীত ॥
শাসিতে বিরহিজনে, সঙ্কল্প করিয়া মনে,
সঙ্গিগণে করে অনুমতি।
শুন শুন সমীরণ, কর সব আয়োজন,
আয়োধন (১) সজ্জা দ্রুতগতি ॥
প্রভু আজ্ঞা অনুসারে, ব্যূহ সুনির্ম্মাণ করে,
সযতনে মদনের দল।
অনীকিনী (২) অগণন, কম্পিত বিরহিগণ,
নিরুপায় দেখিয়া বিকল ॥
রাখিল প্রথম দ্বারে, সুনিপুণ মধুকরে,
দ্বিতীয়েতে প্রহরী কোকিল।
তৃতীয়ে বসন্ত কাল, বিরহী জনার কাল,
চতুর্থেতে মলয় অনিল ॥

(১) যুদ্ধ (২) সৈন্য

ঊর্দ্ধ অধরের দ্বারে, নিজে স্মর রক্ষাকরে,
প্রবেশিতে কেহ নহে ক্ষম।
সমবেত প্রহরণ, প্রহ্লাদি শরাসন,
করে লয়ে রণে উপক্রম॥
মীনধ্বজ রথোপরি, আরোহিয়া শম্বরারি,
সঙ্গে লয়ে মর্ম্মভেদী শর।
উপনীত রণ স্থলে, সাতিশয় কুতূহলে,
করে শোভে চাপ মনোহর॥
পুষ্পইষু সংযোজিত, শরাসন সুশোভিত,
বাম করে লইয়া তখন।
সারথিরে অনুমতি, করিলেন দ্রুতগতি,
চালাইতে কুমার সদন॥
পিনাকী পার্ব্বতী পতি, বিত্রস্ত বিকল মতি,
যার শরে, সেই স্মরে হেরে।
বিরহে বিশীর্ণ কায়, নৃপসুত নিরুপায়,
কহে বাক্য সম্বোধিয়া তারে॥

কুমারের কন্দর্পের প্রতি তিরস্কার ও অনুনয়।

প্রভাকর কর সম শশধর কর।
অনুক্ষণ করিতেছে দগ্ধ কলেবর॥
মৃদুমন্দ সমীরণ অশনি সমান।
স্পর্শমাত্র বিচেতন করে হরি জ্ঞান॥

সূচী সম প্রস্ফুটিত প্রসূন নিচয়।
মলয়জ স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ বোধ হয়॥
প্রিয়-হীনে জীবন অসহ্য ভার বোধ।
এসময় অসময় প্রকাশিতে ক্রোধ॥
তুল্য বৈরী সহ রণ করে শূর নর।
পরম্পরা এই বিধি আছে পূর্ব্বাপর॥
শুনরে নির্দ্দয় দুর্নিবার পঞ্চশর।
ত্যজ শরাসন সম্বরণ কর শর॥
কিবা যশো লাভ বল হইবে তোমার।
গতায়ুঃ শত্রুকে বৃথা করিয়া প্রহার॥
বিয়োগ দহন সদা দহে কলেবর।
হেরিতেছি তমোময় এই চরাচর॥
অধীন কাতর জনে করিয়া প্রহার।
পৌরুষ হয়েছে বল কোথা কবে কার॥

বসন্ত বর্ণন।

ঋতুরাজ রণ সাজে উপনীত হইল।
শিশির ঋতুকে জোরে পরাজয় করিল॥
স্থানে স্থানে স্বীয় সৈন্য দেশময় স্থাপিল।
কাজে কাজে আর তার জোর নাহি খাটিল
অবশেষে পরাঙ্মুখ হয়ে ফিরে চলিল।
সুরভি প্রমোদভরে সিংহাসনে বসিল॥
পিক দূত প্রজাপুঞ্জে জানাইতে চলিল।
তমাল শাখায় বসি উচ্চ রবে কহিল॥

শুন শুন জন গণ! মহারাজ আইল।
সমীরণ বিজ্ঞাপন পত্র আনি দিল॥
ভৃঙ্গ আদি অনুচর শঙ্খধ্বনি করিল।
প্রতিধ্বনি চারিদিকে একেবারে হইল॥
পূর্ব্বে যে সকল প্রজা দীনবেশে আছিল।
সময় পাইয়া তারা সর্ব্ব দুখ ত্যজিল॥
শুষ্ক-তরুগণ নব-কিসলয়ে শোভিল।
অপরূপ শোভাময় চারিদিক হইল॥
লতা গুল্ম আদি সবে আভরণ পরিল।
পাদপে মিলিয়া নৃপে ধন্যবাদ করিল॥
মল্লিকা মালতী পুষ্প বিকসিত হইল।
তরুগণ ফুল ফলে শির নত করিল॥
ষট্‌চরণ মধু আশে মত্ত হয়ে চলিল।
প্রমোদে করিয়া ধ্বনি পুষ্পোপরি বসিল॥
পাদপে পাপিয়া বসি সুস্বরেতে ডাকিল।
নিজরুতে সর্ব্ব জনে আনন্দিত করিল॥

প্রেমবিলাসিনীর আরামে গমন

একদা নিদাঘে রম্য সায়াহ্ন সময়।
প্রেমবিলাসিনী উল্লাসিনী অতিশয়॥
চতুর্দ্দিকে আলি বৃন্দে বেষ্টিতা হইয়া।
কথোপকথন করে কহে সম্ভাষিয়া॥
দেখ দেখ স্বচ্ছনীর বহে স্রোতস্বতী।
প্রবাহিত হইতেছে হরিতে দুর্গতি॥

চল চল সবে মিলি যাই উপবন।
প্রফুল্ল কুসুম সব করিব চয়ন॥
পরস্পর সরোবরে করিব বিহার।
গাঁথিয়া পরিব গলে কুসুমের হার॥
এইরূপ বিবেচিয়া করেন গমন।
লয়ে নিজ সঙ্গে যত সহচরীগণ॥
উপবনে নানাজাতি পুষ্প বিকসিত।
নিরখিয়া নিতম্বিনীগণ উল্লাসিত॥
মলয় সমীর তথা বহে অনুক্ষণ।
মধুলোভে মধুকর ভ্রমে অগণন॥
গুন্ গুন্ শব্দ করি করে মধুপান।
কোকিল কাকলী রবে করিতেছে গান॥
প্রফুল্ল প্রসূনচয় দেখি সহচরী।
আরম্ভিল চয়ন করিতে ত্বরা করি॥
গোলাপ চামেলি বেল মল্লিকা মালতী।
অশোক অপরাজিতা শেফালিকা জাতি॥
মনোমত পুষ্প গুলি করিয়া চয়ন।
বসিলেন যত্ন করি করিতে গ্রন্থন॥
কেহ কেহ গাঁথে সুখে মনোহর হার।
কেহ কেহ বিনাসূত্রে গাঁথে চন্দ্রহার॥
এমন সময়ে স্মর সহ সৈন্যগণ।
উপনীত হইলেন আসি উপবন॥
দেখিলেন বিরহিনী সখীগণে মিলি।
গাঁথিতেছে পুষ্পহার হয়ে কুতূহলী॥

কুসুমেষু কুসুমেষু সন্ধান করিয়া।
হানিলেন কামিনীকে সুযোগ পাইয়া॥
কমল কোমল দেহে সুশাণিত শর।
প্রবেশ করিয়া করে তাপিত অন্তর॥

প্রেমবিলাসিনীর বিলাপ ও প্রিয়-পত্রিকা প্রাপ্তি।

হইয়া ব্যাকুল, লয়ে আলিকুল,
আসেন ফিরিয়া ঘরে।
রাজার নন্দিনী, যেন উন্মাদিনী,
ধৈরজ ধরিতে নারে॥
করেন রোদন, কোথা প্রাণ ধন,
রহিলে হে এ সময়।
যায় যায় প্রাণ, এ বিপদে ত্রাণ,
কর আসি রসময়!!
হায় রে সময়, বিদরে হৃদয়,
হেরিয়া তোমার রীত।
বিপদে পতন, হইলে তখন,
দেহ-ক্লেশ যথোচিত॥
অঙ্গ আভরণ, যাহারে ধারণ,
করিতেছি নিরন্তর।
সময় পাইয়া, বিরূপ হইয়া,
সেই হয় নাশ কর॥

হস্তের কঙ্কণ, করয়ে বন্ধন,
দৃঢ় করি করে কর।
বক্ষঃ স্থিত হার, করয়ে প্রহার,
যেন শচীপতি-শর ॥
কটী-চন্দ্রহার, করিয়া বিস্তার,
কোটী-ফণা একেবারে।
হয়ে বিষধর, কটীর উপর,
সতত দংশন করে ॥
সকলে মিলিয়া, বিনাশিতে কায়া,
হইয়াছে এক-মত।
হায় প্রাণ পতি, দেখহ দুর্গতি,
অবলা বিরহে হত ॥
করেন ক্রন্দন, বিষাদিত মন,
সাতিশয় কাতরেতে।
এমন সময়, কাদম্বিনী যায়,
লিপিসহ নিকটেতে ॥
কুশল সম্ভাষি, নিকটেতে বসি,
শেষে লিপি দেন করে।
হরিষে বিষাদ, হইল প্রমাদ,
প্রমদা না ধৈর্য্য ধরে ॥
লিপিতে শীতল, বিরহ অনল,
কিছু মাত্র নাহি হয়।
মিলন জীবন, করিলে সিঞ্চন,
নির্ব্বাণ তবেত হয় ॥

প্রেম বিলাসিনী, দিবস যামিনী,
কাতরা পতির শোকে।
ভাবে মনে মন, উত্তর এখন,
কি বলি লিখিব তাঁকে॥
আমার গমন, ঘটে না এখন,
কি বলিয়া যাব তথা।
জননী গোচরে, বলি কি প্রকারে,
খাইয়ে লজ্জার মাথা।
পত্র প্রত্যুত্তর, লিখিয়া সত্বর,
প্রেরণ করা বিধান।
আসিবেন পতি, ঘুচিবে দুর্গতি,
নতুবা নাহিক ত্রাণ॥

লিপি।

শ্রী বিহীন হয়ে নাথ সতত কাতরে।
ম দন জ্বালায় জ্বলি স্মরি হে তোমারে॥
তী ররিক্ত অন্তরে দুঃখের নাহি পার।
প্রে মদায় প্রাণ বুঝি যায় অবলার॥
ম নেতে আমায় যদি থাকিত তোমারি।
বি নাশিতে পারে কি হে তবে সম্বরারি?
লা জে পড়ি লিপি এক করিলে প্রেরণ।
সি ন্ধুনীরে যে তৃষ্ণার হয় না বারণ॥
নী হার বিন্দুতে তাহা শান্ত কি হে হয়।
র মণী রঞ্জন তুমি মম পুষ্প ময়॥

নি দারুণ বিধি কেন নাহি বিনাশিল।
বে সে চন্দ্রে যোগ করি জীবন দহিল॥
দ শে পক্ষ যুক্ত তাতে বসু অধিষ্ঠান।
ন বীনা তাহাই পানে পাবে পরিত্রাণ॥

কাদম্বিনী প্রতি প্রেমবিলাসিনীর পত্রার্পণ।

যত্ন করি লিখন করিয়া সমাপন।
কাদম্বিনী করে ধনী করিল অর্পণ॥
বলে শুন শুন সখি শুনহ বচন।
নাথেরে জানাবে মোর এই নিবেদন॥
কুরঙ্গিণী সম বদ্ধ আছি এই বাসে।
গুরুজন ব্রীড়াজাল ঘেরা চারি পাশে॥
মৃগয়া নিপুণ নাথ নৃপতি নন্দন।
আক্ষোদন ছলে হেথা করি আগমন॥
ফাঁস পাশ মুক্ত শীঘ্র করেন কৃপায়।
তবে ত অভাগী মৃত দেহে প্রাণ পায়॥
নতুবা বিফল সব হবে সহচরি!।
কন্দর্প করিবে দর্প শর লক্ষ্য করি॥
দ্রুতগতি যাহ আলি নাথের সদনে।
চাতকী সমান আছি আশা অম্বুধ্যানে॥
লিপি প্রাপ্তে কাদম্বিনী হইয়া বিদায়।
শ্রীহরি স্মরণ করি মন্দগতি যায়॥

কুমার সমীপে প্রেমময়ের আগমন।

নিদাঘ বিভাত, মন্দ মন্দ বাত,
বহিতেছে ঘন ঘন।
উদিত তপন, শীতল, কিরণ,
করিতেছে বিতরণ॥
শকুন্ত নিচয়, প্রফুল্লিত হয়,
ইতস্ততঃ বায়ুভরে।
দলবদ্ধ হয়ে, অনাদে বিহারে,
সুখেতে গমন করে॥
নিভৃতে কুমার, বিরহে প্রিয়ার,
আছেন বিমর্ষে বিস।
কপোলেতে কর, বিরস অন্তর,
রাহুগ্রস্ত যেন শশী॥
এমন সময়, নাম প্রেমময়,
কুমারের প্রিয় সখা।
আসি উপনীত, আনন্দিত চিত,
পরস্পর হয় দেখা॥
সখারে দর্শন, করিয়া জীবন,
হইল ব্যাকুল অতি।
শীর্ণ কলেবর, কপোলেতে কর,
হেরিয়া হরিল মতি॥
লক্ষণ ঈক্ষণে, করে মনে মনে,
হবে শোক গুরুতর।

অধৈর্য্য হইয়া, সখা সম্বোধিয়া,
জিজ্ঞাসেন তদন্তর ॥

কেন কেন কেন সখা বিরস বদন।
হাস্য আস্যে বিরহিত কিসের কারণ ॥
কিবা পরিতাপ মনে হয়েছে উদয়।
প্রকাশিয়া বল শীঘ্র ব্যথিত হৃদয় ॥
চন্দ্রানন মলিন হয়েছে কি কারণ।
বল বল বল সখা কিবা বিবরণ ॥
সখার অমিয়-বাণী করিয়া শ্রবণ।
বিরহ ব্যথিত চিত্তে রমণী-রঞ্জন ॥
স্বপ্ন বিবরণ আর দূতীর প্রেরণ।
বিবরিয়া বলিলেন বন্ধুর সদন ॥
প্রিয়ার বিরহে সদা দহে কলেবর।
আশু সংমিলন বিনা হবে দেহান্তর ॥
বলিতে বলিতে অশ্রু হইল পতন।
হায় প্রাণপ্রিয়ে! বলি করেন রোদন ॥
বিস্মিত হইয়া কহে সচিব কুমার।
ধৈর্য্য হও ত্যজ সখা শোক অনিবার ॥
প্রত্যাগত প্রায় দূতী হয় অনুমান।
অচিরে হইতে পারে ক্লেশ অবসান ॥
একান্ত যদ্যপি হয় বিফল ইহাতে।
যাইব উভয়ে তব ভাবিনী লভিতে ॥

মৃগয়া অথবা তীর্থ গমন ছলনা।
করিয়া যাইব দোঁহে ত্যজহ ভাবনা॥
যেরূপ সখার সহ কৌশিক নন্দন।
মৃগয়াতে গিয়া পান রমণী-রতন॥
কিন্তু রাজসুত উপকারী বন্ধুজনে।
কেশরীর কোপানলে ফেলিয়া কাননে॥
কামিনী লইয়া সুখে করিল প্রস্থান।
মজিলে প্রমদা প্রেমে এমনি বিধান॥
অনন্তর মন্ত্রীসুত সিংহের কৃপায়।
করাল কবল হতে প্রাণ দান পায়॥
শুনিয়া বিস্ময় মানি বলেন কুমার।
কিবা সেই উপাখ্যান বল বন্ধুবর॥

সুরসেন ও সত্যপ্রিয়ের আক্রোদনে গমন।

জয়ন্তি নামেতে এক রাজ্য মনোহর।
বাহুজ কৌশিক নৃপ তার অধীশ্বর॥
সুরসেন অভিধান রাজার নন্দন॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ রূপেতে মদন॥
সত্যপ্রিয় ভূপতির সচিব কুমার।
রাজার তনয় সহ সখ্য ছিল তার॥
একদা পার্থিব সুত বন্ধু সহকারে।
চলিলেন মৃগয়ায় গহন কান্তারে॥

কাননেতে প্রবেশিয়া করেন নিধন।
তরক্ষু বরাহ অচ্ছভল্ল অগণন॥
চিত্রিত কুরঙ্গ শিশু হেরিয়া তখন।
ভূপসুত ধরিলেন শর শরাসন॥
প্রাণভয়ে বায়ুবেগে বাতায়ু সত্বর।
করিল প্রবেশ আসি গুহার ভিতর॥
অশ্বারোহী যুবরাজ মৃগানুসরণে।
সখা সহ উপনীত নিবিড় কাননে॥
না হেরি কুরঙ্গ শিশু মন উচাটন।
সচিন্তিত উভয়েতে হেরিয়া গহন॥
অরণ্য-প্রান্তরে দূরে মরু মধ্যস্থলে।
দেখিলেন রাজসুত বৈশ্বানর জ্বলে॥
বিস্মিত হইয়া অতি রাজার নন্দন।
সত্যপ্রিয় সম্বোধনে বলেন তখন॥
দেখ দেখ দেখ সখা অদ্ভুত ঘটন।
নির্জন মরুতে প্রজ্বলিত হুতাশন॥
চল চল চল অগ্রে করি নিরীক্ষণ।
চপল হয়েছে চিত্ত জানিতে কারণ॥

বন্ধুদ্বয়ের প্রমদা ও পঞ্চাস্য দর্শন, সুরসেনের মূর্চ্ছা, সত্যপ্রিয়ের প্রমদা সমীপে গমন ও অনুনয়।

কান্তার-মধ্যেতে, সভয় মনেতে,
চলিলেন দুইজন।
সন্নিকটে গিয়া, অদ্ভুত হেরিয়া,
বিস্ময়ে পূরিল মন॥
দেখেন নয়নে, আছয়ে শয়নে,
সিংহ এক ভয়ঙ্কর।
মস্তক বিশাল, কেশর করাল,
রাখি নারী উরু-পর॥
পরমা সুন্দরী, যেন স্মরনারী,
ষোড়শী আছয়ে বসি।
রূপের প্রভায়, হেন জ্ঞান হয়,
প্রজ্বলিত বহ্নি রাশি।
হেরিয়া ললনা, হরিল চেতনা,
পতিত ধরণী তলে।
রাজার নন্দন, করে বিলাপন,
হা সুন্দরি! মুখে বলে॥
হরি হেরি ভীত, ধী-সচিব সুত,
হয়েছিল অতিশয়।
সখা নিপতিত, দেখিয়া চিন্তিত,
ব্যাকুল হৃদয় হয়॥

কর প্রসারিয়া, নিকটে আসিয়া,
বসাইয়া মৃদুস্বরে।
জিজ্ঞাসে কারণ, সখা কি কারণ,
মূর্চ্ছিত অবনী-পরে॥
সুরেনে কহে, সখা প্রাণ দহে,
অই রূপসীরে হেরে।
যদি সম্মিলন, না হয় ঘটন,
দেশে না যাইব ফিরে।
বন্ধুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
ভাবে সখা মনে মনে।
চৌদিকে বিপদ, জাগিলে শ্বাপদ,
বধিবেক দুইজনে॥
করিলে প্রস্থান, বন্ধু ত্যজে প্রাণ,
রমণী বিরহ বিষে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, যুক্তি স্থির করিয়া,
উপায় করিল শেষে।
আসিয়া সত্বরে, যোড় করি করে,
কামিনীর নিকটেতে।
মন্ত্রির নন্দন, অমিয় বচন,
কহেন অধীর চিতে॥
"শুন নিতম্বিনি, অধীনের বাণী,
করিয়া করুণা দান।
তোমার লাবণ্য, হরেছে চৈতন্য,
সখা মম ত্যজে প্রাণ॥

যদি দয়া করি, রূপসী ঈশ্বরি,
বন্ধুরে কর বরণ।
তবে পায় রক্ষা, করি এই ভিক্ষা,
সুন্দরি তব সদন॥

প্রমদার সত্যপ্রিয় প্রতি প্রিয় বচন

বিনয় বচনে মুগ্ধ যুবতীর মন।
ধৈর্য্য হও ধৈর্য্য হও বলিল বচন॥
এস এস সন্নিকটে ওহে সুকুমার।
বস বস এই রূপ নিকটে আমার॥
ধর ধর মৃগেন্দ্রের মস্তক উরুতে।
যাব যাব কুমারের মোহ ঘুচাইতে॥
ভয় নাই ভয় নাই সম্বর রোদন।
কেন কেন অধৈর্য্য হতেছ কি কারণ॥
ডাক ডাক তোমার সখারে নিকটেতে।
কহ কহ কহ কথা অমুচ্চ স্বরেতে॥
দেখ দেখ কেশরী না উঠে কোলাহলে।
উঠিলে নাশিবে প্রাণ গ্রাসিবে কবলে॥

সিংহের মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সত্যপ্রিয়ের ত্রাস, প্রমদার সুরসেন প্রতি সম্ভাষণ, সুরসেন কর্ত্তৃক প্রমদা হরণ, মৃগেন্দ্রের প্রবোধানন্তর সত্যপ্রিয়ের প্রতি পরিভাষণ এবং সম্বোধন বচন।

সখার হিতার্থে সত্যপ্রিয় সকাতরে।
বসিলেন তরুণীর আজ্ঞা অনুসারে॥
ক্রোড়ে লয়ে সেই কাল সিংহের মস্তক।
মনে ভয়, উঠিলেই নাশিবে ঘাতক॥
ভাবিলেন মনে মনে ধন্যরে জীবন।
সখার কারণে তুমি হইবে নিধন॥
পরলোকে শ্রেষ্ঠগতি হইবে তোমার।
পাইলে জীবন সখা প্রসাদে আমার॥
এইরূপ করে চিন্তা বসিয়া সুধীর।
তুষিতে কুমারে যায় প্রমদা অস্থির॥
" কেন কেন অধৈর্য্য হয়েছ কি কারণ।"
বলি ধনী কামিনী করেন সম্ভাষণ॥
অমৃত বর্ষণে যেন পাইয়া জীবন।
উঠি তূর্ণ ধরি কর করে আকর্ষণ॥
অশ্বোপরি বসাইয়া বেগে পলায়ন।
করিলেন সুরসেন লয়ে স্ত্রী রতন॥

এমন সময়ে সিংহ নিদ্রা পরিহরি ।
না দেখে সম্মুখে সেই সুরূপা সুন্দরী ॥
গভীর নিনাদে জিজ্ঞাসিল মন্ত্রিসুতে ।
কোথায় ললনা বল শীঘ্র মমাগ্রেতে ॥
এখনি করিব গ্রাস শুন রে পামর ।
কি সাহসে আছ বসি নয়ন গোচর ॥
সজল নয়নে তবে মন্ত্রির-নন্দন ।
আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিল বিবরণ ॥
শুনি কেশরীর ক্রোধ-লোহিত লোচন ।
অনলের কণা যেন করে নিঃসরণ ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি বলেন ক্রোধেতে ।
শুন ওরে প্রণয়-পথিক সযত্নেতে ॥

কেশব ও বাসবের দেশ পর্য্যটনে গমন, এবং মণিময়-গৃহে এক সুলাবণ্যা ললনা দর্শন ॥

কাঞ্চি নামে পুরাকালে আছিল নগর ।
জিনিয়া অলকা পুরী অতি মনোহর ॥
সত্যবাণ নৃপ, তাঁর অপত্য কেশব ।
চন্দ্রনাথ মন্ত্রী, তাঁর আত্মজ বাসব ॥
কেশবে বাসবে বদ্ধ প্রণয়-শৃঙ্খলে ।
একদা একত্রে পর্য্যটনে কুতূহলে ॥

দ্রুতগামি তুরঙ্গমে আরোহণ করি।
আনন্দে উভয়ে যান গৃহ পরিহরি॥
সহস্র যোজনাধিক পথ অতিক্রমে।
উপনীত হন আসি মণিময় ধামে॥
মণিময় রাজপুরী অতি সুশোভন।
অন্যূন হইবে ব্যাস শতেক যোজন॥
প্রবেশ করিয়া সুখে সখা দুই জন।
প্রথমতঃ দেখিলেন রম্য উপবন॥
আরামের শোভা [illegible]ত করিব বর্ণন।
অনুমান হয় পাক-শাসন নন্দন॥
চারি দিকে পুষ্পতরু মধ্যে সরোবর।
প্রস্তর সোপান তায় গঠন সুন্দর॥
ঘাটে প্রতিষ্ঠিত এক ললনা-প্রতিমা।
অষ্টপদে সুনির্ম্মিত রহিত-উপমা॥
হেরিয়া মোহিনী রূপ মোহিত কেশব।
দুই আঁখি নিমীলিত মুখে নাহি রব॥
ধৈর্য্য ধরি কাতরেতে কহেন বাসবে।
শুন শুন শুন সখা বুঝি প্রাণ যাবে॥
তস্কর হইয়া মম জীবন রতন।
হরিল কামিনী এই হৃদ[illegible] মাহম॥
কি উপায় হবে সখা বল বল বল।
জীবন [illegible]ল চিত্ত হতেছে চঞ্চল॥
[illegible] বলেন তখন।
ধৈর্য্য [illegible] ধরি চোরে আনিব এখন॥

তদনন্তর কেশবে রাখিয়া রম্যাগারে।
চলিলেন বাসব ললনা লভিবারে॥

বাসবের ললনা বিবরণ বিদিত হওন

অতি বিচক্ষণ, মন্ত্রীর নন্দন,
নগরেতে প্রবেশিয়া।
দেখেন নয়নে, বাহির প্রাঙ্গণে,
যুবক এক বসিয়া॥
গিয়া সন্নিধানে, মধুর বচনে,
জিজ্ঞাসা করেন ধীর।
মধ্য উপবনে, আছে কি কারণে,
প্রতিমূর্ত্তি ভাবিনীর?
অনুগ্রহ করি, বলুন বিস্তারি,
সবিশেষ বিবরণ।
কাহার কামিনী, কাহার নন্দিনী,
উপবনে কি কারণ॥
পথিক-বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহে যুবা সঙ্গোপনে।
শুনহ কারণ, নারী বিবরণ,
স্থির চিত্তে সযতনে॥
এই রাজ্যেশ্বর, ভূপ তেজস্কর,
প্রতাপেতে দশ মুখ।
তাঁহার কুমারী, নাম সুকুমারী,
না দেখে পুরুষ-মুখ॥

সেই রাজ কন্যা, রূপে গুণে ধন্যা,
তারি এই মূর্ত্তি খানি।
দুঃখের বিষয়, বিবাহ না হয়,
বঞ্চে নিশি একাকিনী॥
যৌবন দশায়, পতি নাহি চায়,
নৃপতি উদ্বিগ্ন মন।
সদা এই ভাবে, কেমনে ভাঙ্গিবে,
কন্যার দারুণ পণ॥

বাসবের মণিময়াধিপতির সভায় গমন।

অদ্ভুত বিস্ময়কর বচন শ্রবণে।
প্রত্যাগত মন্ত্রীসুত নিজার সদনে॥
মনোহর করি বেশ সচিব তনয়।
অশ্ব-যানে যান সুখে ভূপাল-আলয়॥
প্রতিহারী প্রমুখাৎ শুনি বিবরণ।
করিলেন তেজস্কর প্রিয় সম্ভাষণ॥
গুণ-গুণে বদ্ধ হয়ে বিমুগ্ধ রাজন।
অধিষ্ঠান হেতু তাঁরে করেন যতন॥
অগত্যা স্বীকার করি কহেন বাসব।
এ ভবনে থাকা মম না হয় সম্ভব॥
নারী-শূন্য নিলয়েতে হবে অবস্থিতি।
পুরুষ থাকিবে সদা আমার সংহতি॥

স্বীকার করিয়া রাজা স্বীয় উপবনে।
রাখিলেন বাসবে বিশেষ সযতনে ॥
বাসরে বাসব করে শাস্ত্রের বিচার।
যামিনীতে কামিনীকে প্রাপ্তির বিচার ॥
এই মত সপ্তাহ হইল ক্রমে গত।
এক দিন সুকুমারী সখী প্রমুখাত ॥
শুনিল এসেছে এক রাজার নন্দন।
রাখিয়াছে নৃপ তারে করিয়া যতন ॥
জন্মাবধি নাহি দেখে নারীর বদন।
দিবসে সভার করে শাস্ত্র আলাপন ॥
হইল মনেতে ইচ্ছা জানিতে কারণ।
ডাকিলেন সখী এক করি সম্বোধন ॥
লিখিলেন লিপিতে লেখনী করে করি।
বর্ণিবে কারণ কেন নাহি হের নারী ॥
যাও যাও সহচরী অতি সঙ্গোপনে।
যুবরাজ অবস্থিত আছে যেই স্থানে ॥
প্রদান করিবে পত্র কৌশল করিয়া।
আসিবে ত্বরিত পুনঃ উত্তর লইয়া ॥

উপবনে উপনীত হয়ে সহচরী।
দ্বারীরে করিলা বশ সদালাপ করি ॥
অর্পণ করিয়া লিপি বলেন যতনে।
প্রত্যুত্তর লহ শীঘ্র যুবরাজ-স্থানে ॥

যোড়হাতে গিয়া দ্বারী প্রভুর সদন।
সমর্পণ করে লিপি দেখিয়া নির্জ্জন॥
সচিব তনয় সেই পত্র পাঠ করি।
দেখিল স্বাক্ষর নিম্নে নাম সুকুমারী॥
করে শশী প্রাপ্ত সম হয়ে পুলকিত।
উত্তর লিখিতে অতি হলেন চিন্তিত॥
সুধীর করিয়া স্থির লিখে তদন্তর।
"বর্ণিবেন অগ্রে স্বীয় কারণ সত্বর॥
পশ্চাতে বর্ণিব মম গূঢ় সমাচার।
জানিবেন লিপি সহ মম নমস্কার॥"
দ্বারী-করে দেন পত্র মন্ত্রির নন্দন।
পরে লয়ে সহচরী করিল গমন॥
দ্রুতগতি সঙ্গোপনে কুমারীর করে।
প্রদান করিল লিপি সহর্ষ অন্তরে॥
পাঠ করি ভূপসুতা আত্ম বিবরণ।
লিখিতে করেন যত্নে লেখনী গ্রহণ॥

সুকুমারীর পূর্ব্বজন্ম বিবরণ।

নিষধ-গিরির সন্নিহিত এক বন।
সৌর কর দীর্ঘিকায় যথা না পশে কখন॥
পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্মফলে কুরঙ্গ জাতিতে।
জন্মিয়াছিলাম মৃগী হয়ে গহনেতে॥
কালক্রমে গর্ভে মম হইল সন্তান।
পতি সহ একত্রেতে থাকি এক স্থান॥

তদন্তর হয় পুন গর্ব্বের সঞ্চার ।
দিনে দিনে পূর্ণ কাল হইল আমার ।।
ইতি মধ্যে দাবানল হইল কাননে ।
অন্তরে হইল ভয় অগ্নি বিলোকনে ।।
সন্নিকটে বৈশ্বানর করে আগমন ।
বিনাশ করিয়া ক্রমে জীব অগণন ।।
ভয়ঙ্কর দাবানল দেখিয়া ব্যাকুল ।
কহিলাম নাথে প্রভু হও সানুকূল ।।
ক্রমান্বয়ে শিশুদ্বয়ে পৃষ্ঠেতে করিয়া ।
শঙ্কা শূন্য স্থানে শীঘ্র আসুন রাখিয়া ।।
পরিশেষে উভয়েতে করিব প্রস্থান ।
অনায়াসে দাবদাহে পাব পরিত্রাণ ।।
বিফল হইল সব মম নিবেদন ।
অপত্য স্নেহেতে করি অজস্র ক্রন্দন ।।
পূর্ণগর্ব্বা হেতু আমি অক্ষম বহনে ।
ক্রোড়ে করি শিশুদ্বয়ে থাকি দীনমনে ।।
নিধনেতে সমাগত হেরিয়া দহন ।
ত্যজিয়া সবারে মৃগ করে পলায়ন ।।
জানিলাম পুরুষের পাষাণ হৃদয় ।
স্বার্থ লাভে অবিরত জন্মে প্রীতিময় ।।
অবশেষে দীননাথে করি নিবেদন ।
অগতির গতি তুমি দুষ্টের দমন ।।
শিষ্টের পালন কর সদা চক্রপাণি ।
অন্তিমেতে ডাকি কৃপাকর যদুমণি ।।

দহ্যান্তে যদ্যপি হয় জন্মিতে কখন।
নারীকুলে জন্ম হয় এই আকিঞ্চন ॥
জাতিস্মর হয়ে নাথ! নারী-মণ্ডলীতে।
থাকিব সতত ইচ্ছা হয় অবনীতে ॥
বলিতে বলিতে শিশু-সহ ভস্মীভূত।
হইলাম অবশেষে গর্ভের সহিত ॥
ইহ জন্মে রাজ বংশে হইয়া কামিনী।
মন-সুখে বঞ্চি কাল দিবস যামিনী ॥
সেই হেতু পূর্ব্বকথা করিয়া স্মরণ।
নৃশংস পুরুষ-মুখ না করি দর্শন ॥
বিবরিয়া বলিলাম মম বিবরণ।
আপনার বৃত্তান্ত শুনিতে ব্যগ্র মন ॥
সমাপন করি লিপি রাজপুত্র পাশে।
পাঠালেন প্রতি লিপি পাইবার আশে ॥

বাসবের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ।

নৃপাত্মজা বিবরণ হয়ে অবগত।
সাতিশয় মন্ত্রিসুত হলেন চিন্তিত ॥
সুচতুর শঠ শিরোমণি বিচক্ষণ।
চিন্তা করি করিলেন লেখনী গ্রহণ ॥
লিখিলেন লিপি মধ্যে আত্ম বিবরণ।
নিম্নস্থলে যেই রূপ হইল বর্ণন ॥
সিংহল দ্বীপেতে পূর্ব্বজন্মে দ্বিজালয়।
জন্মিয়াছিলাম নাম ছিল ধনঞ্জয় ॥

চতুর্দ্দশ বর্ষে এক সুলাবণ্যা নারী।
শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভবা সুখে পরিণয় করি॥
প্রেমার্ণবে মগ্ন হয়ে থাকি নিরন্তর।
অন্তর হইতে প্রিয়া না করি অন্তর॥
জীবন-রতন সমর্পণ করি তারে।
পলকে প্রলয় জ্ঞান হইত, না হেরে॥
এই মত অনুরাগে হয় কাল গত।
সাতিশয় প্রমোদেতে দিবা-নিশি রত॥
একদা নিদাঘ কালে চাঁদনির রাতি।
হাসি হাসি প্রণয়িনী কহে মম প্রতি॥
শুন শুন প্রাণনাথ মম অভিলাষ।
নির্জ্জনে নিকুঞ্জে দোঁহে করিব বিলাস॥
মোহিত হইয়া শুনি মোহিনী-বচন।
উপবনে উপনীত হই দুই জন॥
বাক্যালাপ প্রেমালাপ রসালাপ করি।
শেষালাপে নিদ্রাবশে যায় বিভাবরী॥
করে লয়ে তীক্ষ্ণ অসি এমন সময়ে।
সেই নারী বীরবেশে বসিয় হৃদয়ে॥
আঘাত করিবে কণ্ঠে হেন অবসরেতে।
নিদ্রা ত্যজি নিরীক্ষণ করি আচম্বিতে॥
দেখিলাম এক জন শূদ্রের তনয়।
দৃঢ় করি বন্ধন করেছে পদদ্বয়॥
ফাঁস লাগাইয়া হাতে আছে রজ্জু ধরি।
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কাল যম হেরি॥

জীবনান্ত জানি অযান্তক নারায়ণে।
অন্তিমে স্মরণ করি ডাকি প্রাণপণে॥
দেখিতে দেখিতে পাপীয়সী গলদেশে।
অস্ত্র দিয়া অসু-রক্ত নাশে অনায়াসে॥
ইহ-জন্মে হরির কৃপায় জাতিস্মর।
এই হেতু চির-দ্বেষ নারীর উপর॥
বিবরণ বর্ণি লিপি সমাপন করি।
সমর্পণ করিলেন ডাকি প্রতীহারী॥
লিপি লইয়া দেয় ভূপাত্মজা করে।
যত্ন করি খুলি ধনি সুখে পাঠ করে॥

বাসবের সুকুমারীর সহিত পরিণয় এবং কেশব সন্নিধানে উভয়ের গমন।

লিপি পাঠ করি, বালা সুকুমারী,
চিত্তে বিবেচনা করে।
ধন্য বিধাতায়, এই যুব রায়,
সৃজিল আমারি তরে॥
অনঙ্গের বাণে, ব্যাকুল জীবনে,
হইয়া বিকল মতি।
বরিতে কুমারে, জনক গোচরে,
জানাইল অভিমতি॥
রাণী হর্ষচিতে, কহে যামিনীতে,
শুন শুন হে রাজন্।

রাজ পুত্র সহ, করিতে বিবাহ
কন্যার হয়েছে মন ॥
শুভ দিন ক্ষণ, করি নিরূপণ,
মহিপতি প্রীতমন।
বাসবে স্বভনে, অতি শুভক্ষণে,
করে কন্যা সমর্পণ ॥
করিয়া ছলনা, লভিয়া ললনা,
প্রচুর আনন্দোদয়।
সখার কারণ, মন উচাটন,
বাসবের অতিশয় ॥
নারী সুকুমারী, যত্নে সঙ্গে করি,
চলিল কুমার যথা।
কন্যারে বিরলে, কহে চারুশীলে,
শুন মনোগত কথা ॥
বন্ধুর কারণ, তোমাকে গ্রহণ,
করিয়াছি নিতম্বিনি।
মাল্য করে করি, বর লো সুন্দরি,
তব পতি তাঁরে জানি।
কহিবে কুমারে, ভজিতে তোমারে,
আসিয়াছি ভূপস্থত।
বাসব যতনে, পিতার সদনে,
করিয়াছে হস্তগত ॥
যদ্যপি কেশব, কোথায় বাসব,
জিজ্ঞাসা করেন পরে।

বলিবে তখন, হয়েছে নিধন,
সাংঘাতিক কাল জ্বরে ॥
চলিল সুন্দরী, মাল্য করে করি,
নৃপসুত সদনেতে।
সখারে ছলিতে, পরীক্ষা করিতে,
থাকে সখা অলক্ষিতে ॥

কপট বাসব ও সুকুমারীর নিধন, নগেন্দ্রের নীতিগর্ভ বচন সমাপন, সত্যপ্রিয়ের অব্যাহতি এবং রমণীরঞ্জন ও প্রেমময় সমীপে কাদম্বিনীর পুনরাগমন।

বন্ধুর বিলম্ব দেখে অধিক কাতর।
ভাবনায় নারা চিন্তা হয়েছে অন্তর ॥
হায় সখা কোথা সখা সদা এই বাণী।
এমন সময়ে উপনীত সুবদনী ॥
হেরি বরবর্ণিনীরে কহেন কুমার।
কে তুমি বলিতে পার সংবাদ সখার ॥
সুকুমারী বলে নাথ শুন বিবরণ।
জ্বররোগে তব সখা হয়েছে নিধন ॥
বন্ধুর নিধন বার্ত্তা শুনিয়া কর্ণেতে।
লইলেক সুশাণিত কৃপাণ করেতে ॥

হা বন্ধু! বলিয়া কণ্ঠে করেন অর্পণ।
ছিন্নতরু সম ভূমে হলেন পতন॥
অনন্তর সেই স্থলে আসিয়া বাসব।
রক্তাক্ত সখারে হেরি হইল নীরব॥
বান্ধব বিহীনে আর কিফল জীবনে।
বলি সেই অসি কণ্ঠে দিল সেই ক্ষণে॥
কেশবে বাসবে হেরি মৃত দুই জন।
হাহা নাথ! বলি নারী ত্যজিল জীবন
এতেক বচন বলি বলেন কেশরী।
শুন শুন ওরে মূঢ় শুন যত্ন করি॥
যদ্যপি কখন পুনঃ বন্ধুতা বন্ধনে।
আবদ্ধ হইতে হয় অভিলাষ মনে॥
এবম্বিধ সখা সহ করিবে প্রণয়।
নতুবা একদা হবে জীবন সংশয়॥
উপদেশ দিয়া হরি দেন পরিত্রাণ।
ধর্ম্মবলে সত্যপ্রিয় পায় প্রাণদান॥
প্রেমময় বাণী এই হয় সমাপন।
বিস্ময় হইল শুনি রমণীরঞ্জন॥
এমন সময়ে কাদম্বিনী সহচরী।
উপনীত হন আসি লিপি করে করি॥
হতাশ প্রিয়ার আশে হইয়া কুমার।
সখারে কহেন দ্রুত কর প্রতীকার॥

কুমারের প্রেমময় সমভিব্যাহারে সত্বর নগরাভিমুখে গমন ও কাননে প্রবেশ।

প্রিয়ার বিরহে বন্ধু ব্যাকুল হৃদয়।
হেরিয়া হইল অতি ভীত প্রেমময়॥
কি করি উপায় ধীর ভাবে মনে মনে।
সখারে মিলাতে প্রিয়া যাইব কেমনে॥
তীর্থ-যাত্রা ছলে শেষে উভয়ে মিলিয়া।
চলিলেন সগরেতে সত্বর হইয়া॥
দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করি।
প্রমোদেতে যান দোঁহে গৃহ পরিহরি॥
স্বভাবের শোভা সব করি নিরীক্ষণ।
নদ নদী অতিক্রমে করেন গমন॥
জনপদ গ্রাম পল্লী বন উপবন।
উপত্যকা অধিত্যকা করিয়া ভ্রমণ॥
পরিশেষে প্রবেশ করেন দুই জন।
স্বল্প বন অনুমানে গহন কানন॥
মধ্যস্থলে আসি হয় দিবা অবসান।
তমোময়ী অরণ্যানী হেরি হরে জ্ঞান॥

সন্ধ্যা বর্ণন।

অস্তাস্তে মরীচিমালী, লয়ে দল বল-শালী,
সুসংযোগ কুতূহলী, তমিস্র আইল হে।
দিবাকর-ভয়ে ভীত, হয়েছিল লুক্কায়িত,
এবে দেখি তিরোহিত, আবির্ভাব হইল হে॥
প্রচারিল স্বীয় বল, দৃষ্টি হইল অচল,
তা দেখি তারকা দল, সমরে সাজিল হে।
মৃদু প্রভা প্রহরণ, করিলেক বরিষণ,
কিন্তু না জিতিল রণ, হারিতে লাগিল হে॥
শূচিভেদ্য গাঢ় তমঃ, পরকাশে পরাক্রম,
অনন্তর মনোরম, সুধাংশু উদিল হে।
তিমির প্রকর নাশি, অম্বর হইতে শশী,
সুধাময় কর রাশি, প্রদান করিল হে॥
কুমুদিনী সরোবরে, হেরি প্রিয় শশধরে,
নিমগ্ন সুখ-সাগরে, হল একেবারে হে।
প্রিয়া-মুখ দরশন, করি হরষিত মন,
শশী করে বরিষণ, কিরণ নিকরে হে॥
ক্রমেতে মলয়ানিল, দ্রুতগতি উত্তরিল,
পেয়ে উপযুক্ত কাল, পুষ্পগন্ধ লয়ে হে।
পিকবর তরু পরে, বসিয়া প্রমোদ ভরে,
কুহু কুহু রব করে, মদনে মাতিয়ে হে॥
মনসিজ লয়ে শর, পুষ্প আদি পঞ্চ শর,
সঙ্গে করি সহচর, দরশন দিল হে।

শাসিল স্বীয় রাজত্ব, প্রচারিল আধিপত্য,
আপনার সারতত্ত্ব, লোকে জানাইল হে॥
নিশীথ সময় হেরি, শ্বাপদেরা ত্বরা করি,
চারি দিকে ভ্রমে ফিরি, খুঁজিতে আহার হে।
দেখি সখা দুই জনে, চিন্তা করে মনে মনে,
কি করি বিজন বনে, প্রাণরক্ষা ভার হে॥

বন্ধুদ্বয়ের কাননে যামিনী যাপন এবং নিশীথে কিন্নরী কর্ত্তৃক যুবরাজের হরণ।

প্রিয়া হেতু অবশেষে, আসিয়া অসার আশে
প্রাণ বুঝি হারাই দুজনে।
ভীষণ কানন হেরি, মনে দৃঢ় ধৈর্য্য ধরি,
ডাকে দোঁহে শ্রীরঘুনন্দনে॥
তদন্তর যুক্তি করি, আরোহিলা দ্রুমোপরি,
কটিতটে বান্ধিল বসন।
নিদ্রাবেশ হবে যবে, তাহে চিন্তা নাহি রবে,
বিপদে তরিব দুই জন॥
যোড় করি দুই কর, প্রেমময় অনন্তর,
কহে শুন রমণী-রঞ্জন।
আমার বচন ধর, অধুনা ইহাই কর,
বিভাবরী করিতে যাপন॥

নিদ্রা যাও অগ্রে তুমি, পরে হব অনুগামী,
শ্রমগত হইলে তোমার।
এত বলি মন্ত্রি সুত, অতিশয় ভয় যুত,
করে প্রহরীর ব্যবহার॥
নৃপসুত অতঃপরে, নিদ্রা যায় অকাতরে,
বন্ধু তাঁর জাগিয়া রহিল।
নীরব নিশীথ কালে, যুবরাজ কুতূহলে,
নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বসিল॥
সচিব তনয় পরে, নিদ্রা গেল তরুপরে,
পথশ্রমে ক্লান্ত কলেবর।
কুমার ব্যথিত মনে, সেই প্রণয়িনী জনে,
চিন্তা করে হইয়া কাতর॥
বিচিত্র ঘটনা পরে, একাকিনী শূন্যোপরে,
কিন্নরী ভ্রময়ে এক জন।
বিতনু বিশিখে তনু, জ্বলে বিরহ কৃশানু,
রসবতী প্রথম যৌবন॥
হীরাবতী নাম তার, ভ্রমে বালা অনিবার,
কাম শরে কাতর অন্তরে।
তুষিতে জীবন মন, নাহি তার প্রিয়জন,
যুবরাজে নিরখিল পরে॥
নিশ্বাস সংযত করি, অধোভাগে সে কিন্নরী,
অবিলম্বে হৈল উপনীত।
মনোহর রূপ তাঁর, নবীন যৌবন আর,
হেরিয়া হইল বিমোহিত॥

কিন্নরী যুবক বরে, একত্র পাইয়া পরে
পুষ্পবাণ হানে শম্বরারি।
কামবাণ-পরতন্ত্র, কিন্নরী ছাড়িল মন্ত্র,
প্রেমময় বন্ধুর উপরি॥
মন্ত্রের প্রভাব বলে, প্রেমময় মহীতলে,
নিপতিত হইল ত্বরিত।
পুনঃ মন্ত্র পাঠ করে, চলে শাখী বায়ুভরে,
যুবরাজ হইলা বিস্মিত॥
ভাবে হায় কি হইল, সখা মম কোথা গেল,
একত্রেতে ছিলাম দুজন।
কি ঘটনা হৈল আগে, যায় ক্রম বায়ুবেগে,
এল বর্ত্ম শতেক যোজন॥
বন উপবন কত, উপত্যকা শত শত,
নদনদী অতি সুবিস্তার।
কি ভাব বুঝিতে নারি, কে আনিল শূন্যে হরি,
অতিক্রম করি রত্নাকর॥
হায়! বিধি কি হইল, শেষে বুঝি প্রাণ গেল,
সুখ আশে হইনু বঞ্চিত।
যে আশে হইল আসা, সে আশা হল নিরাশা,
কোন আশা না হেরি কিঞ্চিৎ॥
হায় হায় কোথা যাই, ভাবিয়া না কূল পাই,
এ অকূল দুস্তর পাথারে।
সখা না হেরি আমারে, ব্যাকুল হয়ে অন্তরে,
ত্যজিবেন জীবন সাগরে॥

কুমার বিলাপ করি, থাকে বসি বৃক্ষোপরি,
কিন্নরীরে করে নিরীক্ষণ।
হিমাচল যেই স্থানে, দেখিতে দেখিতে ক্ষণে,
মহীরুহ নামিল তখন॥
কি আশ্চর্য্য আহা মরি, জিনিয়া অলকাপুরী,
অপরূপ অতি সুশোভন।
শিলাতে রচিত হর্ম্ম্য, গৃহ-সজ্জা অতি রম্য,
মণিময় সুন্দর গঠন॥
ইরাবতী হয়ে ব্যস্ত, স্বীয় রূপ ধরে ন্যস্ত,
মায়া কায়া ত্যজিয়া ত্বরিত।
দেখিয়া সে রূপ রাশি, মলিন কলঙ্ক শশি,
সৌদামিনী মেঘেতে মিশ্রিত॥

কুমারের বিলাপ ও কিন্নরীর অনুনয়।

ভূপসুত সচিন্তিত হইয়া অন্তরে।
অধৈর্য্য হইয়া অতি কহেন কাতরে॥
কোথায় বা বন্ধুবর কোথায় প্রেয়সী।
হায় হায় কি দশা করিল পাপীয়সী॥
কি করি কোথায় যাই না দেখি উপায়।
অকস্মাৎ পড়িলাম কাহার মায়ায়॥
এই মত নানা চিন্তা করি যথোচিত।
উপায় না দেখি চিত্তে হন বিষাদিত॥
অতঃপর সুহাসিনী কিন্নরী আসিয়া।
মৃদুভাবে নৃপসুতে কহে সম্ভাষিয়া॥

কেন কেন যুবরাজ সচিন্তিত মন।
সঁপেছি তোমারে আমি জীবন যৌবন॥
বহুকাল ইতস্ততঃ অন্বেষণ করি।
পেলাম অমূল্য রত্ন কানন ভিতরি॥
অবলা সরলা আমি হই কুলবালা।
কৃপায় ঘুচাও মম হৃদয়ের জ্বালা॥
স্বৈরিণী না হই আমি কিন্নর নন্দিনী।
প্রত্যহ আসিব কান্ত আইলে যামিনী॥
দিবা ভাগে একা নাথ থাকিতে হইবে।
পদ্মিনী নায়ক অস্তে আমাকে পাইবে॥
সুশোভন অট্টালিকা দেখ এই পুরী।
বিহার করহ সুখে চিন্তা পরিহরি॥
আহারীয় দ্রব্য সব আছে আয়োজন।
নিঃশেষ না হবে কভু করিলে ভোজন॥
এতেক বলিয়া হীরা যত্নে করে ধরি।
বসাইল নৃপসুতে পর্য্যঙ্ক উপরি॥
উদিত নলিনীকান্ত নয়নে হেরিয়া।
প্রবোধিয়া কান্তে যায় অম্বরে চলিয়া॥
পিতার ভবনে আসি হয়ে উপনীত।
বঞ্চেন দিবস চিত্তে অতি উল্লাসিত॥

প্রেমময়ের প্রবোধনান্তর বিলাপ।

আকর্ষণ করি স্বীয় সুধাময় কর।
প্রতীচীতে উঠিলেন ক্রমে শশধর॥

প্রাচী সুশোভিত প্রভাকর সমুদিত।
অরণ্যানী বিহঙ্গ নিনাদে নিনাদিত॥
করীযূথ করভ সহিত দলে দলে।
শাখী শাখা ভগ্ন করি চলে কুতূহলে॥
মৃগকুল নিদ্রা ত্যজি ব্যস্ত বিচরণে।
জগত জাগ্রত হলো রবির কিরণে॥
এমন সময় প্রেমময় জাগরিত।
নিদ্রা পরিহরি নাহি দেখে নৃপসুত॥
পুনঃ দেখে মহীরুহ নাহিক তথায়।
বিস্মিত হইয়া পরে ইতস্ততঃ চায়॥
চিন্তে মনে সখা সহ ছিলাম তরুতে।
নিপতিত মহীতলে একা এক্ষণেতে॥
কোথা গেল রমণীরঞ্জন দীন মনে।
ব্যাকুল হইয়া বাক্য না সরে বদনে॥
সাতিশয় কাতরেতে করেন রোদন।
হায় হায় কোথা সখা রহিলে এখন॥
প্রিয়ার আশাতে আসি প্রবেশি গহনে।
হারাইলে অবশেষে জীবন রতনে॥
শুনিলে মহিষী রাজা এ দুঃখ সম্বাদ।
প্রাণ ত্যেজে পাশরিবে বিষম বিষাদ॥
শূন্য হবে রাজ্য রাজপুরী সনগর।
বলিতে বলিতে পড়ে ক্ষিতির উপর॥
অনন্তর ধৈর্য্য ধরি করেন বিচার।
অনুমান হয় সখা গিয়াছে সত্বর॥

প্রণয়িনী হেতু বুঝি অধৈর্য্য হইয়া।
ত্রিযামা না হতে শেষ গিয়াছে চলিয়া॥
অবিলম্বে গমন বিধান সম্বরেতে।
অনুমান হয় তথা পাইব দেখিতে॥
এবম্বিধ আকাশ কুসুম সম মনে।
চিন্তিয়া চলেন শোকে চপল গমনে॥

প্রেমময়ের সম্বর নগরে গমন এবং প্রেম-বিলাসিনীর নিরুদ্দেশি সম্বাদ শ্রবণ।

মণিহারা ফণীসম ব্যথিত অন্তরে।
সখা আশে চলিলেন সম্বর নগরে॥
গ্রাম পল্লী তরঙ্গিণী তট উপবন।
উপত্যকা অধিত্যকা ভীষণ কানন॥
অতিকষ্টে অতিক্রম করি সমুদয়।
উপনীত সম্বরেতে মন্ত্রির তনয়॥
হইল এমন কালে দিবা অবসান।
পক্ষীগণ নিজ নীড়ে করিছে পয়ান॥
দৈনিক কর্ম্মেতে বুঝি পেয়ে অবসর।
চলিলেন অস্তাচলে দেব দিবাকর॥
কিম্বা চলিলেন বুঝি সন্ধ্যা করিবারে।
জলধি হৃদয়ে কোন বিরল আগারে॥
পতির প্রবাস যাত্রা করি দরশন।
কাতরা কামিনী যথা বিষাদিত মন॥

সেইরূপ নিরখিয়ে রবি অস্তমন ।
নলিনী মলিনী হয়ে মুদিল নয়ন ॥
নভোরাজ্যে নিরখিয়ে শূন্য সিংহাসন
বসিলেন শশী তাহে হইয়ে রাজন্ ॥
দিগঙ্গনাগণ যেন আনন্দ অন্তরে ।
অভিষেক করিতেছে চারু হাস্যভরে ॥
গায়ক বিহগকুল প্রমোদে মাতিয়া ।
নবীন রাজার যশ গায় বিস্তারিয়া ॥
শশীর এ অধিকার প্রকাশ করিতে ।
সমীরণ সন্ সন্ লাগিল বহিতে ॥
বাসরে নাগরে যেন হেরিয়ে ললনা ।
তুষিতে তাহারে করে অশেষ ছলনা ॥
তথা কুমুদিনী করি শশাঙ্ক দর্শন ।
হাস্য করি দেখাইতে লাগিল যৌবন ॥
সপত্নীর প্রগলভতা হেরি তারা বলি ।
ধরিতে লাগিল শোভা ঈর্ষানলে জ্বলি ।
ঘেরিয়ে রহিল নাথে সপত্নী শাসিতে ।
অক্ষম হলেন শশী ভূতলে আসিতে ॥
কিন্তু কুমুদিনী তায় বাধা না মানিল ।
দুলিয়ে সঙ্কেত করি ডাকিতে লাগিল ॥
হইলেন শশধর বিপদে পতন ।
কার মান রক্ষা তিনি করেন এখন ॥
পরিশেষে দুই পক্ষ রাখিতে বজায় ।
বাড়ালেন স্বীয় কর কুমুদিনী কায় ॥

দুই পক্ষ তুষ্ট তাহে হল অতিশয়।
কবি কহে প্রেমিকের এই ধর্ম্ম হয়।
কামিনী আগত দেখে সচিব নন্দন।
রাজ অট্টালিকা মুখে করেন গমন॥
দেখিলেন ম্রিয়মাণ পুরবাসীগণ।
"কি হইল" বলি সদা করিছে জল্পন॥
নগরের ভাব হেরি সচিব তনয়।
জিজ্ঞাসেন কোন জনে হইয়া সংশয়॥
কি কারণে রাজধানী শোকাকুল দেখি।
বিরস-বদন সবে অশ্রুপূর্ণ আঁখি॥
ইহার কারণ যদি বল কৃপা করি।
চিরক্রীত হব চির-অধীন তোমারি॥
এতেক বচন শুনি ভূদেব নন্দন।
কহেন শুনহ দেব অদ্ভুত ঘটন॥
গত নিশি রাজবালা পর্য্যঙ্ক উপরি।
নিদ্রিতা ছিলেন তার চৌদিকে প্রহরী॥
ত্রিযামা হইল শেষ প্রভাত সময়।
নৃপাত্মজা নাহি তথা গেছেন কোথায়॥
স্থানে স্থানে দ্বারিগণ করেন প্রেরণ।
তাঁহার সন্ধানে নরপতি ক্ষুণ্ণ মন॥
কোন রূপে নাহি পায় প্রতীহারী যত।
এই হেতু সকলেতে অতি বিষাদিত॥
শুনি বার্ত্তা মন্ত্রিসুত মূর্চ্ছিত হইল।
অকস্মাৎ শেল যেন হৃদয়ে পশিল॥

ব্যাকুল হইয়া শোকে করেন ক্রন্দন।
হায় সখা সন্ত্রীকেতে হইলে নিধন ॥
আশা মূল এতদিনে নির্ম্মূল হইল।
একূল ওকূল আজি অকূলে ডুবিল ॥
এই মত বিলাপেতে প্রভাত হইল।
শোকার্ত্ত হইয়া সবে সন্ধানে চলিল ॥

প্রেমময়ের সখান্বেষণে গমন।

প্রিয়জন বিহনেতে পড়িয়া শঙ্কটে।
উপনীত মন্ত্রিসুত তটিনীর তটে ॥
এমন সময়ে এক বণিক নন্দন।
আরোহিয়া তরণীতে করেন গমন ॥
কাতর মধুর বাক্যে করিয়া মিনতি।
উঠিলেন দ্রুতগতি তাহার সংহতি ॥
পরম প্রমোদে তরী চলিল বাহিয়া।
ক্রমে বহুদূরে আসি পড়িল আসিয়া ॥
এমন সময়ে মেঘ বাড়িতে লাগিল।
ঘোর শব্দে তার সঙ্গে বায়ু দেখা দিল ॥
ধূলি পত্র তৃণরাশি লাগিল উড়িতে।
পড়িতে লাগিল মহীরুহ ধরণীতে ॥
রাশি রাশি ফল ফুল ঝরিতেছে তায়।
ধরিত্রীর হৃদয়েতে কিবা শোভা পায় ॥
জননী সদৃশ ধরা কোমল হৃদয়ে।
ধারণ করেন সদা যত্নে তরুচয়ে ॥

আজি সেই কৃতজ্ঞতা বুঝি প্রকাশিয়া।
লুটাইয়ে পুজে তারা ফল ফুল দিয়া ॥
কাঁপিছে বিহগচয় বাসায় বসিয়ে।
ব্যাকুল বায়সকুল বিপদ হেরিয়ে ॥
উড়ে গেল দরিদ্রের জীর্ণ-পর্ণ ঘর।
করিতে লাগিল তারা বিলাপ বিস্তর ॥
এই রূপে প্রভঞ্জন লাগিল বহিতে।
আরম্ভ হইল বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে ॥
পড়িতে লাগিল শিল পক্ষি-ডিম্বাকার।
ভীষণ বজ্রের রবে প্রাণ রাখা ভার ॥
মাঝে মাঝে সৌদামিনী চকিত হাসিয়ে।
বরুণের আজ্ঞা যেন যায় প্রকাশিয়ে॥
অথবা হেরিতে রঙ্গ দুরন্ত পবন।
ক্রোধ নেত্রে করে যেন কঠোর ঈক্ষণ ॥
দুরন্ত বরুণ হেরি হয় অভিপ্রায়।
অকালে অখিল বুঝি রসাতলে যায় ॥
বীচিকুল উথলি উঠিল একেবারে।
সত্বর তরণী সহ জল-মগ্ন করে ॥
নিমগ্ন হইয়া জলে সকলে কাতর।
স্রোতে ভাসি যায় ক্রমে দিক্ দেশান্তরে।
মন্ত্রিসুত নিপতিত গভীর ভুবনে।
জীবনে জীবন আশা ছাড়ি ভাবে মনে ॥
হায় বিধি এই কি তোমার মনে ছিল।
কুলরক্ষা হেতু আসি সব কুল গেল ॥

ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ভাসিয়া ভাসিয়া।
অবশেষে উত্তরিল তীরেতে আসিয়া ॥
কারুণিক বিভুর কৃপায় আয়ু ছিল।
অতিকষ্টে ধীরে ধীরে তীরেতে উঠিল ॥
দেখেন সম্মুখে এক সুরম্য কানন।
অপরূপ প্রাসাদ মধ্যেতে সুশোভন ॥
মণিময় প্রস্তরে খচিত স্তম্ভচয়।
চন্দ্রকান্ত অয়স্কান্ত মধ্যে শোভা পায় ॥
মরকত শিলা সব শোভে চারিদিকে।
পান্না চুন্নি প্রবাল জড়িত থাকে থাকে ॥
পুরী হেরি প্রেমময় হয়ে হরষিত।
সকাতরে সন্নিকটে চলিলেন দ্রুত ॥

প্রেমময়ের বিজন পুরী-মধ্যে প্রবেশ এবং নিদ্রিতা বানরী নিরীক্ষণ।

প্রেমময় সকাতরে, আসিয়া পুরীর দ্বারে,
নাহি দেখে দ্বার উদ্ঘাটন।
কেমনে প্রবেশ করি, মানব নাহিক হেরি,
নানা মত চিন্তে বিচক্ষণ ॥
অবশেষে স্থির করি, আরোহিয়ে বৃক্ষোপরি,
প্রবেশিল পুরীর ভিতরে।
আশ্চর্য্য পুরীর-শোভা, দর্শকের মনো লোভা,
বিরাজিত সরসীর তীরে ॥

রত্নদাম বিভূষিত, আছে শয্যা শত শত,
শুভ্রতর দুগ্ধফেন প্রায়।
নিরুপম সরোবর, অনুমান হয় স্মর
বিহারার্থে সৃজিলেন তায়॥
নানা জাতি পুষ্পচয়, প্রস্ফুটিত সবে রয়,
মধুকর করে মধু পান।
গুন্ গুন্ রব করি, বসি ফুল্ল পুষ্পোপরি,
মধুস্বরে করে সুখে গান॥
পুরীমধ্যে প্রবেশিয়া, রম্যহর্ম্ম্য নিরখিয়া,
স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিল।
শেষেতে পর্য্যঙ্কোপরি, নিদ্রিতা এক বানরী,
রহিয়াছে সহসা হেরিল॥
হেনকালে দিবাকর, সম্বরিয়া স্বীয় কর,
নলিনীর প্রেম তেয়াগিয়া।
প্রবেশিল গিরিকূটে, পরে কুমুদিনী ফুটে,
নিশাকান্তে নয়নে হেরিয়া॥
যামিনী আগতা দেখি, মন্ত্রিপুত্র অতি দুঃখী,
কোথা থাকি করেন চিন্তন।
হেনকালে অকস্মাৎ, ভয়ানক শব্দ পাত,
হইতে লাগিল ঘন ঘন॥
দেখিতে দেখিতে আসি, রূপ যেন তমোরাশি,
ঘন ঘটা ছটা বিপরীত।
ঘন ঘোর করি নাদ, করে যেন করী নাদ,
নাদে তার দিগন্ত পূরিত॥

মেঘ আভা যিনি প্রভা, যিনি ঘন জটা আভা,
দন্তকটা ভীষণ আকার।
চক্ষু দুটা কটা কটা, কটীতে বল্কল আঁটা,
মোটা শোটা কিম্ভুত আকার॥
দন্ত করে কড় মড়, নিশ্বাস প্রলয় ঝড়,
জড় সড় হয় মন্ত্রিসুত।
চর্ব্বণ করয়ে হাড়, শব্দ হয় মড় মড়,
ভড় বড় করি উপনীত॥

পুরীমধ্যে মল্লভোজ দনুজের আগমন, বানরীকে নারী করণ, প্রেমময়কে নাশাভিলাষে আক্রমণ এবং হরিদ্রাভ দানব কর্ত্তৃক সচিবসুতের জীবন রক্ষা ও মল্লভোজ নিধন।

ভীষণ আকার দৈত্য আসি উপনীত।
হেরি মন্ত্রিসুত অতি হন সশঙ্কিত॥
চিন্তে স্বান্তে বুঝি হত হলাম এবার।
কৃতান্ত দানব-করে রক্ষা নাহি আর॥
অনলে যেমন ভস্ম হয় তৃণরাশি।
তদ্রূপ আমারে নষ্ট করিবে প্রবেশি॥

এত ভাবি প্রেমময় ব্যাকুল হইয়া।
সঙ্গোপনে থাকে স্বীয় দেহ লুকাইয়া॥
প্রবেশ করিল দৈত্য অন্তঃপুর মাঝে।
বানরী নিদ্রিতা যথা পর্য্যঙ্কে বিরাজে॥
বসিল পর্য্যঙ্কোপরি ক্রোধান্বিত মন।
অনুমানি মন্দিরেতে মনুজাগমন॥
কঠোর ঈক্ষণে দৃষ্টি করিতে করিতে।
প্রফুল্ল প্রসূন এক লইয়া করেতে॥
সযত্নেতে বানরীর নাসায় যোজিল।
সুরূপা কামিনী হয়ে উঠিয়া বসিল॥
অপরূপ রূপ তার না হয় তুলনা।
জিনি তমোনাশী শশী প্রকাশে ললনা॥
সিন্ধু মধ্যে ইন্দু যেন মগ্ন হয়ে ছিল।
দৈত্যরাজ দ্বিজরাজে মন্থিয়া তুলিল॥
প্রাপ্তমূর্ত্তি শান্তমতি পর্য্যঙ্কে বসিল।
সকৌতুকে মল্লভোজ কহিতে লাগিল॥
ঘ্রাণে অনুমানি গৃহে মনুজাগমন।
বল কোথা আছে শীঘ্র করিব ভক্ষণ॥
শুনি বাণী নিতম্বিনী বিনয় বচনে।
কহেন না জানি কেবা আইল ভবনে॥
দানব নিলয় শেষে খুজিতে লাগিল।
মৃতপ্রায় মন্ত্রিসুতে দেখিতে পাইল॥
চিকুরে ধরিয়া টানি করিল বাহির।
ক্রোধে বলে নখে চিরি করি দুই চির॥

আছাড় মারিয়া অগ্রে চূর্ণ করি হাড়।
করিব শোণিত পান শেষে ভাঙ্গি ঘাড়॥
এত বলি আক্রমণ করে মন্ত্রিসুতে।
বিষধর ধরে যেন দর্দ্দুর গিলিতে॥
আসন্ন সময় হেরি সচিব নন্দন।
উচ্চৈঃস্বরে সকাতরে কহেন তখন॥
শুন শুন দিতিসুত করি নিবেদন।
রক্ষা কর কৃপা করি আশ্রিত এ জন॥
জল মধ্যে মগ্ন হয়ে ভাসিতে ভাসিতে।
উপনীত হইয়াছি তব নিলয়েতে॥
মনেতে দুরভিসন্ধি কিছুমাত্র নাই।
রক্ষা কর এ দাসেরে তোমার দোহাই॥
কোথা হে অনাথ নাথ শ্রীমধুসূদন।
দনুজ হাতেতে প্রাণ রক্ষ নারায়ণ॥
হায় সখা কোথায় রহিলে এ সময়।
ইন্দ্রারি হইয়া অরি বলে প্রাণ লয়॥
কাতর ক্রন্দন ধ্বনি গগন ভেদিল।
শূন্যমার্গে দৈত্য এক শুনিতে পাইল॥
এ হেন নির্জ্জন স্থানে নরের রোদন।
দেখি কার হইয়াছে বিপদ ঘটন॥
এতেক ভাবিয়া দৈত্য আইল তথায়।
দেখিল দনুজ করে নর প্রাণ যায়॥
বিলাপে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তখন।
প্রেমময়ে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥

"ভয় নাই ভয় নাই ত্যজহ রোদন।
এসেছি তোমার ক্লেশ করিতে মোচন॥"
এত বলি হরিদ্রাভ দানব দুর্জ্জয়।
সক্রোধে গভীর নাদে মল্লভোজে কয়॥
পরিত্যাগ কর নরে ওরে দুরাচার।
নতুবা পাঠাব তোরে শমন আগার॥
এতেক বলিয়া বাণী সরোষ অন্তরে।
হরিদ্রাভ মল্লভোজে আক্রমণ করে॥
পরস্পর আয়োধন হইল বিস্তর।
পাঠাইল দুরাচারে শেষে যম ঘর॥
বিমুক্ত করিয়া হরিদ্রাভ মন্ত্রিসুতে।
বসাইল সযত্নেতে আপন ক্রোড়েতে॥

হরিদ্রাভের প্রেমময়ের সহিত সখিত্ব এবং আকর্ষণী মন্ত্র প্রদান।

অঙ্কোপরি বসাইয়া, মন্ত্রিসুতে সম্ভাষিয়া,
দনুজ জিজ্ঞাসে মধুস্বরে।
বল বল বিবরণ, এখানেতে আগমন,
কি কারণ পুরীর ভিতরে॥
এরূপ দুর্গম স্থানে, উত্তরিলে কি কারণে,
কেবা এই ললনা রূপসী।

যিনি স্বর্ণ হয় বর্ণ, বর্ণনায় হীন বর্ণ,
অপরূপ সুন্দরী ষোড়শী ॥
শুনি দানবের বাণী, যোড় করি দুই পানি,
কাতরে কহেন প্রেমময়।
বন্ধুর বিচ্ছেদ আদি, আদ্যোপান্ত যত বিধি,
অশ্রুনীরে ভাসি সমুদয় ॥
সন্তাপ-জনক বাণী, শুনি দৈত্য চূড়ামণি,
আশ্বাসিত করেন বচনে।
ত্যজ ত্যজ ভয় মনে, মন সুখে এই স্থানে,
বিহার করহ দুই জনে ॥
করিলাম অঙ্গীকার, আপনি সখা আমার,
অদ্যাবধি হইলে নিশ্চয়।
সাধিব তোমার কার্য্য, ত্যজ শোক অনিবার্য্য,
ম্লান দেখে বিদরে হৃদয় ॥
শুনি বাণী মন্ত্রিসুত, প্রেমানন্দে পুলকিত,
যথোচিত করিয়া বিনয়।
নিবারিতে নাহি পারি, কৃতজ্ঞতা অশ্রুবারি,
গদগদ বাক্যে পরে কয় ॥
হইলাম উপকৃত, জীবন হল রক্ষিত,
প্রতিশোধ না পারিব দিতে।
আমারে অনাথ করি, যদি যাহ পরিহরি,
জীবন ত্যজিব জীবনেতে ॥
প্রেমপূর্ণ শুনি বাণী, দৈত্য রাজ চূড়ামণি,
মন্ত্রিসুতে কহে সম্ভাষিয়া।

বিপদে পড়িলে তুমি, স্মরিবে আসিব আমি,
বাস কর রমণী লইয়া ॥
প্রবোধিয়া বন্ধুবরে, আকর্ষণী মন্ত্র তারে,
দিয়া দৈত্য করিল গমন।
সাতিশয় আহ্লাদিত, চলিল মন্ত্রির সুত,
ষোড়শীরে তুষিতে তখন ॥

প্রেমময়ের, সুরবতীর বানরী হওনাদি পূর্ব্ব বিবরণ বিদিত হওন এবং পাণি-পীড়নান্তর তথায় অবস্থান।

নির্ভয়ে আসিয়া সচিব সুত।
পর্য্যঙ্কে বসিল সানন্দ চিত ॥
দেখিল রূপসী রয়েছে বসি।
নভো রাজ্যে যেন উদিত শশী ॥
অপরূপ রূপ হেরি নয়নে।
সম্ভাষি কহে মধুর বচনে ॥
কে তুমি কামিনি কাহার বামা।
কহ বিস্তারিয়া করিয়া ক্ষমা ॥
কি কারণে ছিলে হয়ে বানরী।
কিবা হেতু এই বিজন পুরী ॥
পাপিষ্ঠ দানব কি জন্য আসি।
দেহান্তর করে আসিলে নিশি ॥

স্বরূপ বৃত্তান্ত করিয়া দয়া।
বলহ সুন্দরি ত্যজিয়া মায়া॥
শুনিয়া বচন রাজ কুমারী।
কহেন সকল বর্ণন করি॥
বিখ্যাত অজয় নগর নামে।
নিরুপম শোভে ভুবন ধামে॥
রত্নময় রাজা নামেতে খ্যাত।
মল্লভোজ সবে করিল হত॥
প্রজাপুঞ্জ যত হইল হত।
সুরবতী কন্যা আছি জীবিত॥
দুর্জয় দানব গমন কালে।
বানরী করিয়া রাখিয়া চলে॥
অস্তাচলে রবি গমন করে।
প্রাণদান দেয় আসিয়া ফিরে॥
অদৃষ্ট ফলেতে আপনি আসি।
ঘুচালে আপদ অধমে নাশি॥
এক্ষণে মনে হই অভিলাষী।
সেবিব চরণ হইয়া দাসী॥
ভাবিনী বাণী শুনি প্রেমময়।
আহ্লাদে মধুর বচনে কয়॥
ঘুচিল আপদ উদয় সুখ।
ত্যজহ সন্তাপ মনের দুখ॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে এতেক বলি।
উদ্বাহ করিল মাল্য বদলি॥

পরম প্রমোদে পর্য্যঙ্কে বসি।
নানামত কথা কহে রূপসী ॥
উথলি উঠিল প্রমোদ পরে।
প্রেমানন্দে দোঁহে বিহার করে ॥
এই মত রস আলাপ ভরে।
বিস্মৃত হইল রাজ কুমারে ॥
পিতা মাতা সখা সবে ভুলিল।
প্রমদা সহিত প্রেমে মজিল ॥

কুমার ও কিন্নরীর কথোপকথন এবং মোহিনী মন্ত্রে যুবরাজের স্বজন বিস্মরণ।

এখানে নৃপতি-স্থত চিন্তিত অন্তরে।
অগত্যা কিন্নরী সহ বাক্যালাপ করে ॥
কিন্তু নিজ প্রিয়তমা প্রেয়সী-রতনে।
দিবা নিশি সকাতরে চিন্তা করে মনে ॥
কি করিব কেমনে প্রিয়ার দেখা পাই।
পিতা মাতা ছাড়ি শৈলে জীবন হারাই ॥
এই মত নানা চিন্তা করেন বসিয়া।
এমন সময়ে রবি কর সম্বরিয়া ॥
চলিলেন ছল করি সন্ধ্যা করিবারে।
জলধি হৃদয়ে কোন বিরল আগারে ॥

তমোরাশি নাশি শশী উদয় হইল।
নাথে হেরি কুমুদিনী প্রমোদে ভাসিল ॥
এমন সময়ে প্রভঞ্জন ভর করি।
তুরঙ্গ বদনী (১) উত্তরিল ত্বরা করি ॥
কুমারের করে ধরি বিনয় বচনে।
কহে নাথ ভাবান্তর হেরি কি কারণে ॥
কিবা উপতাপ তব হৃদয়ে উদয়।
হইয়াছে প্রকাশিয়া কহ দয়াময় ॥
কি কারণে অটবীতে বৃক্ষের উপরে।
যামিনীতে ছিলে বসি বিরস অন্তরে ॥
কোথা ধাম কিবা নাম কেবা সেই জন।
প্রকাশিয়া কহ আজি স্বরূপ বচন ॥
শুনিয়া কিন্নরী-বাণী রাজার নন্দন।
আদ্যোপান্ত বিবরণ করেন বর্ণন ॥
কান্যকুব্জে বাস মহারাজ গুনবন্ত।
সপ্তদ্বীপে যাঁর কীর্ত্তি নাহি হয় অন্ত ॥
তাঁহার তনয় নাম রমণী-রঞ্জন।
প্রেমময় বন্ধু মাত্র ছিল সেই জন ॥
জায়ার বিচ্ছেদানলে হইয়া কাতর।
মিলন উপায় চিন্তা করি নিরন্তর ॥
পরিশেষে বন্ধুদ্বয়ে প্রিয়া অন্বেষণে।
আসিয়া প্রবেশ করি গহন কাননে ॥

---

(১) কিন্নরী।

ভার্য্যাকে আনিতে যাব বিধি প্রতিকূল।
ফেলিল বিপদ নীরে নাহি যার কূল॥
কি করি বুঝিতে নারি নাহিক উপায়।
প্রিয়জন বিরহেতে বুঝি প্রাণ যায়॥
বলিতে বলিতে মুখে না সরে বচন।
নেত্র নিমীলিত করি করেন রোদন॥
দারাসক্ত হেরে তাঁরে হীরা ভাবে চিতে।
উপায় করেন ভূপ সুতে ভুলাইতে॥
অতিবেল সম্মোহিনী মন্ত্র পাঠ করি।
ফুৎকার করিল তূর্ণ নৃপ-সুতোপরি॥
অমোঘ মন্ত্রের প্রভা অতি চমৎকার।
বিস্মৃত ভূপাল সুত সকল ব্যাপার॥
নয়নে যেরূপ নিদ্রা হয় আবির্ভাব।
কুমারের চিন্তা সেই মত তিরোভাব॥
সুপ্তোত্থিত সম নৃপসুত সকাতরে।
কিন্নরীরে সম্বোধিয়া কহে ধীরে ধীরে॥
বিভাবরী প্রায় গত শুন প্রণয়িনি।
কুহুস্বরে পরভৃত করিতেছে ধ্বনি॥
পঞ্চবাণ পঞ্চ বাণ করে বরিষণ।
আশ্রিত জনেরে রক্ষা করহ এখন॥
শুনিয়া অমিয় বাণী তুরঙ্গ-বদনী।
প্রমোদে বদনে আর নাহি সরে বাণী॥
অনন্তর করে ধরি করি সম্ভাষণ।
সুখের যামিনী সুখে করিল যাপন॥

দিন কর সমাগত হেরিয়া নয়নে।
চলিল কিন্নরী পরে পিতার ভবনে॥

হীরাবতীর চিন্তা।

যুবরাজ ভাব হীরা ভাবিতে লাগিল।
যে লাগি ভাবয়ে ভাবি সে ভাব বুঝিল॥
ভাবের ভাবিনী তার ভাবে ভবনেতে।
সে ভাবে ভাবয়ে ভাবি ভয় মম চিতে॥
ভুবন ভ্রমণ করি ভূরুহ হইতে।
মনোভব পরাভব হবে ভবিষ্যতে॥
এ ভাব অভাব ভাবি সুভাব বুঝিয়া।
ভূপসুতে আনিয়াছি ভবিক ভাবিয়া॥
ভবদীয় ভদ্রাসনে ভট্টার করিব।
চেতোভব পরাভব ভজিয়া করিব॥
ভবনে আসিয়া ভাবি সে কি ভাবে মনে।
ভয়ে ভীত হয়ে পাছে যায় বা ভবনে॥
ভয়ানক ভূভৃতে রেখেছি ভুলাইয়া।
ভাস্কর হয়েন ভীত সন্ধান ভাবিয়া॥
তাই ভাবি সে কি ভয়ে মম ভাগ্যক্রমে।
ভাসায়ে বিরহার্ণবে যাইবেক ভ্রমে॥
ভক্তিভাবে ভজিয়াছি ভূমীন্দ্র তনঁয়ে।
ভবিতব্য ভাব্য ভর্ত্তৃ দিয়াছে মিলায়ে॥
এত ভাবি ভয় চিত্তে ভাবিতে লাগিল।
ভূমিপ ভাবিনী ভয় ঘুচাতে হইল॥

হীরাবতীর, প্রেমবিলাসিনী নিধনে সঙ্কল্প।

এইমত কত শত, চিন্তা করে নানামত,
কিন্নরী বসিয়া পিতৃবাসে।
নৃপসুত যার লাগি, হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগী,
আসিয়াছে দূর পরবাসে॥
তাহারে জীবনে বধি, সুখী হব নিরবধি,
নতুবা সুখের নাহি আশ।
কৌশলে জানাব তারে, যেন ভুলে একেবারে,
জায়া লাভে না করে আশ্বাস।
সম্বর নগরে যাব, ভূপকুমারী হরিব,
সঙ্গোপনে ভবন হইতে।
না বধি বিহঙ্গ করি, উড়াইয়া দেশান্তরি,
করি সুখী হইব পরেতে॥
যদ্যপি সে পাপীয়সী, থাকে স্বীয়ালয়ে বসি,
ঘোর দায় ঘটিবে আমার।
প্রাণ নাথে হারাইব, স্মর শরে দগ্ধ হব,
হইবে জীবন রাখা ভার॥
যদিচ মন্ত্রের বলে, কুমার সকলে ভুলে,
রহিয়াছে মনের সুখেতে।
পরে চিন্তা উদ্দীপন, যদ্যপি হয় কখন,
প্রণয়িনী প্রিয়ারে হেরিতে॥
তখন কি বলি তারে, ভুলাইব যত্ন করে,
ফলোদয় হবে না তখন।

বৃথা হবে সব আশা, ভাঙ্গিবে আশার বাসা,
দুখে দগ্ধ হব অনুক্ষণ॥
তাই মনে মনে করি, তাহারে পক্ষিণী করি,
উড়াইয়া দিয়া শূন্য ভরে।
থাকিব নিশ্চিন্ত হয়ে, দুর্ভাবনা ঘুচাইয়ে,
কান্ত সহ সহর্ষ অন্তরে॥
যদ্যপি তাহার লাগি, পরেতে হন উদ্যোগী,
যুবরাজ তাহারে লভিতে।
বলিব সে নাহি আর, গিয়াছে শমনাগার,
বৃথা চিন্তা কর কি জন্যেতে॥
শুনিলে সম্বাদ রায়, হতাশ হইয়া তায়,
থাকিবেন চির মমাগারে।
ভাবিনী করিয়া মোরে, রাখিবে হৃদয়োপরে,
অনুক্ষণ নয়ন গোচরে॥
মনে মনে এই মত, চিন্তা করি যথোচিত,
পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিল।
প্রাণবল্লভে তুষিয়া, সম্বর নগরে গিয়া,
অদ্য আশা পুরাতে হইল॥

হীরাবতীর সম্বর নগরে গমন এবং প্রেমবিলাসিনীকে হরণ পূর্ব্বক তোতা করণ।

সম্বরিয়া রবি, কর চলিলেন ভবনে।
নিশাপতি উপনীত মৃদু-মন্দ গমনে॥

ভূপসুতে সম্ভাষিতে আইলেন কিন্নরী।
আহ্লাদেতে গদ গদ হইলেন সুন্দরী॥
অভিলাষ পূর্ণ করি নানা মত কথনে।
উঠিলেন উভয়েতে পর্য্যঙ্কেতে শয়নে॥
নিদ্রা আসি আবির্ভাব যুবরাজ নয়নে।
সঙ্গোপনে অচৈতন্য করিলেন যতনে॥
হেরি নাথে সংজ্ঞাহীন কিন্নরীর অন্তরে।
প্রাদুর্ভাব হল চিন্তা যাত্রা হেতু সত্বরে॥
ত্বরা করি উঠিলেন সচিন্তিত মনেতে।
মায়াবলে পরিহরি স্বীয় দেহ মন্ত্রেতে॥
বিহঙ্গম দেহ ধরি সমীরণে চলিল।
শ্রম-যুক্তা হয়ে অতি সৌধোপরি বসিল॥
অবশেষে যথাস্থানে উপনীত হইল।
গর্ভাগারে পর্য্যঙ্কেতে রাজকন্যা হেরিল॥
ললনার নিরুপম রূপরাশি হেরিয়া।
মনে মনে কত শত চিন্তা করে বসিয়া॥
অবনীতে নাহি হেরি এ রূপের তুলনা।
লাজভয়ে সৌদামিনী স্থির ভাবে রয়না॥
মধ্য হেরি মৃগপতি বনমাঝে পলায়।
হেরি ভুজ পেয়ে লাজ বিস জলে লুকায়।
বিকসিত পুষ্পচয় হাস্য তার হেরিয়া।
ক্রমে ক্রমে ম্লান হয় পরে পড়ে খসিয়া॥
আকর্ণ বিশ্রান্ত দীর্ঘ নেত্রযুগ ঈক্ষণে।
লাজে মৃগী পলাইল বিমর্ষেতে বিপিনে॥

আহা মরি কি মাধুরী কামিনীর আননে।
ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি সেবি সদা চরণে॥
তিলোত্তমা রম্ভা আদি যত আছে ত্রিদিবে।
এরূপেতে পরাজিত সকলেতে হইবে॥
ভূপসুত যথোচিত পাইতেছে বেদনা।
প্রাপ্ত হেতু অসামান্যা রূপবতী ললনা॥
এ রূপসী পাসরিয়া আমাকে সে তুষিবে।
মম চিতে কোনমতে প্রত্যয় না হইবে॥
কোন প্রাণে এ বামাকে একেবারে বধিব।
মন আশা পুরাইতে বুঝি নাহি পারিব॥
এই মত আন্দোলন মনে মনে হতেছে।
পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ করি রবি আসিছে॥
তাহা হেরি ত্বরা করি কামিনীরে হরিল।
মন্ত্রবলে গগনেতে উভয়েতে উড়িল॥
অনন্তর দেহান্তরি-মন্ত্র পাঠ করিল।
রাজকন্যা ক্ষণ মাত্রে তোতা দেহ ধরিল॥
বিহঙ্গম দেহে শেষে আকাশেতে চলিল।
মায়াবিনী ভূপসুত নিকটেতে আইল॥
সঙ্গোপনে পর্য্যঙ্কেতে প্রিয়পাশে রহিল।
শত্রুনাশি পাপীয়সী পুলকিত হইল॥

প্রেমবিলাসিনীর তোতাদেহ প্রাপ্তে বিলাপ।

নাথের বিরহ শোকে রাজার নন্দিনী।
সৌধ শিখরেতে ছিল হয়ে উন্মাদিনী॥
অকস্মাৎ ত্রিযামাতে আসি কুহকিনী।
হরি তারে করে তোতা-নামক পক্ষিণী॥
বিহঙ্গম দেহ ধরি ভূপতি তনয়া।
ভাবে এ কি অকস্মাৎ হৈল কি লাগিয়া॥
কে আনিল শূন্য পথে করিয়া হরণ।
কে সাধিল বাদ মম নিধন কারণ॥
কোথা প্রাণনাথ মম যৌবন কাণ্ডারি।
কোথায় রহিলে পিতা আমাকে পাসরি॥
কোথা অভাগিনী মাতা রহিলে এখন।
তনয়া দুর্দ্দশা আসি করহ দর্শন॥
হায় হায় প্রাণেশ হে রহিলে কোথায়।
দেখ আসি তোমার দাসীর প্রাণ যায়॥
নগ্নিকা কালেতে থাকি জনক আলয়ে।
সুখ দুঃখ নাহি জানি কাহারে বলয়ে॥
তদন্তর তব করে সঁপি প্রাণ মন।
বিরহ জ্বালায় জ্বলি হতেম দাহন॥
তথাপি মনেতে মম আছিল দুরাশা।
লিপি প্রাপ্তে অধিনীর পুরাইবে আশা॥
সে আশা বিফল আজি হৈল অদৃষ্টেতে।
অধীনার সহ দেখা হল না ভাগ্যেতে॥

কিন্তু এক দুঃখ মনে রহিল নিশ্চয়।
চন্দ্রানন না হেরিলাম মরণ সময়॥
আমি মরি তাহে নাথ ক্ষতি কিছু নাই।
আপনি পাবেন ক্লেশ সদা ভাবি তাই॥
কে তুষিবে আপনাকে মধুর বচনে।
কে সেবিবে শ্রীচরণ পরম যতনে॥
কে দিবে সময় মত অন্ন আর বারি।
কে সাধিবে অভিমানে তব করে ধরি॥
কে পুরাবে মন আশা অনাথিনী বিনে।
কে প্রদান করিবে তাম্বুল ক্ষণে ক্ষণে॥
কে অর্পিবে চন্দ্রাননে সুবাসিত জল।
কে দিবে অঙ্গেতে অঙ্গরাগাদি সকল॥
কে করিবে বেশ ভূষা অতি যত্ন করি।
কে বসাবে করে ধরি পর্য্যঙ্ক উপরি॥
কে দিবে তোমার গলে পুষ্পময় হার।
প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে কেবা আর॥
কে নির্ব্বাণ করিবে সে বিরহ অনল।
কে পূরণ মন-সাধ করিবে সকল॥
এ দাসী বিহনে কে পুরাবে মন আশা।
অধীনী বিহনে নাথ হইবে দুর্দ্দশা॥
তাই দুঃখানলে মন জ্বলিছে আমার।
জীবনের বাসনা না করি কিছু আর॥
হায় হায় আমার বিরহে পিতা মাতা।
পাসরিবে কেমনেতে অপত্য মমতা॥

একা মাত্র আমি কন্যা ছিলাম গৃহেতে।
আমাকে হেরিয়া সদা সন্তোষ দোঁহেতে॥
হায় মম শোকে তাঁরা হইয়া আকুল।
কি উপায় করিবেন নাহি দেখি কূল॥
অবশেষে শোকাবেগ সম্বরিতে নারি।
হারাবেন জীবন জীবনে দান করি॥
প্রাণসম সখী সব না হেরি আমারে।
কত চিন্তা করিবেক ব্যাকুল অন্তরে॥
হায় বিধি এই কি তোমার মনে ছিল।
ভূপাল নন্দিনী আজি বিহঙ্গ হইল॥
ধিক্ রে জীবন তোকে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
এখন রয়েছ দেহে কি কব অধিক॥
প্রিয়জন পরিহরি কি সুখেতে আর।
রয়েছ বিহঙ্গ দেহে এখন আবার॥
যে কোমল দেহে থাকি পাইয়াছ সুখ।
অনুভব কর নাই কিছুই অসুখ॥
এক্ষণে এ কলেবরে কি সুখ লভিবে।
সুখ শেষ হইয়াছে বৃথায় ভুগিবে॥
ধিক্ রে হৃদয় তোকে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
যে কান্ত করিত যত্ন প্রাণের অধিক॥
তাহার বিচ্ছেদে তুমি এখন রয়েছ।
বিদীর্ণ না হয়ে শেষে পাষাণ হয়েছ॥
ত্রিদিব স্বরূপ নর-দেহ পরিহরি।
অধম শকুন্ত দেহে আছ যত্ন করি॥

এরূপ কুরুচি হেরি হতেছে বিস্ময়।
সময়ে স্বজন হায় হইল নির্দ্দয়॥

তোতার বিন্ধ্যাচলে বৃক্ষোপরি অবস্থান এবং নিষাদ জালে পতন।

জীবনে লাঞ্ছনা করি, বিসর্জ্জন অশ্রুবারি,
করিতে লাগিল ক্রমান্বয়ে।
চিন্তা করে মনে মনে, জীবনে গিয়া জীবনে,
অর্পণ করিব প্রবেশিয়ে॥
পুন জ্ঞান উদ্দীপনে, চিন্তা করে মনে মনে,
আত্মহত্যা পাপ অতিশয়।
পুরাণে আছে বর্ণন, এ পাপের বিমোচন,
পরকালে কদাচ না হয়॥
অনশন করি দেহ, ত্যজিব এ শোকাবহ,
তির্য্যগ্‌যোনির যত ক্লেশ।
এ পাপ জীবনে আর, নাহি কিছু উপকার,
ভোগ মাত্র যন্ত্রণা বিশেষ॥
ভাবিতে ভাবিতে পরে, উড্ডীন হয়ে অম্বরে,
নানা স্থান অতিক্রম করি।
অবশেষে বিন্ধ্যাচলে, আসিয়া বৃক্ষের ডালে,
বসিল শোকেতে অনাহারী॥
চারি দিন অনশনে, থাকে বসি দীন মনে,
কাননের মাঝে তরুপরে।

বিচিত্র দৈব ঘটন, ব্যাধ লয়ে শরাসন,
উপনীত পক্ষী ধরিবারে ॥
নানা জাতি খগ হেরি, বাগুরা বিস্তার করি,
বেষ্টন করিল সেই বন।
সকলে আবদ্ধ জালে, উপায় না কিছু চলে,
প্রাণ ভয়ে সচিন্তিত মন ॥
তোতা রূপী রাজবালা, বিচ্ছেদ শোকে বিহ্বলা,
ম্রিয়মাণ ভাবে বসে ছিল।
করি নেত্র উন্মীলন, শবর জালে বেষ্টন,
হইয়াছে দেখিতে পাইল ॥
কালান্তক যম প্রায়, কদাকার কৃষ্ণ কায়,
মাংসপিণ্ড ভীষণ মুরতি।
করেতে কোদণ্ড করি, দেখিতেছে বৃক্ষোপরি,
অরুণিত নয়নে দুর্মতি ॥
কটীতে বল্কল পরা, তূণ আছে বাণে ভরা,
দেখি ভয় উপজিল মনে।
কুক্ষণে পোহায় রাতি, নিষাদ অধম জাতি,
তার হাতে নিধন এক্ষণে ॥
দেখিতে দেখিতে পাপী, জাল রজ্জু পায়ে চাপি,
সবলেতে করে আকর্ষণ।
বদ্ধ হয়ে ব্যাধ জালে, খগকুল ভূমিতলে,
নিরুপায়ে হইল পতন ॥
বিহঙ্গ নিচয়ে ধরি, একত্রে পিঞ্জরে পুরি,
রাখিলেক চাপে লাগাইয়া।

স্বতন্ত্র এক পিঞ্জরে, রাখি সযত্নে তোতারে,
আলয়েতে চলিল লইয়া ॥
হেরি নিষাদের পুরী, অনেক বিলাপ করি,
কান্দে তোতা ব্যাকুল হইয়া।
এই কি কপালে ছিল, পরিণামে ধর্ম্ম গেল,
চণ্ডালের পুরীতে আসিয়া ॥
নিষাদ কুমারী হেরি, তোতাকে যতন করি,
লইয়া চলিল নিজঘরে।
অনাহারী অনুমানি, ফল মূল জল আনি,
ভোজনার্থে দিলেক পিঞ্জরে ॥
তোতা কিছু নাহি খায়, চারিদিক্ পানে চায়,
মন দুখে ভাবিতে লাগিল।
অপরূপ ভাব হেরি, বিস্মিত মনে কুমারী,
নানা মত সন্দেহ করিল ॥
বুঝি এ পাপের ফলে, জনমিয়ে পক্ষীকুলে,
পুর্ব্ব কথা হয়েছে স্মরণ।
ধর্ম্মনষ্ট ভয় করি, না খাইয়া ফলবারি,
মনদুঃখে করিছে রোদন ॥
মনে মনে বিচারিয়া, বিহঙ্গমে সম্বোধিয়া,
কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে।
ফল মূল জলাহারে, ধর্ম্ম নষ্ট নাহি করে,
কি কারণে থাক অনাহারে ॥
যত্ন করি বিধিমত, বুঝাইল কত মত,
কিন্তু সব বিফল হইল।

নেত্র নিমীলন করি, দুখে তোতা অশ্রু বারি,
বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ॥
তোতা অনশনে মরে, পিতাকে কহিল পরে,
এ তোতাতে কি ফল হইবে।
নাহি খায় অন্ন জল, সদা নেত্রে বহে জল,
অবিলম্বে প্রাণ তেয়াগিবে ॥
করহ ধন সঞ্চয়, ইহারে করি বিক্রয়,
নতুবা বিফল হবে আশা।
ত্বরায় লইয়া যাও, বিক্রয়ে যে কিছু পাও,
বিলম্বেতে হইবে নিরাশা ॥

নিষাদের তোতা বিক্রয়ার্থে বিপণিতে গমন, এবং এক ভূমীন্দ্র তনয় কর্ত্তৃক ক্রয়।

কন্যার বচন শুনি বিষাদিত মন।
লইয়া চলিল তোতা বিক্রয় কারণ ॥
নানা মত মূল্য চিন্তা করিতে করিতে।
উপনীত আসিয়া শবর বিপণিতে ॥
এমন সময়ে এক ভূমিপ নন্দন।
মন্ত্রীসহ করিপৃষ্ঠে করি আরোহণ ॥
গমন করেন প্রাতে সেই বর্ত্ম দিয়া।
দেখিল নিষাদ এক আছে দাঁড়াইয়া ॥
করে এক পিঞ্জরেতে অপরূপ তোতা।
দেখিয়া মনেতে বড় হইল মমতা ॥

সুরূপ বিহগে হেরি ভূমীন্দ্র তনয়।
মন্ত্রীকে করেন আজ্ঞা দ্রুত কর ক্রয়॥
আজ্ঞা প্রাপ্তে মন্ত্রিবর জিজ্ঞাসে কিরাতে
কি মূল্যে পারহ তোতা বিক্রয় করিতে॥
শুনিয়া নিষাদ কহে করিয়া বিনয়।
শত মুদ্রা হইয়াছে মূল্য সুনির্ণয়॥
শ্রবণে প্রার্থনা মত দিয়া মুদ্রা শত।
করিলেন তোতাপক্ষী স্বীয় হস্তগত॥
চলিলেন নিজালয়ে সানন্দ অন্তরে।
দুর্ভাগিনী তোতা মনে মনে চিন্তা করে॥
হইলাম আজি যুবরাজ হস্তগত।
অনুমান হয় যাবে অনশন ব্রত॥
কি করি উপায় কিছু দেখি নাহি আর।
করিয়াছে ক্রয় আজি রাজার কুমার॥
পরম প্রমোদ এক হইল অন্তরে।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন হরি কৃপা করে॥
একান্তই যদি দেহ রাখিবারে হয়।
বিবরণ বলি তবে লইব আশ্রয়॥
নতুবা করিতে হবে অভক্ষ্য ভক্ষণ।
ধর্ম্ম নষ্ট পাছে হয় শঙ্কা অনুক্ষণ॥
এই মত অন্তরেতে হয় আন্দোলন।
কুমার আসিয়া গৃহে উপনীত হন॥
যত্ন করি লয়ে তোতা শয়ন আগারে।
রাখিলেন অপরূপ সুবর্ণ পিঞ্জরে॥

অনন্তর নৃপসুত মনের উল্লাসে।
অন্তঃপুরে যান সুখে ভোজন মানসে॥
আহারাদি সমাপন করি ভূপসুত।
তোতা সন্নিধানে যান হয়ে আহ্লাদিত॥
দেখিলেন ভাসে তোতা স্বীয় অশ্রুনীরে।
বিগলিত বারিধারা পড়ে স্থূল ধারে॥
হেরি ভূপসুত অতি বিরস অন্তর।
নানা মত ভাবনা করেন তদন্তর॥
পরিশেষে প্রিয় বাক্যে কহে সম্বোধিয়া।
কোমল শরীরে তায় কর প্রসারিয়া॥
খাও খাও প্রিয় তোতা ক্ষীর ফল জল।
কি কারণে বিসর্জ্জন কর নেত্র জল॥
শুনিয়া দ্বিগুণ শোক উথলি উঠিল।
চৈতন্য হারায়ে তোতা পিঞ্জরে পড়িল॥
অপরূপ ঘটনা করিয়া নিরীক্ষণ।
যুবরাজ চিত্তে এই হয় আন্দোলন॥
অনুমান করি পক্ষী হবে জাতিস্মর।
প্রিয়জন চিন্তা তায় বিন্ধেছে অন্তর॥
সেই শোকে বিগলিত হয় বাষ্পবারি।
ভাবিয়া কুমার তার মুখে দেন বারি॥
সংজ্ঞাপ্রাপ্তে দুই নেত্র করি উন্মীলন।
বসিল উঠিয়া তোতা বিরস বদন॥
সঙ্কুচিত হয়ে পুনঃ চাহিতে লাগিল।
রাজকুমারের মনে সন্দেহ ঘুচিল॥

নিশ্চয় হইল বোধ দুঃখের দুঃখিনী।
প্রিয়জন বিরহেতে এত বিষাদিনী॥
এই রূপ চিন্তা মনে হয় নানা মত।
রবির কিরণ শীঘ্র হৈল তিরোহিত॥
কুমুদ বান্ধবে হেরি আহ্লাদিত মনে।
কুমুদিনী হাস্যাননে কহে প্রিয়জনে॥
দেখ নাথ তোমার বিরহে এতক্ষণ।
কত কষ্ট এই দেহ করিছি ধারণ॥
এই রূপ পরস্পর প্রেম আলাপনে।
কলা নিধি সমুদিত সুনীল গগনে॥

ভূমীন্দ্র-তনয়ের তোতার প্রতি অনুনয়, এবং তোতার আত্ম বিবরণ বর্ণন।

যামিনী হইল দেখি, কুমার-কামিনী সুখী,
মরাল গমনে হাস্যাননে।
উপনীত শয্যাগারে, কুমার যথা বিহরে,
তোতার সহিত দীন মনে॥
ধরে আসি কান্ত করে, ক্রোড়েতে পিঞ্জর হেরে,
যুবরাজ হেরি প্রেয়সীরে।
তোতা বিবরণ চয়, বর্ণি অগ্রে সমুদয়,
করে ধরি বসাইল পরে॥
পুনঃ দোঁহে সম্ভাষণ, করিয়া শকুন্তে কন,
কেন তোতা করহ রোদন।

খাও খাও অন্ন-বারি, সম্বর নয়ন বারি,
প্রকাশিয়া বল বিবরণ ॥
কুমারের শুনি বাণী, মনে মনে অনুমানি,
কহে তোতা মনের দুঃখেতে।
শুনিয়া আমার কথা, অন্তরে পাইবে ব্যথা,
ব্যাকুল হইবে বিষাদেতে ॥
সম্বর নগরে ধাম, বীরবাহু পিতৃ নাম,
দুর্ভাগিনী তাঁহার নন্দিনী।
কান্যকুব্জ অধীশ্বর, গুণবন্ত নৃপবর,
পুত্রবধূ তাঁর অভাগিনী ॥
বিরহ অনলে জ্বলি, থাকি সদা সখী মিলি,
উত্তাপিতা হয়ে স্মর বাণে।
ইতি মধ্যে এক দিন, শয্যাতে চৈতন্য হীন,
সৌধোপরি ছিলাম শয়নে ॥
সহসা প্রভাতে হেরি, হইয়াছি পক্ষধারী,
তোতাদেহে উড়ি অম্বরেতে ।
পশ্চাৎ নিষাদ ধরে, অধুনা তোমার করে,
বলিয়া মূর্চ্ছিতা পিঞ্জরেতে ॥

তোতার ভূমীন্দ্রালয়ে অবস্থান।

চৈতন্য পাইয়া পুন বসিল উঠিয়া।
দম্পতীর বারিধারা বহে গণ্ড দিয়া ॥
তোতারে সম্বোধি কহে রাজার নন্দন।
দূরীভূত করি চিন্তা স্থির কর মন ॥

অশেষ পাইব চেষ্টা তোমার কারণে।
ঘুচাতে মনের ক্লেশ বিবিধ যতনে॥
বিলাপ ত্যজিয়া কিছু খাও অন্ন জল।
আত্মাকে যন্ত্রণা দেওয়া কেবল বিফল॥
নানামত প্রিয়তর সান্ত্বনা বচনে।
বিহঙ্গমে অনুরোধ ভোজন কারণে॥
করিলেন রাজসুত সহ প্রণয়িনী।
নেত্রনীর বিমোচন করিল কামিনী॥
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া ত্বরায়।
রাখিলেন সযতনে শয়ন শয্যায়॥
নিরুপায় দেখি তোতা শোক সম্বরিয়া।
ভক্ষণ করেন শেষে কিঞ্চিৎ লইয়া॥
এইরূপে তোতা সেই রাজার আলয়ে।
থাকে সদা দীন মনে কাতর হৃদয়ে॥
ভূপসুত যথোচিত করেন আদর।
তাঁহার কামিনী স্নেহ করে নিরন্তর॥
অধৈর্য্য হইয়া ধৈর্য্য নাহি মানে মন।
প্রাণনাথ বলি তোতা করেন রোদন॥
দিবা নিশি শোক সিন্ধু উঠে উথলিয়া
ধারাকারে নেত্রপথে যায় নিঃসরিয়া॥
এইরূপে থাকে তোতা কুমার ভবনে।
যুবরাজ জায়া সহ বিষাদিত মনে॥

প্রেমময়ের বন্ধুর স্মরণে বিলাপ।

এখানেতে প্রেমময় প্রিয়ারে লইয়া।
বিহার করেন সুখে প্রমোদে মাতিয়া॥
জনক জননী ভগ্নী ভ্রাতা আত্মজন।
বিস্মৃত হইয়া প্রেমে সতত মগন॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম রাজার নন্দন।
যাহার শোকেতে হয়ে বিষাদিত মন॥
এড়াইয়া নদ নদী নিবিড় কাননে।
উত্তরিল ত্বরা পর সম্বর ভবনে॥
যাহার বিরহ শোকে করিয়া ভ্রমণ।
দেশে দেশে ক্ষিপ্ত প্রায় করে অন্বেষণ॥
তাহারে পাসরি হেথা লইয়া রমণী।
বিলাস করেন সুখে দিবস রজনী॥
একদা সায়াহ্নকালে বাপীতটে বসি।
প্রেম আলাপনে মত্ত লইয়া রূপসী॥
এমন সময়ে মৃদু পবন চালিত।
নলিনী সলিল মাঝে হইল কম্পিত॥
ক্ষুধাতুর মধুকর মধুলোভে আসি।
পশিতে সে শতদলে হৈল অভিলাষী॥
অস্থিরা নলিনী তারে বসিতে না দেয়।
মানিনী মানেতে যেন নাথেরে খেদায়॥
পদ্মিনীর প্রেমডোরে আবদ্ধ ভ্রমর।
গুন্ গুন্ স্বরে গুঞ্জে হইয়া কাতর॥

নিরন্তর চারিদিকে করে পর্য্যটন।
তথাপি মানিনী-মান না হয় ভঞ্জন ॥
ভ্রমরের ভাব হেরি মন্ত্রির তনয়।
জিজ্ঞাসেন সুন্দরীরে করিয়া বিনয়॥
কহ কহ প্রাণ প্রিয়ে কিসের কারণ।
পদ্মিনী বেষ্টিয়া ভৃঙ্গ করিছে ভ্রমণ॥
কি কারণে গমন করিয়া স্থানান্তর।
অন্য পুষ্পে মধুপান না করে ভ্রমর॥
ইহার বৃত্তান্ত প্রিয়ে কহ শীঘ্র করি।
রসিকা চতুরা তুমি জানিলো সুন্দরি॥
শুনি বাণী নিতম্বিনী কহে প্রাণ ধন।
শুন শুন কহি তবে এর বিবরণ॥
কমলিনী সমীরণে হইয়া কম্পিত।
মধুব্রতে সম্ভাষিতে হতেছে বিরত॥
সঙ্কেত করিয়া পুন কহিছে দুঃখেতে।
অনর্থক কেন ক্লেশ পাও এখানেতে॥
প্রফুল্ল কুসুম কত আছে অন্য স্থানে।
তুষিবে তোমার চিত্ত তারা মধুদানে॥
কিন্তু ভৃঙ্গ পদ্ম প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর।
পাশরি তাহারে নাহি যায় স্থানান্তর॥
প্রিয়ার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
পূর্ব্ব কথা যত মনে হইল স্মরণ॥
হায় সখা বলি অশ্রুনীরেতে ভাসিয়া।
ক্ষিতি তলে পড়ে শেষে জ্ঞান হারাইয়া॥

নাথের এ হেন দশা দেখি সুরবতী।
সংজ্ঞা সম্পাদনে তাঁর হৈল যত্নবতী ॥
সুবাসিত বারি বক্তে, সিঞ্চন করিয়া।
কহে কেন প্রাণনাথ ভূতলে পড়িয়া ॥
অকস্মাৎ কি ভাব উদয় তব মনে।
এই ত আলাপে সুখী ছিলাম দুজনে ॥
যদি কোন অপরাধী হই শ্রীচরণে।
ক্ষমিবে আপনি নিজ আশ্রিত এ জনে ॥
চৈতন্য পাইয়া পরে সচিব নন্দন।
সকাতরে প্রেয়সীরে কহেন তখন ॥
হে রূপসি! তোমার কিছুই দোষ নাই।
নৃশংস আমার তুল্য দেখিতে না পাই ॥
নতুবা সখারে আমি হয়ে বিস্মরণ।
নিরন্তর করিতেছি প্রেম আলাপন ॥
বন্ধুর শোকেতে আজি দহিল জীবন।
সখা বিনা মম পক্ষে মঙ্গল মরণ ॥
এই রূপ বিলাপিয়ে দুঃখে ম্রিয়মাণে।
কি রূপে পাইব সখা ভাবে মনে মনে ॥

প্রেমময়ের সুরবতী সন্নিধানে বন্ধু সম্বন্ধীয় বিবরণ বর্ণন।

প্রাণনাথে ম্লান হেরি সুরবতী সতী।
অশেষ সান্ত্বনা বাক্যে করেন বিনতি ॥

কেন কেন কেন নাথ এত উচাটন।
কি কারণে নয়নাশ্রু কর বিসর্জ্জন॥
কেবা সেই বন্ধুবর যাহার কারণে।
অধৈর্য্য হইয়া ধৈর্য্য নাহি মান মনে॥
কৃপাকরি প্রকাশিয়া বলুন আমারে।
শুনিতে বাসনা বড় হয়েছে অন্তরে॥
অবশ্যই হইবেক উপায় তাহার।
ত্যজ নাথ সখা হেতু শোক অনিবার॥
বিপদ কালেতে ধৈর্য্য শাস্ত্রের বচন।
সার চিন্তা চিন্তা কর শ্রীমধুসূদন॥
যাহার কৃপায় হয় অসাধ্য সাধন।
ভবার্ণবে তরে নর করিয়া স্মরণ॥
তাঁহাকে চিন্তহ নাথ সতত অন্তরে।
অভিলাষ পূর্ণ তব হইবে সত্বরে॥
সুরবতী-[illegible] বাণী শুনি প্রেমময়।
প্রেয়সীরে প্রিয়স্বরে প্রকাশিয়া কয়॥
শুনলো রূপসি আমি যাহার কারণে।
অস্থির হইয়া মনে ভ্রমি নানা স্থানে॥
সেই প্রিয়তম মম প্রাণের সমান।
যুবরাজ রমণীরঞ্জন অভিধান॥
জায়ার বিরহে সখা হইয়া কাতর।
আইলেন ললনা লভিতে দেশান্তর॥
অদৃষ্টের ফল কোথা কে করে খণ্ডন।
প্রবেশিনু দুই জনে গহন কানন॥

এমন সময়ে সূর্য্য যান অস্তাচলে।
গতিরোধ হৈল দৃষ্টি আর নাহি চলে॥
হিংস্র জন্তু ইতস্ততঃ করে বিচরণ।
দেখি প্রাণ ভয়ে অতি কাতর জীবন॥
অবশেষে রক্ষা হেতু বৃক্ষ আরোহনে।
নিশীথ অতীত কালে ছিলাম শয়নে॥
প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী ছিলা বন্ধুবর।
নাহি জানি কি ঘটনা ঘটে তদন্তর॥
বিভাতে ভূতলে নেত্র করি উন্মীলন।
প্রিয়তম সখার না পাই দরশন॥
সেই শোকে তাঁহাকে করিতে অন্বেষণ।
চলিলাম সম্বরেতে ভূপতি ভবন॥
যথায় বান্ধব প্রিয়া রাজার নন্দিনী।
বিরহ শোকেতে ছিল হয়ে উন্মাদিনী॥
ক্রমান্বয়ে নানা দেশ করি পর্য্যটন।
উপনীত সম্বরের ভূমিপ ভবন॥
বিস্মিত হলেম পরে করি দরশন।
নগরের প্রজাপুঞ্জে সজল নয়ন॥
অনিষ্ট ঘটনা শঙ্কা বিবেচিয়া মনে।
করিলাম জিজ্ঞাসা ডাকিয়া একজনে॥
কি কারণে নগরীয় লোক বিষাদিত।
অনুগ্রহ করি বলি করুন বাধিত॥
শুনিয়া কহিল যুবা কাতর বচনে।
গত রাত্রে রাজকন্যা ছিলেন শয়নে॥

শয্যাগার হৈতে কোথা করেছে গমন।
সন্ধান না হয় কিছু করি অন্বেষণ॥
এতেক বচন শুনি হারায়ে সম্বিত।
ধরণী উপরে হইলাম নিপতিত॥
ভাবিলাম মনে মনে আর এ সময়।
সুস্থির থাকিতে কভু উচিত না হয়॥
ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে আসি নদী-তীরে।
তরণীতে আরোহিয়া যাই ধীরে ধীরে॥
পুটভেদে আসি তরি নিমগ্ন হইল।
ঊর্ম্মি হেরি জীবনাশা নিশ্চয় সূচিল॥
শ্রীহরি কৃপায় ক্রমে ভাসিয়া ভাসিয়া।
আসিয়াছি এই স্থলে ব্যথিত হইয়া॥
এতদিন সখারে হইয়া বিস্মরণ।
ছিলাম নিশ্চিন্ত আজি হইল স্মরণ॥
সম্প্রতি জ্বলিত হয়ে শোক হুতাশন।
নিরন্তর কলেবর করিছে দাহন॥

সুরবতীর বিলাপ।

শুনিয়া প্রাণেশ বাণী, নাসরে বদনে বাণী।
পড়িয়া ধরায়, সম্বিত হারায়, আশু মোহ যায় ধনী॥
প্রেমময় ত্বরা করি, উঠাইলা করে ধরি।
কহে কি কারণ, বিরস বদন, ক্ষিতিতে পতিতা হেরি।
কাতরেতে বিনোদিয়া, কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
অদ্ভুত ঘটন, করিয়া শ্রবণ, উচাটন মম হিয়া॥

কোথা সেই নৃপসুত, পাইবে তারে কি মত।
পুন ভাবি মনে, আছে কি জীবনে, হয়েছে কাননে হত॥
সখারে ছাড়িয়া বনে, নাহি যাবে নিকেতনে।
সম্ভব এমন, নহে কদাচন, এই অনুমানি মনে॥
কোথা সেই রাজবালা, তাহারে কেবা হরিলা।
জনক জননী, দিবস যামিনী, কান্দে কোথা গেল বালা॥
সেই কামিনীর মন, হইতেছে কি এখন।
সহে কত জ্বালা, বিরহিনী বালা, তাহে রাজবালা হন॥
হায় হায় হরি হরি, শুনে প্রাণে মরি মরি।
কিরূপে এখন, হবে অন্বেষণ, কোথায় গমন করি॥

প্রেমময়ের বন্ধুর অন্বেষণে গমন বিষয়ে চিন্তা।

প্রমদার বাণী শুনে মন্ত্রির নন্দন।
প্রশংসি, প্রকৃত চিন্তা করেন চিন্তন॥
কোথায় গমন করি কি করি উপায়।
জন শূন্য পুরী এই দেখি নিরুপায়॥
সখার বিরহানল আজি প্রজ্জ্বলিত।
হইয়া করিল মম দেহ ভস্মীভূত॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মম পামর জীবনে।
সখারে ভুলিয়া আমি রয়েছি এস্থানে॥
হইয়া বিলাস প্রিয় ভুলিয়াছি প্রিয়।
প্রিয় বিহনেতে প্রিয়া কভু নহে প্রিয়॥

প্রিয়জন পরিহরি কি সুখ জীবনে।
অমূল্য জীবন নাহি গেল কেন বনে॥
কি করি কোথায় যাই তাঁর অন্বেষণে।
সন্ধান করিয়া কোথা পাইব রতনে॥
অদৃষ্টে যা হয় হবে স্থির কিবা তার।
এক্ষণে বিলম্ব করা নহে সুবিচার॥
এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে।
রবি-কর তিরোহিত পৃথিবী হইতে॥
বিভাবরী সমাগত হেরিয়া রূপসী।
কান্ত সম্ভাষিতে আসে হইয়া উল্লাসী॥
দেখে নাথে সচিন্তিত সখার লাগিয়া।
নেত্রবারি নিপতিত হৃদয় বহিয়া॥
অঞ্চলে নয়ন জল করিয়া মোচন।
বলিতে লাগিল শেষে অমিয় বচন॥

প্রেমময়ের প্রতি সুরবতীর প্রবোধ-বচন।

করে কর সমর্পিয়া, প্রাণনাথে সম্বোধিয়া,
কহে কান্তা কাতর বচনে।
শুন শুন প্রাণপতি, দৈবের বিচিত্র গতি,
স্থির মতি কর এইক্ষণে॥
অসম্ভব আশা তরি, অধৈর্য্য তাহে কাণ্ডারী,
হলে কভু নাহি পায় কূল।
ধৈর্য্যং বিপদি শাস্ত্রেতে, উক্ত আছে পুরাণেতে,
অস্থিরতা অনর্থের মূল॥

তার সাক্ষী দেখ বলি, ইচ্ছিল রাবণ বলী,
জনক তনয়া হরিবারে।
অধৈর্য্যে করিয়া কার্য্য, স্ববংশে শমন রাজ্য,
গেল শেষে রঘুনাথ করে॥
শকুন্তলা লভিবারে, ব্যগ্র চিত্ত একেবারে,
দুষ্মন্ত পড়িয়া মন ভ্রমে।
না সহি কণ্বের আসা, সঙ্গোপনে স্বীয় আশা,
পুরাইল কণ্বের আশ্রমে॥
পরিশেষে উভয়েতে, কিবা কষ্ট বিরহেতে,
পেয়েছেন অধৈর্য্যের ফল।
করিয়া অধৈর্য্যে কার্য্য, নিশুম্ভের সব শৌর্য্য,
ধ্বংস দেবী-করেতে সকল॥
এইরূপে বহু নর, না ভাবিয়া পূর্ব্বাপর,
পেয়েছেন অধৈর্য্যের ফল।
তাই বলি প্রিয়বর, ধৈর্য্য হয়ে কার্য্য কর,
অবশ্যই হইবে মঙ্গল॥

প্রেমময়ের বন্ধুর অন্বেষণ গমন জন্য সুরবতীর সমীপে প্রস্তাব।

ললনার নীতিগর্ভ বচন শুনিয়া।
যামিনী যাপন করে কামিনী লইয়া॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি প্রেমময়।
প্রেয়সীরে প্রিয়স্বরে সম্বোধিয়া কয়॥

শুন শুন শুন প্রিয়ে বচন আমার।
এখন নিশ্চিন্ত থাকা না হয় বিচার ॥
বান্ধবের অন্বেষণে অদ্যই যাইব।
ভাবনা করো না আমি ত্বরায় আসিব ॥
গৃহিণী হইয়া তুমি থাকহ গৃহেতে।
শুভগ্রহ হৈলে দেখা হবে ভবিষ্যতে ॥
তোমার আশ্রয়ে প্রিয়ে থাকি এত কাল।
পরম প্রমোদে দোঁহে বঞ্চিয়াছি কাল ॥
দিয়াছি অশেষ ক্লেশ আছি অপরাধী।
ক্ষমিবে সকল দোষ করে ধরে সাধি ॥
স্বীয় গুণে কৃপা করি দোষ পরিহরি।
প্রসন্ন হইয়া দেহ বিদায় সুন্দরি ॥
ক্রমান্বয়ে সূর্য্য কর হয় খরতর।
ত্বরায় গমনে প্রিয়ে অনুমতি কর ॥

প্রেমময় সমভিব্যাহারে সুরবতীর গমনাভিলাষ প্রকাশ ॥

জিনি পরভৃত-ধ্বনি, নাথে সম্বোধিয়া ধনী,
কহে বাণী হয়ে বিষাদিনী।
ভাবি যেন ভাবি দুখ, দিন শেষে ম্লান মুখ,
বিরহ কাতরা সরোজিনী ॥
মণি হারা ফণি প্রায়, ধূলায় ধূষর কায়,
পড়ি পায় নাথের ভাবিনী।

কহে নাথ কি কারণে, ত্যজিয়া অধীন জনে,
যাব বলি বলিলে এ বাণী ॥
অনাথিনী তব সনে, থাকিবে সদা সদনে,
নাহি সবে বিরহ যন্ত্রণা।
যথা দেহ তথা প্রাণ, নিয়ম বিধি বিধান,
অন্যথায় অন্ত সম্ভাবনা ॥
করি কৃপা বিতরণ, দাসীকে করি গ্রহণ,
করুন গমন সখা আশে।
একত্রে ভ্রমিব বনে, গ্রাম পল্লি উপবনে,
উপত্যকা তুষার প্রদেশে ॥
নানা স্থানে পর্য্যটনে, সাধ্য মত অন্বেষণে,
অনশনে ভ্রমিয়া সতত।
লভিব বান্ধব ধন, ঘুচাব মন বেদন,
বারি প্রাপ্ত চাতকের মত ॥
বিধি অনুকূল যবে, আশার সুসার হবে,
দুই কুল থাকিবে বজায়।
অনাথিনী শ্রীচরণ, সেবিবে করি যতন,
তপনে তাপিত হলে কায় ॥
শুনি সুরবতী বাণী, প্রশংসি নায়ক মণি,
কৌশলে রমণী প্রতি কন।
মনেতে হয়ে উল্লাসি, বদনে না ধরে হাসি,
প্রমোদেতে প্রফুল্লিত মন ॥
হে চারু চন্দ্র বদনি, বলিলে যে সব বাণী,
অনুচিত নাহি কিছু দেখি।

সকলি সম্ভব মত, কিন্তু মাত্র মনোগত,
বিধিমত নহে বিধুমুখী ॥
তাহার কারণ শুন, নারী সঙ্গ বিবরণ,
অদ্ভুত আখ্যান ইতিহাসে।
পুরাণাদি কাব্যচয়, প্রমাণ তাহার হয়,
ক্রমান্বয়ে শুন সবিশেষে ॥
অযোধ্যার অধিপতি, দশরথ মহামতি,
সার্ব্বভৌম পালয়ে প্রকৃতি।
কৌশল্যা সুমিত্রারাণী, প্রধানা বরবর্ণিনী,
ছিল তাঁর কৈকেয়ী প্রভৃতি ॥
রাক্ষসের হয়ে অরি, বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি,
অবতীর্ণ কোশল নগরে।
চতুরাংশে ভগবান, কৌশল্যা গর্ব্বে শ্রীরাম,
লক্ষ্মণাদি অন্যার উদরে ॥
জনক দুহিতা সীতা, লক্ষ্মীসতী পতিব্রতা,
জগৎপতি পতি হন যাঁর।
সেই লক্ষ্মী নারায়ণে, অযোধ্যার সিংহাসনে,
অধিষ্ঠানে বাসনা রাজার ॥
কৈকেয়ী মত্তকামিনী, সাপিনী সম পাপিণী,
হ্লাদিনী-হৃদয়া নৃশংসিনী।
রামে পাঠাইয়া বনে, রাজারে বধিয়া প্রাণে,
আশা পুরাইল কলঙ্কিনী ॥
রঘুবংশ অবতংস, দশানন বংশ ধ্বংস,
করিবারে জগতের পতি।

পিত্রাদেশে যান বনে, সীতা গেল তাঁর সনে,
সুমিত্রার কুমার সংহতি ॥
গিয়া পঞ্চবটী বনে, শ্রীরাম সীতার সনে,
অবস্থিত সহিত লক্ষ্মণ।
মারীচে সহায় করি, বৈদেহীকে নিল হরি,
দুরাচার দুষ্ট দশানন ॥
শ্রীরাম লঙ্কায় গিয়া, লঙ্কেশ্বরে বিনাশিয়া,
উদ্ধারিলা জনক দুহিতা।
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম, ক্লেশ পান অবিরাম,
সঙ্গে নিয়া স্বকীয় বনিতা ॥
প্রবাসী যে জন হয়, সঙ্গে যদি নারী রয়,
পদে পদে বিপদ তাহার।
নিষধের অধিপতি, নল নামে নরপতি,
বিপদের কথা শুন তার ॥
দূত ক্রীড়া ভ্রাতৃসনে, করি রাজ্য আদি ধনে,
বিসর্জ্জন দিয়া যান বনে।
বিদর্ভ রাজার সুতা, অলৌকিক রূপযুতা,
দময়ন্তী যান পতি সনে ॥
পরে কলি দুষ্টমতি, হইয়া কুপিত অতি,
পুণ্যবানে করিল দুর্গতি।
বিপিনে ভামিনী ত্যজি, ঋতুপর্ণ ভূপে ভজি,
বাজি সেবা করণে সম্মত ॥
এইরূপে পরস্পর, বিরহেতে নিরন্তর,
সহি ক্লেশ দেশ দেশান্তরে।

পুনঃ স্বয়ম্বর ছলে, দময়ন্তী মহীপালে,
প্রাপ্ত হন বহু দিন পরে ॥
এই হেতু বলি প্রিয়ে, তোমারে সঙ্গেতে নিয়ে,
যাইতে আশঙ্কা বহুতর।
না হবে সবার ত্রাণ, হারাইব দোঁহে প্রাণ,
সুতরাং চিন্তা নিরন্তর ॥

মধ্যাহ্ন বর্ণন।

প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিতা ধরণী।
ত্রাসিত শকুন্ত চয় যম সম গণি ॥
খরতর কিরণে দহিছে চরাচর।
জীবগণ সে আতপে অধিক কাতর ॥
পান্থকুল শোকাকুল ছায়ার বিহনে।
ঝর ঝর ঝরে বারি সতত নয়নে॥
আতপে সন্তপ্ত হয়ে ধূলিকা নিকর।
বায়ু সখা সহ উঠে আকাশ উপর ॥
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সম হয়ে নিপতিত।
পশু পক্ষী আদি জীবে করয়ে নিহত ॥
প্রশস্ত সিকতাময় প্রদেশ নিচয়।
মিহির মরীচি জালে সুশোভিত হয় ॥
জীবনাভিলাষী হয়ে মৃগ মৃগীগণ।
মরীচিকা প্রতারিত ত্যজিছে জীবন ॥
সরোবরে কুমুদিনী হইয়া তাপিনী।
কাতর অন্তরে কান্তে ডাকে প্রণয়িনী ॥

কুমুদ বান্ধব সেই প্রিয়ার আশায়।
পুরাতে অক্ষম দীপ্ত মার্ত্তণ্ড প্রভায়॥
আতপে পাদপে থাকি সলিল কারণ।
ধারা-ধরে সারঙ্গ করিছে আবেদন॥
আশায় নীরাশ হয়ে নীরস কণ্ঠেতে।
বসুমতী জননীর পড়িছে ক্রোড়েতে॥
ম্লানতর কুল্ল ফুল দল উদ্যানেতে।
কোরক স্তবক শ্লথ বৃন্ত আতপেতে॥
পুষ্পাসব লোভে অলি আর নাহি যায়।
নব নব দূর্ব্বাদল শুষ্ক তৃণ প্রায়॥
নীরেতে নলিনী অতি প্রফুল্ল অন্তরে।
পতি সোহাগেতে ভাসে চারু হাস্যভরে॥
সুরবতী সতী শুনি পতির বচন।
অমিয় আলাপে তোষে করিয়া যতন॥
খরতর দীধিতি বর্ষিছে দিবাকর।
তাপে দগ্ধ দেহ দেখ হতেছে কাতর॥
গমন বাসনা আজি করিয়া অন্তর।
অন্তরে আসিয়া কান্ত যুড়াও অন্তর॥

প্রেমময়ের সুরবতীর সমভিব্যাহারে বান্ধবান্বেষণে গমন।

যুবতী বচনে টলে যুবকের মন।
ভানুর কিরণে গলে তুষার যেমন॥

প্রেয়সীর অনুরোধে সচিব তনয়।
যামিনী যাপন করে থাকিয়া আলয়॥
প্রভাতে উদয় গিরি লোহিত বরণ।
পুষ্প গন্ধ সহ মন্দ বহে সমীরণ॥
কাননে কুসুম কলি হয় প্রস্ফুটিত।
খগকুল কলরবে বন নিনাদিত॥
ফুটিল মালতি জাতি সৌরভ ছুটিল।
অলিকুল মধু লোভে আসিয়া যুটিল॥
মন সুখে পুষ্পাসব করি সবে পান।
নিরন্তর গুন্ গুন্ রবে করে গান॥
বিভাবরী অবসান হেরি প্রেমময়।
যাত্রাহেতু চঞ্চল হইল অতিশয়॥
অন্তরে চিন্তিয়া পরে শ্রীমধুসূদনে।
অষ্টোত্তর শত নাম জপেন বদনে॥
রাম, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি, কৃপাময়।
কেশি শত্রু, ধেনুকারি, অব্যয়, অক্ষয়॥
শিশুপাল রিপু, শৌরি দেবকী নন্দন।
দামোদর, জগন্নাথ, অদিতি নন্দন॥
বামন, পুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
বাসুদেব, যদুপতি, মদনমোহন॥
নৃসিংহ, অখিলার্ত্তিহা, রুক্মিণী রমণ।
রুক্মির প্রতিজ্ঞাহারী, পর, নারায়ণ॥
জগৎকর্ত্তা, জগৎপিতা, বৈকুণ্ঠ, মহান।
বলিধ্বংসী সনাতন, বিষ্ণু, ভগবান॥

মধুজিন্মুরারি, কৈটভারি, বনমালী।
অচ্যুত, নরকান্তক, করেতে মুরলী॥
শ্রীধর, গরুড়ধ্বজ, গোবর্দ্ধন ধর।
হৃষীকেশ, দৈত্যশত্রু, শার্ঙ্গী, গদাধর॥
শ্রীমান্, পুরুষোত্তম, শ্রীপতি, গোবিন্দ।
বিশ্বক্‌সেন, মহাসত্ত্ব, সচ্চিদ্ আনন্দ॥
মৎস্যদেব মহাকূর্ম্ম বিভু পুতনারি।
বরাহ পৃথিবী পতি হরি ভূমিধারী॥
শঙ্খভৃৎ, নন্দকী পীতবাস, চক্রপাণি।
চতুর্ভুজ, অনন্ত, বাসুকী, পদ্মপাণি॥
সমস্ত পাতকধ্বংসী, যজ্ঞেশ্বর বিধি।
মহাবুদ্ধি, মহাভুজ, মোহদ শ্রীনিধি॥
উপেন্দ্র, পরেশ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।
মহাপ্রভু, মহাতেজা, স্বভূ, জনার্দ্দন॥
তুলসীবল্লভ, পদ্মনাভ, রাবণারি।
অনাথ-পরমেশ্বর, পর ক্লেশহারী॥
পরত্র সুখদ, প্রণতার্ত্তি-বিনাশন।
হৃদিস্থ বিষ্টরশ্রবা, মোহ নিবারণ॥
ব্যোমপাদ, বিশ্বমূর্ত্তি, প্রলম্ব-নাশক।
ত্রিবিক্রম, মহামায়, কলুষ হারক॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম, অসীম অপার।
চতুর্ব্বেদ মধ্যে অন্ত নাহি হয় যাঁর॥
বাণবাহু বনানল, কমলার পতি।
দামবন্ধ, ক্লেশহারী, অগতির গতি॥

যোগবিৎ, যজ্ঞভোক্তা, বেদে মুক্তিকারি।
সুখপ্রদ, শ্রীনিবাস, গোলক বিহারী ॥
অনন্ত তোমার লীলা অনন্ত মহিমা।
বেদাগমে নাহি যাঁর আদি অন্ত সীমা ॥
আমি অতি মূঢ় মতি না জানি স্তবন।
বন্ধুর বিরহে দহে সতত জীবন ॥
অকূলে পড়িয়া নাথ বারিদ-বরণ!
ডাকি সদা কর ত্রাণ দিয়া শ্রীচরণ ॥
সকাতরে এইরূপ করিয়া বন্দন।
জায়া সহ সখা হেতু করেন গমন ॥

উপবনে বিহারাভিলাষে কুমারের প্রতি হীরাবতীর অনুনয়।

তুহিন ভূধরে ভূপসুত হীরা সনে।
বিরাজে প্রমোদে অতি প্রফুল্লিত মনে ॥
মোহিনী মন্ত্রের বলে রমণী-রঞ্জন।
পিতা মাতা জায়া সখা করে বিস্মরণ ॥
নিমগ্ন হইয়া রসে মন অভিলাষে।
রসিক রসিকা সহ বিহরে উল্লাসে ॥
সম্বর রাজার সুতা প্রেমবিলাসিনী—
হরিয়া হরিষে সদা থাকে মায়াবিনী ॥
গোপনে স্বকীয় ভাব রাখেন অন্তরে।
কুমারের ভয়ে বাহ্যে ব্যক্ত নাহি করে ॥

না জানে কুমার তাঁর সেই প্রণয়িণী।
তোতা পাখী হয়ে দুঃখ সহে অভাগিনী॥
এই মত ক্রমাগত হয় দিন গত।
দৈবাধীনে অঘটন ঘটয়ে অদ্ভুত॥
একদা নিদাঘ-কালে যামিনী সময়।
মধুর বচনে হীরা ভূপসুতে কয়॥
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
সুগন্ধ সহিত মন্দ বহে সমীরণ॥
সুধাকর সুধাসম কর করে দান।
স্বরঙ্গে অনঙ্গ বর্ষে পুষ্পময় বাণ॥
অপরূপ শোভা আজি হেরি উপবনে।
বাসনা তথায় সুখে থাকি দুই জনে॥
কামিনীর বাণী শুনি রাজার তনয়।
কহে প্রিয়ে কর যাহা তব ইচ্ছা হয়॥

হীরাবতী ও যুবরাজের উপবনে গমন

যামিনীর শোভা, অতি মনলোভা,
হেরি হীরা প্রীত মনে।
ধরি কান্ত করে, বলে মৃদু স্বরে,
যাইতে সে উপবনে॥
যুবক যুবতী, জিনি গজ গতি,
উল্লাসে বিহ্বল অতি।
করেন গমন, করি নিরীক্ষণ,
প্রস্ফুটিত যূথী জাতি॥

গিয়া উপবনে, প্রসূন চয়নে,
কিন্নরী হইয়া রত।
বৃন্ত ছেদ করি, করেতে সুন্দরী,
লয় যত মনোমত॥
কুসুম চয়ন, করি হৃষ্ট মন,
চলিলেন সরোবরে।
যথা কুমুদিনী, হয়ে উল্লাসিনী,
নাথে নিরীক্ষণ করে॥
অতি শোভমান, প্রস্তর-সোপান,
প্রবাল খচিত তায়।
যাহার কিরণে, লজ্জিত বদনে,
তামসী বিরলে যায়॥
জিনি শশি কর, অতি মনোহর,
শয্যা বিরাজিত তায়।
শোভে সারি সারি, উপাধান চারি,
যথা স্থানে শোভা পায়॥
হেরি শুভক্ষণ, পুলকে মদন,
পঞ্চশর বরষিল।
রমণী রমণ, পুলোকিত মন,
আশাবারি উথলিল॥
অরাতি অতনু, জর্জ্জরিত তনু,
হইল আকুল মন।
প্রিয়া প্রিয় সনে, আসীন আসনে,
কালোচিত আলাপন॥

হীরাবতী ও কুমারের উপবনে অবস্থান এবং মনোরথের আগমন।

সুশোভিত রম্য বনে, বিহরে মোহিত মনে,
প্রবৃত্ত হইয়া সেই সুখে।
শয়নে শয়নাসনে, কালোচিত সম্ভাষণে,
অবস্থিত সম্মুখে সম্মুখে॥
ত্রিযামা ত্রিযাম গতে, উল্লাসেতে উভয়েতে,
আরামেতে করেন বিহার।
দেখহ দৈবের রঙ্গ, হয় আজি সঙ্গ ভঙ্গ,
দুরদৃষ্ট অরাতি তাহার॥
এই কালে বায়ুভরে, সুখে বিচরণ করে,
হীরার জনক মনোরথ।
নিরখিল বহুতর, নদ নদী ধরাধর,
অবলম্ব করি শূন্য পথ॥
পরে হিমালয়ে আসি, হইলেন অভিলাষী,
হীরাবতী কন্যা দরশনে।
শ্বসন সংযত করি, নামিয়া অচলোপরি,
প্রবেশিল সুতার ভবনে॥
কন্যা না দেখিতে পায়, চারি দিক পানে চায়,
ভাবে একি অসম্ভব কথা।
কন্যা মম সুচরিতা, পরবাসে হয় ভীতা,
কভু নাহি যায় যথা তথা॥

মনুজ সহ হীরাবতীর একাসনে শয়ন দেখিয়া মনোরথের কোপ।

তুরঙ্গ বদন মনোরথ মহা মতি।
সদনে না হেরি কন্যা সচঞ্চল মতি॥
ভবনে অনেক স্থানে করি গবেষণা।
সন্ধান না পেয়ে পরে করে বিচরণা॥
মণ্ডপে পর্য্যঙ্ক হেরি হয় সবিস্ময়।
মন্মথ বিহার চিহ্ন আছে সমুদয়॥
বিপরীত ভাব হেরি ক্রোধের উদয়।
রক্ত-জবা সম শোভা হয় নেত্রদ্বয়॥
স্বৈরিণী বলিয়া স্বান্তে হইল নিশ্চয়।
ক্রোধানলে জ্বলি বাণী নাহি স্ফুট হয়॥
বিলাসাভিলাষে দুষ্টা কোথায় গমন—
করিয়াছে পাপীয়সী দেখিব এখন॥
বধিব জীবন আজি অন্যথা কি আর।
দেখিব কে প্রেমে বদ্ধ আছে অধমার॥
এই মত চিন্তাকরি কুপিত অন্তরে।
নিকেতন পরিহরি উঠিল অম্বরে॥
উঠিয়া কিন্নর বর ক্রোধে সমীরণে।
নিরন্তর করে দৃষ্টি কঠোর ঈক্ষণে॥
সদন সমীপে সেই রম্য উপবনে।
দেখে হীরা অভিভূতা ঘুমে নর সনে॥

নিরীক্ষণ করি উভয়ের ব্যবহার।
বিস্ময় মানিয়া মনে করেন বিচার ॥
কোথা হৈতে-মনুজেরে করিয়া হরণ।
লজ্জা মান কুলশীলে দিল বিসর্জ্জন ॥
কলঙ্কিনী হেতু কুলে কলঙ্ক ঘটিল।
সমুজ্জ্বল কুল প্রভা নিষ্প্রভ হইল ॥
ভাবিতে ভাবিতে নেত্র উঠিল কপালে।
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সম অতিশয় জ্বলে ॥

সক্রোধ মনোরথের হীরাবতীকে পাষাণ করণ এবং কুমারের প্রতি ভর্ৎসনা।

ক্রোধে আক্রমণ করি, হীরার কুন্তলে ধরি,
বসাইল শয্যার উপরে।
কহে ওরে পাপীয়সি, কলঙ্কিনী অবিশ্বাসি,
এ কুবুদ্ধি দিল কেবা তোরে ॥
সামান্য মনুজ সনে, বিহার করিছ বনে,
নির্ভয়েতে অসম সাহসে।
লাজ ভয় নাহি মনে, মহানন্দে উপবনে,
বঞ্চিতেছ পরম হরিষে ॥
পাঠাইব আজি তোরে, সত্বর কৃতান্ত পুরে,
সাপিনি পাপিনি দুরাচারি।

নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী, দিয়া কলঙ্ক ঘটালি,
রটাইলি নাম ব্যভিচারী ॥
ক্রোধে বারি লয়ে করে, মন্ত্র উচ্চারণ করে,
পরে দিল কন্যার উপরে।
দেখিতে দেখিতে তার, শরীর পাষাণ সার,
সংজ্ঞা হীন হইল সত্বরে ॥
পরে মহা ক্রোধোদয়, রাজার কুমারে কয়,
শুন ওরে পাষণ্ড দুর্জ্জন।
প্রকাশিয়া নিজ ধাম, বল্ কিবা তোর নাম,
কি কারণে হেথা আগমন ॥
কেমনে এ ভয়ঙ্কর, প্রদেশে হইয়া নর,
এলি তুই বল্ সত্য করি।
নতুবা এখনি প্রাণে, বিনাশিব এই স্থানে,
পাপিনী সহিত কেশে ধরি ॥
নৃপসুত সচকিত, উঠিয়া হইল ভীত,
দেখে প্রিয়া নাহি নিজ পাশে।
শিয়রে শমন সম, অথবা প্রকৃত যম,
ধরিতে উদ্যত কেশ পাশে ॥
বিষম বিপদ মানি, মুখে নাহি সরে বাণী,
ভাবে একি হইল কেমন।
কোথা গেল প্রণয়িনী, কিছুমাত্র নাহি জানি,
সম্মুখেতে কেবা এই জন ॥
কাঁপে তনু থর থর, ভাবে যুবা নিরন্তর,
পলক না পড়ে বিলোচনে।

বনে আজি নাহি ত্রাণ, নিজ দোষে গেল প্রাণ,
বঞ্চিত বান্ধব দরশনে ॥
শোক সিন্ধু উথলিল, বাষ্পবারি বাহিরিল,
পরিজনে করিয়া স্মরণ।
পরে মনোরথ কয়, কেন মৌন দুরাশয়,
প্রকাশিয়া বল বিবরণ ॥
কিঞ্চিত সাহস ভরে, পরে নিবেদন করে,
যোড় করে রমণী রঞ্জন।
শুন শুন মহামতি, অধীনের যে দুর্গতি,
বিবরিয়া বলি বিবরণ ॥
কান্যকুব্জ অধিপতি, গুণবন্ত নরপতি,
বসুমতী বরিয়াছে যাঁরে।
যাহার গুণের শেষ, বাণীতে না হয় শেষ,
আমার অসাধ্য বর্ণিবারে ॥
অভাগা তনয় তাঁর, জায়া হেতু অনিবার,
বিরহে সহিয়া নানা ক্লেশ।
বন্ধু সহ উভয়েতে, প্রণয়িনী উদ্দেশেতে,
বনে আসি করিনু প্রবেশ ॥
বিভাবরী সমাগত, বন্য জন্তু ইতস্ততঃ,
মহা শব্দে ভ্রমে দলে দলে।
হেরি ভয়ে ভেবে মরি, সখা সহ বৃক্ষোপরি,
উঠিলাম রক্ষা হব বলে ॥
ত্রিযামা শর্ব্বরীগত, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত,
চিন্তানলে দহে কলেবর।

হেনকালে বন্ধুবর, নিদ্রায় কাতরতর,
পতিত হইল ক্ষিতিপর ॥
এঘটনা দরশনে, চিন্তা করি মনে মনে,
কি কারণে হইল এমন।
দেখিতে দেখিতে পরে, চলে বৃক্ষ বায়ু ভরে,
কিছু নাহি জানি বিবরণ ॥
বিমানে ভ্রমণ করি, পরে এই শৈলোপরি,
উপনীত করি নিরীক্ষণ।
রূপবতী এক নারী, কহে মম করে ধরি,
স্মর জ্বালা কর নিবারণ ॥
বিস্ময় ভাবিয়া চিতে, না পারি উত্তর দিতে,
করিলাম বিস্তর রোদন।
কি জানি কি মন্ত্রবলে, রহিলাম এই স্থলে,
বিস্মৃত হইয়া পরিজন ॥
এই স্থানে তদবধি, আছি আমি নিরবধি,
যাইতে ক্ষমতা মম নাই।
যাহাতে যাইতে পারি, কর অনুকম্পা করি,
পায়ে ধরি এই ভিক্ষা চাই ॥

মনোরথের কুমারকে পাষাণ করণ পূর্ব্বক স্বভবনে গমন ॥

এতেক বচন, করিয়া শ্রবণ,
বিস্মিত হইয়া মনে।
চিন্তে অনুক্ষণ, তুরঙ্গ বদন,
কেমনে বধি এজনে ॥
নাহি কিছু দোষ, সদা অসন্তোষ,
নিজ জন না হেরিয়া।
পাপী দুরাচারী, দুহিতা আমারি,
হরেছে কাননে গিয়া ॥
কি করি এখন, রাজার নন্দন,
যদি আজি মুক্তি পায়।
হইবে প্রচার, কন্যা-ব্যভিচার
জগতে অযশ তায় ॥
ঋণ রিপু শেষ, করিতে বিশেষ,
বিধান জ্ঞানীরা করে।
রাখিলে কিঞ্চিত, হয় বিপরীত,
অনুতাপ হয় পরে ॥
উচিত বিধান, কন্যার সমান,
পাষাণ করিতে তারে।
পরে বিবেচনা, করিব মন্ত্রণা,
যাহা হয় সুবিচারে ॥
ভাবিতে ভাবিতে, উদয় গিরিতে,
লোহিত বরণ আভা।

নাশি তমো রাশি, হইয়া উল্লাসী,
বিকাশে তপন প্রভা ॥
দিনাদি সময়, হেরিয়া বিস্ময়,
মনোরথ সিহরিল।
সলিল লইয়া, সমন্ত্র করিয়া,
কুমারের অঙ্গে দিল ॥
দেখিতে দেখিতে, হইল ত্বরিতে,
প্রস্তর তাহার কায়।
পঞ্চেন্দ্রিয় বোধ, হলো অবরোধ,
অচেতন সমুদায় ॥
পূর্ণ মনোরথ, করি মনোরথ,
অম্বরে উঠিতে মন।
ঘুচাইয়া রিপু, পুলকিত বপু,
কিন্তু চিত্ত উচাটন ॥
দেহ হারাইয়া, কাননে থাকিয়া,
যুবক যুবতী দোঁহে।
উপল হইয়া, স্বজনে ভুলিয়া,
অচেতন হয়ে রহে ॥

প্রেমময়ের এক সুরম্য নগর দর্শন।

এখানেতে প্রেমময় স্মরিয়া কুমারি।
বন্ধু অন্বেষণে যায় সঙ্গে লয়ে নারী ॥
স্বভাবের শোভা সব করি নিরীক্ষণ।
মনসুখে নিরন্তর করেন গমন ॥

কোন কোন স্থানে তরুগণ ফলভরে।
ক্ষুধিত পথিক বৃন্দে আহবান করে॥
সুশোভিত রম্য সরোবর কাননেতে।
ক্লান্ত জীবে ডাকে যেন সুস্নিগ্ধ হইতে॥
অতি উচ্চ শিলোচ্চয় শৃঙ্গ সুশোভন।
অনুমান হয় স্পর্শ করিছে গগন॥
কোন স্থানে তরঙ্গিণী তরঙ্গে শোভিত।
মধ্যে মধ্যে অন্তরীপ দেখিতে অদ্ভুত॥
কোন কোন স্থানে পয় অচল হইতে।
পতিত হইয়া বেগে যায় অবনীতে॥
নিকুঞ্জ কানন উপবন শত শত।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে যান অবিরত॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক দেখিল নগর।
সৌধমালা বিভূষিত দেখিতে সুন্দর॥
দ্বারে দ্বারে দ্বারীগণ আছে নিয়োজিত।
সশস্ত্রেতে সৈন্যচয় ভ্রমে শত শত॥
কোন স্থানে বেদমন্ত্র হয় উচ্চারণ।
কোন স্থানে মহাযজ্ঞ হয় সম্পাদন॥
কোন কোন স্থানে হইতেছে ব্রহ্মস্তুতি।
কোন স্থানে দ্বিজবৃন্দ দিতেছে আহুতি॥
বাসুদেবার্চ্চন বেদবিধি অনুসারে।
সম্পাদিত হইতেছে অতি মধুস্বরে॥
প্রফুল্লিত চিত অতি হেরি প্রেমময়।
প্রবেশিতে পুরীতে বাসনা সাতিশয়॥

এমন সময়ে রবি সম্বরিয়া কর।
অস্তগত নিত্য কর্ম্মে লয়ে অবসর॥
শকুন্ত নিচয় নীড়ে করিছে গমন।
কুমুদিনী কান্তে হেরি প্রফুল্ল বদন॥
চক্রবাক মিথুন প্রমাদ গণে মনে।
জোনাকি আলোর মালা জ্বালে এই ক্ষণে॥
বাজিতে লাগিল বীণা সুমধুর স্বরে।
বরষি অমিয়-ধারা শ্রবণ বিবরে॥
করতালে করতালি বাজে ঘন ঘন।
মৃদঙ্গ বিরাব যেন জীমূত গর্জ্জন॥
রাজপুরী নিনাদিত বাদিত্র বাদনে।
শোভিছে পতাকা কত বিচিত্র বরণে॥
পুরদ্বারে গজবাজি রয়েছে বিস্তর।
সুসাজে সজ্জিত সবে দেখিতে সুন্দর॥
হেনকালে বিচিত্র শকট আরোহণে।
রাজপুত্র সঅমাত্য চলিল ভ্রমণে॥
পশ্চাতে শরীর রক্ষী ছুটে সেনাগণ।
পাঁচ হাতিয়ার ধারী মুরতি ভীষণ॥
উল্কা সম বেগে তারা করিল গমন।
বিস্মিত হইল হেরি মন্ত্রির নন্দন॥

প্রেমময়ের কর্ণাট নগরে অবস্থান।

বিভাবরী সমাগত, দেখিয়া সচিব সুত,
বাসা হেতু অন্বেষিল স্থান।
দেখিলেন সুশোভন, আছে এক নিকেতন,
রাজ ভবনের সন্নিধান॥
নির্দ্ধার্য্য করিয়া কর, জায়া সহ একত্তর,
প্রমোদেতে প্রবেশ করিল।
সমীরণ সুশীতল, সুখাদ্য সুমিষ্ট জল,
সেবি পরে বিশ্রাম লভিল॥
আলাপনে নানামত, প্রহরেক হৈলে গত
পতি পত্নী করেন শয়ন।
কিন্তু মন উচাটন, নানা চিন্তা উদ্দীপন,
প্রাণ সম বন্ধুর কারণ॥
পোহাইল বিভাবরী, সুষুপ্তি সমাপ্ত করি,
গত শ্রম হলেন দুজন।
অনন্তর আলাপনে, জিজ্ঞাসেন এক জনে,
এ দেশের যত বিবরণ॥
কি নাম কাহার পুরী, অধিপতি কেবা এরি,
বিশেষিয়া বর্ণিয়া বিস্তার।
করি কৃপা বিতরণ, বল বল হে সুজন,
কৌতূহলে করহ নিস্তার॥
শুনিয়া মধুর বাণী, কহে দ্বিজ মহা জ্ঞানী,
স্থির চিত্তে করুন শ্রবণ।

কর্ণাট নামেতে খ্যাত, এই রাজ্য সুবিস্তৃত,
পরিমাণে শতেক যোজন ॥
চন্দ্রকান্ত অভিধান, মহারাজ বলবান,
সম কক্ষ নহে কোন জন।
দ্বাত্রিংশত বর্ষাধিক, রাজ্য করি সুধার্ম্মিক,
সত্য সিন্ধু রাখিয়া নন্দন ॥
কীর্ত্তিস্তম্ভে গুণ ধাম, চির-স্মরণীয় নাম,
রাখি যশে ভরিয়া ভুবন।
রাজ্য ভার পুত্র করে, সমর্পিয়া নরবরে,
অন্তে স্বর্গে করিল গমন ॥
সত্যসিন্ধু নৃপসুত, নানা বিধ গুণযুত,
রাজকার্য্য করে সম্পাদন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সদাচার সত্যপ্রিয়,
দেব দ্বিজে করেন পূজন ॥
কপটতা হিংসা দ্বেষ, চাটুবাদ ত্যজি দেশ,
দূর-দেশে করে পলায়ন।
কি কথা অপরে পরে, স্বয়ং কলি যার ডরে,
থরথরে কাঁপে অনুক্ষণ ॥
শুনি ইহা ফুল্লমতি, কুতূহলী হয়ে অতি,
রাজ সভা করিতে দর্শন।
সিদ্ধান্ত করিয়া স্থির, দু প্রহর কালে ধীর,
আহারাদি করে সম্পাদন ॥

প্রেমময়ের কর্ণাটাধিপতির পুরীমধ্যে প্রবেশ।

হেরিতে রাজারে অতি সচঞ্চল মন।
মনে মনে যুক্তি এক করিল রচন॥
সঙ্গোপন করি স্বীয় রূপ পরিহরি।
ধরিল বৈষ্ণব বেশ মনোমত করি॥
করেতে তুলসী-মালা কৌপীণ কটীতে।
সুদীর্ঘ তিলক বিন্দু শোভিত ভালেতে॥
ব্রজরজ সর্ব্ব অঙ্গে করি বিলেপন।
রসনায় জপে নাম রুক্মিণী-রমণ॥
হরি স্মরি সাহসেতে করিয়া নির্ভর।
প্রবেশ করেন ধীর দুর্গের ভিতর॥
সেনাগণ শস্ত্র লয়ে দ্বার রক্ষা করে।
কার সাধ্য যোদ্ধ্‌ বেশে প্রবেশে ভিতরে॥
কোন স্থানে মত্ত করী আবদ্ধ আলানে।
করেন্দ্র করভ সহ শোভে কোন্ স্থানে॥
কোন স্থানে দ্বিজগণ বসিয়া আসনে।
ভাগবত্ পাঠ করে আনন্দিত মনে॥
কোন স্থানে হইতেছে পুতনা নিধন।
শুনি শশঙ্কিত চিত্ত যত শিশুগণ॥
কোন স্থানে গোপাঙ্গনা লয়ে বনমালী।
বন ফুল তুলে রঙ্গে করিছেন কেলী॥
কোন স্থানে ধরি হরি গিরি-গোবর্দ্ধন।
ব্রজগোপ গোপিকারে করেন রক্ষণ॥

কোন স্থানে তাঁর বেণু নিক্বণ শ্রবণে।
প্রেমে বারিধারা বহে ভকত নয়নে॥
দেবলেরা দেবালয়ে দেবতা অর্চ্চন।
সম্পাদিছে যথাবিধি পুলকিত মন॥
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর।
প্রস্তরে নির্ম্মিত ঘাট দেখিতে সুন্দর॥
চতুঃপার্শ্বে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ সহ মন্দ বহে মলয় পবন॥
তরঙ্গিত করে নীর মন্দ মন্দ বায়।
জলচর নানা পক্ষী খেলিয়া বেড়ায়॥
প্রফুল্ল কহ্লার কুবলয় ইন্দীবর।
সীতাম্ভোজ কোকনদ কুমুদ সুন্দর॥
চক্রবাক চক্রবাকী সারস লক্ষণা।
রাজহংস বরাটাদি খঞ্জনি খঞ্জনা॥
কুসুম কাননে সদা ভ্রমে মধুকর।
গুন্ গুন্ রবে বৈসে ফুল্ল পুষ্পোপর॥
নীলকণ্ঠ কেকানাদে শাখী নিনাদিত।
মিলায়ে পঞ্চম তান গায় পরভৃত॥
সম্মুখেতে প্রেমময় দেখে সুশোভিত।
বিচিত্র বিপণি পূর্ণ পণ্য শত শত॥
নিকটে স্ফাটিকে এক নির্ম্মিত ভবন।
কৌমুদীর রাশি যেন একত্রে মিলন॥
মণিময় হর্ম্ম্যতল মণিময় সাজ।
ইন্দ্রের অমরাবতী দেখি পায় লাজ॥

সেই পুরী মধ্যে সভা অতি মনোহর।
সচিব সামন্ত সহ বসে নৃপবর ॥
চারি দিকে কৌলেয় কোবিদ দ্বিজগণ।
মাগধ ভেষজ্ঞ পাত্র মিত্র সভ্যজন ॥
শত শত দৌবারিক দ্বারে অধিষ্ঠান।
দেখিতে ভয়াল করে করাল কৃপাণ ॥

প্রেমময়ের কর্ণাটাধীশ্বর সভায় গমন এবং মনোহর তোতা দর্শন।

সভার সমৃদ্ধি হেরি সন্তুষ্ট হইয়া।
প্রবেশে ভিতরে ধীর প্রসূন লইয়া ॥
তেজঃপুঞ্জ যোগী হেরি রাজার নন্দন।
গাত্রোত্থান করি করে চরণ বন্দন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য সম্প্রদানে সন্তোষ করিয়া।
বসিতে আসন দেন বিচিত্র দেখিয়া ॥
করস্থিত পুষ্পে ভূপে আশীর্ব্বাদ করি।
বসিলেন প্রেমময় ছদ্মবেশ ধরি ॥
জিজ্ঞাসা করেন নৃপ বিনয় বচনে।
কোন্ তীর্থ হৈতে আগমন এই স্থানে ॥
কোন্ পুণ্যধামে পুন যাবার আশয়।
প্রকাশিয়া কৃতার্থ করুন মহাশয় ॥
শুনি যোগী মনোযোগী হইয়া তখন।
নরেশে সম্বোধি কহে তীর্থ বিবরণ ॥

কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা পুরী দ্বারাবতী।
সাগর সঙ্গম গয়া পুণ্য মায়াবতী॥
বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান।
দরশন করিয়াছি শুন মতিমান॥
কান্যকুব্জ সম্বরাদি অজয় নগর।
ভ্রমিয়া এসেছি এই রাজ্যের ভিতর॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার বেদ বিধিমত।
দেখিয়া এ রাজ্যে বড় হইয়াছি প্রীত॥
বাসনা হইল মনে রাজ সন্দর্শনে।
আশীর্ব্বাদ হেতু তাই এলাম এখানে॥
এই মত আলাপন হয় বহুতর।
ছদ্মবেশী যোগী দেখিলেন তারপর।
সিংহাসন সন্নিকটে সুবর্ণ পিঞ্জরে।
রহিয়াছে তোতা এক বিমর্ষ অন্তরে॥
বিষণ্ণ বিহগী দেখি মন্ত্রীর নন্দন।
বন্ধু শোক চিত্তে তাঁর হয় উদ্দীপন॥
উঠিতে বাসনা করি ধৈর্য্য ধরি ধীর।
বসিলেন ম্রিয়মানে হইয়া অস্থির॥
এমন সময়ে এক আসি প্রতিহারী।
নিবেদয় নৃপতিরে যুগ্ম কর করি॥
মহারাজ দূতগণ করি পর্য্যটন।
প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে অধুনা ভবন॥
অনুজ্ঞা পাইলে তারা প্রভুর সদনে।
নিবেদয় জানিয়াছে যাহা অন্বেষণে॥

দূতগণের সম্বাদ।

আদেশ করিল ভূপ শুনাতে সম্বাদ।
প্রতিহারী ডাকিতে চলিল দ্রুতপাদ॥
ভিন্দিপাল দূতাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়।
আসিয়া অধীপ অগ্রে প্রণাম জানায়॥
করযোড়ে ম্রিয়মাণে বলে বিবরণ।
সভাস্থ সকল লোক করেন শ্রবণ॥
প্রথমতঃ মহারাজ! সম্বর নগর।
উপস্থিত হইলাম বহুদিন পর॥
নগরে প্রবেশি হেরি শোকাকুল সব।
নাগরিক নর নারী সকলে নীরব॥
হাহাকার শব্দ করি করয়ে ক্রন্দন।
কোথা গেল রাজবালা বলে সর্ব্বজন॥
বহুবিধ অন্বেষণ করেন ভূপতি।
সকলি বিফল হৈল শুনিনু ভারতী॥
আশায় হতাশ হয়ে তনয়া শোকেতে।
বারিধারা নৃপতির পড়ে নয়নেতে॥
সেই স্থান ত্যাগ করি বহুতর ধামে।
জনপদ গ্রাম পল্লী গহনে আরামে॥
সন্ধান করিয়া শেষে কান্যকুব্জ দেশ।
সায়াহ্ন সময়ে আসি করিনু প্রবেশ॥
পুরী হেরি পুলকিত হইল হৃদয়।
ভুবনে অমরাবতী যেন রে উদয়॥

সৌধ প্রাসাদাদি যত রজতে নির্ম্মিত।
সভা গৃহ শয্যাগার কাঞ্চনে মণ্ডিত॥
মধ্যে মধ্যে নীলচন্দ্র অয়স্কান্ত মণি।
সুশোভিত নবঘনে যেন সৌদামিনী॥
অপরূপ শোভা হেরি প্রবেশি ভিতরে।
নিরীক্ষণ করি আর বাণী নাহি সরে॥
পুরী মধ্যে সকলের বিষাদ অন্তর।
হাস্যালাপ পরিহরি আছে নিরন্তর॥
গুরুতর শোক চিহ্ন করি দরশন।
চঞ্চল হইল চিত্ত জানিতে কারণ॥
বর্ষবর প্রমুখেতে করিনু শ্রবণ।
পার্থিব কুমার নামে রমণীরঞ্জন॥
প্রেমময় বন্ধু সহ গিয়াছে কোথায়।
সন্ধান করিয়া কিছু প্রমাণ না পায়॥
সহস্র সহস্র দূতে করি গবেষণা।
প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে বিমর্ষে অধুনা॥
হতাশ হইয়া রাজ্ঞী সহ নরপতি।
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সংহতি॥
দিবা নিশি হাহাকার রবেতে রোদন—
করিয়া বিকল চিত্ত ব্যথিত জীবন॥

সন্দেশহার বার্ত্তা শ্রবণে তোতা ও যোগীর মোহপ্রাপ্তি এবং সত্যসিন্ধুর বিলাপ।

নিরুদ্দেশ প্রাণপতি, শুনি কর্ণে এ ভারতী,
পতিত শকুন্ত পিঞ্জরেতে।
যোগী বাণী হয়ে শ্রুত, ধরাতলে নিপতিত,
যেন বজ্রাহত আচম্বিতে॥
নরপতি সিংহাসনে, তোতা শোকে দীন মনে,
পুন যোগী পতিত দর্শনে।
শোকাকুল জ্ঞান হত, নেত্রবারি অবিরত,
স্থূলধারে বর্ষে ঘনে ঘনে॥
সভাস্থ মনুজ চয়, বিস্মিত সকলে হয়,
দুঃখিত দেখিয়া তিন জনে।
পরস্পর নাহি বাণী, সম্বিত হারায় রাণী,
অন্তঃপুরে এ বার্ত্তা শ্রবণে॥

যোগীর মোহপ্রাপ্তি বিবরণ বিদিত হওন জন্য কর্ণাট-রাজের যোগীর প্রতি অনুনয়।

অধৈর্য্যে ধরিয়া ধৈর্য্য, লোচনাম্বু অনিবার্য্য,
নিবারিয়া বিবিধ যতনে।
সত্যসিন্ধু নরপতি, তোতাকে করি বিনতি,
ধরে আসি যোগীর চরণে॥

চৈতন্য লাভে সন্ন্যাসী, উঠিয়া আসনে বসি,
উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন।
হায় সখা কি করিলে, পিতা মাতাকে বধিলে,
বলি পুন ভূমিতে পতন ॥
সখা শব্দে সম্বোধন, করে যোগী সম্ভাষণ,
শুনি তোতা বসিল উঠিয়া।
নিশ্চয় করিল মনে, প্রাণনাথ যোগীসনে,
আসিয়াছে স্বদেশ ত্যজিয়া ॥
ভূপাল শুনিয়া বাণী, আশ্চর্য্য মনেতে মানি,
মনে মনে করয়ে বিচার।
যোগীবর কি কারণ, অজস্র করে রোদন,
গূঢ় তত্ত্ব আছয়ে ইহার ॥
যোড় করে করি স্তুতি, বলে, যোগী মহামতি,
তুমি মুক্ত সংসার বন্ধনে।
নাহিক সংসার মায়া, নাহি পুত্র নাহি জায়া,
তুমি কাঁদ কিসের কারণে ॥
শুনিয়া রাজার কথা, যোগিবর পায় ব্যথা,
বিশেষতঃ তোতার মুর্চ্ছনে।
মন দুঃখে বিবরণ, বর্ণেন করি ক্রন্দন,
সভা মধ্যে ভূপের সদনে ॥

যোগীর যুবরাজ সমীপে স্ববিবরণ বর্ণন।

কান্যকুব্জ অধিপতি, গুনবন্ত নরপতি,
মহামতি ধার্ম্মিক সুজন।
রমণী রঞ্জন সুত, সুরূপ সুগুণযুত,
বলবীর্য্যে যেন ঘনাঘন॥
প্রণয়িনী লভিবারে, বাসনা করে অন্তরে,
পত্রী এক করেন প্রেরণ।
আশা বিফল হইল, পরে মনে বিচারিল,
সম্বরেতে করিতে গমন॥
তীর্থ যাত্রা ছল করি, স্বীয়ালয় পরিহরি,
হলেম বাহির উভয়েতে।
নদ নদী নানা দেশ, অতিক্রমে অবশেষ,
প্রবেশ করিনু কাননেতে॥
হিংস্র জন্তু দলে দলে, নির্ভয়ে সকলে চলে,
ভক্ষ বস্তু অন্বেষণ করি।
প্রাণ ভয়ে সখা সহ, আরোহিয়ে মহীরুহ,
রক্ষার উপায় চিন্তা করি॥
মন্ত্রণা হইল স্থির, নিশীথ পর্য্যন্ত ধীর,
করিলেন তরুতে শয়ন।
আমি থাকি জাগরণে, ভাবিয়া আশঙ্কা মনে,
ইতস্ততঃ করি নিরীক্ষণ॥
দ্বিযাম শর্ব্বরী গতে, নিদ্রা ভাঙ্গি সচকিতে,
রাজপুত্র বসিলা উঠিয়া।

নিদ্রাবশে অভিভূত, হইয়া আমি নিদ্রিত,
সখা থাকে প্রহরী হইয়া ॥
যামিনী হইল গত, বিভাতে তপনোদিত,
নিদ্রা ত্যজি করি দৃষ্টিপাত।
আছি পড়ি অবনীতে, সে বৃক্ষ সখা-সহিতে,
নাহি তথা হেরি অকস্মাৎ ॥
ব্যাকুল হয়ে জীবনে, সন্ধান করি কাননে,
অপ্রাপ্ত হইনু অন্বেষণে।
কাঁদি আমি শিশুসম, পরে ভাবি সখা মম,
প্রিয়াহেতু গিয়াছে গোপনে ॥
কান্দিতে কান্দিতে আসি, ক্রমে সম্বরে প্রবেশি,
শোকাকুল হেরি সর্ব্বজন।
বিস্ময় হইল মনে, জিজ্ঞাসিনু এক জনে,
পুরী-মধ্যে কিসের রোদন ॥
ভাসিয়া নয়ন নীরে, কহে নর ধীরে ধীরে,
কাতরেতে করুণাবচনে।
গতনিশি রাজ সুতা, নিদ্রা বেশে অভিভূতা,
চৌদিকে প্রহরী সে ভবনে ॥
প্রাতে শূন্য-ময়-পুরী, আত্মজারে নাহি হেরি,
করে নৃপ কত অন্বেষণ।
বিফল হইল সব, হাহাকার মাত্র রব,
সকলেতে সজল নয়ন ॥
শ্রবণে হয়ে মুচ্ছির্ত, ধরাতলে নিপতিত,
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণ পরে।

সঙ্কল্প হইল মনে, জীবনাবধি অটনে,
অন্বেষণ করিব দোঁহায়ে ।।
তদবধি নিরন্তর, অতীব হয়ে কাতর,
ভ্রমিতেছি ধরি যোগীবেশ।
মম নাম প্রেমময়, দূত যাহা নিবেদয়,
বিবরিয়া বর্ণি সবিশেষ ॥

তোতার পতি নিরুদ্দেশি বার্ত্তা শ্রবণে সকাতরে বিলাপ।

তোতারূপী রাজবালা শুনি বিবরণ।
হা নাথ! বলিয়া পুন ভূমিতে পতন ॥
হায় হায় প্রাণনাথ অধীনী-কারণ।
কাননে প্রবেশ করি হারালে জীবন ॥
হায় হায় তোমার কারণে গুরুজন।
ত্যজিবেন সকলেতে জীবনে জীবন ॥
তোমার কারণে শূন্য হলো রাজপুরী।
গ্রাম-জনপদ শক্র তুল্য সৌধপুরী ॥
অভাগীর দশা আজি কে করে ঈক্ষণ।
হা হা প্রাণনাথ! বলি করেন রোদন ॥
হায় বিধি কেন না বধিলে বাল্য কালে।
পাপিনী আমার সমা কে আছে ভূতলে ॥
সেই সব মহাপাপে তির্য্যগ যোনিতে।
সহিতেছি এ যন্ত্রণা শকুন্ত দেহেতে ॥

ধিক্ ধিক্ জীবন রে কি কব অধিক।
ধরে আছ ছার দেহ ধিক্ তোরে ধিক্॥
কিবা সুধামৃত তুমি করহ ভক্ষণ।
রাখিয়া কি ফল বল তোমারে এখন॥
একমাত্র আশা যাহা ছিল রে মনেতে।
যোগী বাণী শুনি তাহা গেল এক্ষণেতে॥
প্রাণনাথ সহ আর না হবে মিলন।
অভাগিনী হেতু তিনি ত্যজিলা জীবন॥
শোকানলে দগ্ধ হয়ে জনক জননী।
ত্যজিয়াছে জীবন নিশ্চয় অনুমানি॥
ত্রিভুবন শূন্য হলো আমারি কারণ।
ধিক্ রে জীবন তুমি রয়েছ এখন॥

সম্বর রাজনন্দিনীর তোতাদেহ প্রাপ্তি হওয়া যোগীর বিদিত হওন এবং বিলাপ।

তোতার রোদনে যোগী সম্বিত হারায়।
হায়! বলি একেবারে পতিত ধরায়॥
হায় প্রাণাধিক সখে! তোমার কারণ।
বিচ্ছেদ অনলে দেহ হতেছে দহন॥
আহুতি তাহাতে আজি করে সঁপ্রদান।
অভাগিনী তোতা তব প্রাণাধিকা প্রাণ॥
হায়! রাজবালা খগ দেহ কি কারণ।
দেখি নাই শুনি নাই অদ্ভুত এমন॥

হায় ! হে অনাথ নাথ নব-ঘন-শ্যাম।
চারি বেদে বলে তব দয়াময় নাম ॥
এই কি প্রমাণ তার অদৃষ্ট ফলেতে।
রাজবালা সহে ক্লেশ বিহঙ্গ দেহেতে ॥
বিপদ ভঞ্জন হরি হে মধুসূদন।
এক্ষণে মিলায়ে দেহ রমণীরঞ্জন ॥
পুন যোগী শোকাকুলা তোতারে চাহিয়া।
কহিছে মধুরস্বরে সান্ত্বনা করিয়া ॥
ধৈর্য্য ধর তোতা আর না কর ক্রন্দন।
"ধৈর্য্যং বিপদি" বাণী শাস্ত্রের বচন ॥
অনুমান হয় সখা আছেন জীবিত।
কাননে পাদপ সহ হয়েছি বঞ্চিত ॥
ভ্রম আছে সখা নাই হইলে এমন।
ত্যজিতাম সেই কালে জীবনে জীবন ॥
আশ্বাসে বিশ্বাস করি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পাইলাম তোমায় এখানে আচম্বিতে ॥
এইরূপে প্রভুর কৃপায় কোন স্থানে।
পাইব সখারে জ্ঞান হয় অনুমানে ॥
তোমার বিহঙ্গ দেহ হইবে মোচন।
ধৈর্য্য হও তোতা আর না কর রোদন ॥

সত্যসিন্ধুর বিলাপ এবং চিন্তা।

নীরব ভূপতি, শুনিয়া ভারতী,
হতাশ তোতার আশে।

শোকেতে প্রবল, নয়নের জল,
পড়িয়া দুকুল ভাসে ॥
হায় হায় ধনি, পতিত অবনী,
মগ্ন চিন্তা সরোবরে।
বিহগী বিরহে, কেমনে বা রহে,
অন্তরে ধৈরজ ধরে ॥
রাজ্ঞী অন্তঃপুরে, তোতারে না হেরে,
ব্যাকুল হবে জীবনে।
কেমনে প্রবোধ, মানিবে অবোধ,
আশঙ্কা সতত মনে ॥
না হয় বিধান, রাখা বিদ্যমান,
প্রিয় সখা উপস্থিত।
উভয়ে বিরহী, তীব্র শোক সহি,
দহ্যমান যথোচিত ॥
যদি অব্যাহতি, না পায় সম্প্রতি,
ত্যজিবে উভয়ে প্রাণ।
অধৈর্য্য যেমন, করি নিরীক্ষণ,
হয় স্বান্তে অনুমান ॥
কি করি এখন, বিপদে মগন,
হইলাম একেবারে।
তোতা কোন মতে, আপন ইচ্ছাতে,
না থাকিবে মমাগারে ॥
যোগী কদাচিত, হইয়া বঞ্চিত,
তোতারে রাখি এদেশে।

করিবে গমন, নাহি লয় মন,
হইবে বিপদ শেষে॥
ইহার পাতক, করিলে আটক,
দ্বিজনারী বধ-ভব।
নিষ্কলঙ্ক কুলে, পঙ্ক প্রবেশিলে,
বিফল হইবে সব॥
বিবিধ প্রকারে, উচিত-বিচারে,
চিন্তা করে সদুপায়।
যে দিকেতে মন, করে সমর্পণ,
হিত না দেখিতে পায়॥
ধৈর্য্য ধরি মনে, বিহঙ্গ প্রদানে,
অন্তরে করেন স্থির।
কবি কহে ভূপ! এই অনুরূপ,
মুক্তি কর পক্ষিণীর॥

যোগীর সত্যসিন্ধু প্রতি বিনয় বচন এবং তোতা প্রার্থনা।

সত্যসিন্ধু ভূপতিকে করি সম্বোধন।
কহিছে কাতর যোগী সজল নয়ন॥
শুন শুন মহারাজ কর্ণাট ভূপতি।
যোড় করে সবিনয়ে আমার মিনতি॥
গুণবন্ত বীরবাহু নরেশ প্রধান।
ভুজবলে করতলে ক্ষিতি বিদ্যমান॥

পরম পবিত্র কীর্ত্তি শোভে ধরাতলে।
কেহ নহে সমকক্ষ উভয়ের বলে ॥
গুণবন্ত-পুত্রবধূ বীর বাহু-সুতা।
তোতারূপে তব গৃহে হয়েছে রক্ষিতা ॥
পরম হিতৈষী মিত্র আপনি নিশ্চিত।
পরস্পর উপকার করিতে উচিত ॥
রমণীরঞ্জন সেই রাজার নন্দন।
যাহা বিনে হেরিতেছে শূন্য ত্রিভুবন ॥
যাহার কারণে লক্ষ লক্ষ নর নারী।
নেত্রনীরে ভাসে সদা হাহাকার করি ॥
ভূপতি মহিষী সহ সরাজ-ভবন।
জ্ঞাতি বন্ধু আত্মজন সখা অগণন ॥
মণি হারা ফণী সম ব্যাকুল অন্তর।
শোকানলে সকলেই দহে নিরন্তর ॥
যাহার মিলন আশা করিয়া মনন।
ধরিয়া রয়েছে তোতা এখন জীবন ॥
যাহার কারণে আমি হইয়া সন্ন্যাসী।
নিরন্তর নানা স্থানে ভ্রমি দিবানিশি ॥
নিদ্রাহার সুখাবেশ করি বিসর্জ্জন।
জীবন সঙ্কল্প করি করি অন্বেষণ ॥
সেই প্রাণাধিক প্রাণ রাজার নন্দনে।
সন্ধান করিতে পুন যাইব এক্ষণে ॥
সন্তাপিতা তোতাকে করুন সম্প্রদান।
নতুবা দোঁহার হবে জীবনাবসান ॥

বিফল তোমার আশা হইবে তখন।
স্ত্রী পুরুষ বধ পাপ ভুঞ্জিবে রাজন॥

সত্যসিন্ধু সমীপে তোতার বিদায় প্রার্থনা।

ভাসিয়া নয়ন নীরে, কহে তোতা ধীরে ধীরে,
শুন রাজা নরেশ শার্দ্দুল।
প্রাণপতি বিবরণ, করিয়া কর্ণে শ্রবণ,
হইয়াছি অধিক আকুল॥
নাথের বিরহানল, দহে যেন দাবানল,
স্থির না থাকিতে পারি আর।
যোগীর সহিত আমি, হব আজি অনুগামী,
এই ইচ্ছা হয়েছে আমার॥
বিধি আছে শাস্ত্র মত, পতিব্রতা নারী যত,
কান্ত সহ ত্যজেন জীবন।
পাপিনী নিরাশ আশে, কাল সূত্রে দেহ ভাসে,
স্থির থাকা অবিধি এখন॥
প্রাণ পতি অন্বেষণে, শ্মশানে নগরে বনে,
যদি হয় এ দেহ পতন।
কিঞ্চিৎ সার্থক হবে, এ তনুতে যা সম্ভবে,
যথা সাধ্য করিব অটন॥
প্রসন্ন হইয়া দীনে, স্বকীয় মহত্ব গুণে,
মম দোষ মার্জ্জন করিবে।

আছি হয়ে অপরাধী, চরণে ধরিয়া সাধি,
কৃপা কর মঙ্গল হইবে ॥
প্রিয়পতি-সখা সনে, প্রমোদে সরল মনে,
দুখিনীরে করুন বিদায়।
অধৈর্য্য হয়েছি মনে, যাব পতি অন্বেষণে,
অভাগিনী এই ভিক্ষা চায় ॥

সত্যসিন্ধুর যোগীকে তোতা সম্প্রদান।

কর্ণাটের পতি সত্য সিন্ধু নরপতি।
তোতার কারণে মনে সচঞ্চল অতি ॥
যোগীর বিনয় আর তোতার বচন।
শ্রবণে বিরস চিত্ত ব্যথিত জীবন ॥
উভয়ে রক্ষণে মুক্তি-প্রদানে সমান।
দুই পক্ষে অনুতাপ দেখি বলবান ॥
পতির মিলন-সুখে হইলে হতাশ।
নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ হতেছে বিশ্বাস ॥
কলুষ ঘটায়ে তবে কিবা প্রয়োজন।
নারীবধে নরকেতে নিশ্চয় গমন ॥
বিচারিয়া মনে মনে ধৈর্য্য ধরি পরে।
তোতারে চাহিয়া ভূপ কহেন সুস্বরে ॥
হে খগাঙ্গি বিরহিনি রাজার নন্দিনি।
তব শোকে দহে দেহ দিবস যামিনী ॥
রাজপুত্র নিকদ্দেশী করিয়া শ্রবণ।
শল্য সম বিন্ধে মোর সতত জীবন ॥

কিঞ্চিৎ হতেছে আশা হেরি যোগীবরে।
সন্ধান করিয়া শীঘ্র লভিবে প্রিয়রে॥
ধৈর্য্য হও আর তুমি করো না রোদন।
প্রাণপণে কর সদা পতি অন্বেষণ॥
চাতকের সম আমি থাকি নিকেতনে।
মিলন সলিল আশে কাল ঘনাঘনে॥
এত বলি তোতারে লইয়া নিজ করে।
সন্ন্যাসীর করে রাজা সমর্পণ করে॥

প্রেমময়ের সুরবতী প্রতি তোতা অর্পণ এবং সখার অন্বেষণে গমন।

পাইয়া তোতারে, সহর্ষ অন্তরে,
চলিলেন প্রেমময়।
সখার কারণ, মন উচাটন,
দহে দেহ সাতিশয়॥
আসিয়া ভবনে, প্রেয়সী সদনে,
কহিলেন ধীরে ধীরে।
শুন প্রাণপ্রিয়ে, রাজার আলয়ে,
পাইলাম পক্ষিণীরে॥
প্রাণের সহিত, বুঝিয়া উচিত,
ইহারে পালন কর।
বন্ধু অন্বেষণে, নগরে কাননে,
ফিরি আমি নিরন্তর॥

কর্ণাট ত্যজিয়া, তোতারে লইয়া,
স্বীয় প্রিয়া সঙ্গে করি।
মন্ত্রির নন্দন, করেন গমন,
অন্তরে চিন্তিয়া হরি॥
হেরিয়া কামিনী, তোতা বিষাদিনী,
ভাবে মনে অনুক্ষণ।
বিপরীত সব, হেরি অসম্ভব,
সঙ্গে নারী কি কারণ॥
সখা সহ পতি, শুনিনু ভারতী,
নৃপালয়ে দূত মুখে।
ত্যজিয়া ভবন, কোথায় গমন,
করেছেন মনোদুখে॥
তবে কি কারণ, হইল এমন,
নারী সঙ্গ সঙ্ঘটন।
বিরহি মানবে, কভু না সম্ভবে,
যথা করি দরশন॥
প্রথমে এখন, এই বিবরণ,
জানিতে উচিত অতি।
বিচারিয়া মনে, মৌনাবলম্বনে,
যায় তোতা ক্ষুণ্ণ মতি॥

বর্ষা বর্ণন।

তপ অতিক্রম করি প্রাবৃট উদয়।
নীরদ নিনাদে জীব কম্পিত হৃদয়॥

গগন আচ্ছন্ন হয় ধারাধর জলে।
ব্যাকুল মনুজ কুল দৃষ্টি নাহি চলে॥
ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী শোভিছে উল্লাসে।
বরুণের আজ্ঞা যেন প্রকাশিতে আসে॥
কুলিশ নিস্পেষে রুদ্ধ হতেছে শ্রবণ।
বর্ষোপল মধ্যে মধ্যে পড়ে অগণন॥
ইন্দ্রায়ুধ নানা বর্ণে রঞ্জিত অম্বরে।
অবাচী উদীচী ব্যাপী সুখে হাস্য করে॥
মেঘনীরে জলাশয় পরিপূর্ণ হয়।
পদ্মাদি জলজ পুষ্প শোভে সাতিশয়॥
হংস চক্রবাক আদি জলচর গণ।
নব জলাগমে সবে পুলকিত মন॥
প্রমোদে সকলে কেলি করে পরস্পর।
প্রিয়াসহ সকৌতুকে ডাহুক তৎপর॥
গভীর গর্জনে রত হেরি জলধরে।
প্রেয়সী সহিত প্রীতি যুক্তে নৃত্য করে॥
মকো মকো শব্দে ভেক ডাকে ঘন ঘন।
আশীবিষ লক্ষ্য করি করয়ে শ্রবণ॥
আপন কুলায়ে থাকি খেচর নিচয়।
সুমধুরস্বরে সবে নানা কথা কয়॥
এক তান মনে বৃক্ষ লতা গুল্ম যত।
কলরব শ্রবণেতে হইয়াছে রত॥
ভয়ঙ্কর জলধর হেরে প্রেমময়।
ভ্রমণে বুঝিয়া খিন্ন চিন্তিত হৃদয়॥

প্রেমময়ের হিন্দু-কুশাচলে অবস্থান।

বারি পূর্ণা বসুমতী, মন্ত্রি সুত ভীত অতি,
অবিরত করি পর্য্যটন।
আসি হিন্দু-কুশাচলে, পদ আর নাহি চলে,
ঘন ঘন হয় বরিষণ॥
আরোহিয়ে তদুপরি, সুরম্য নিকুঞ্জ হেরি,
বিচার করেন মৌন মুখে।
কিছুদিন বিধিমতে, থাকি সবে এ পর্ব্বতে,
বরষা যাপন করি সুখে॥
প্রিয়া আর তোতা সনে, প্রবেশি নিকুঞ্জ বনে,
বিশ্রাম করেন প্রেমময়।
শরতের আগমন, পরে করি নিরীক্ষণ,
নির্গমনে সানন্দ হৃদয়॥
হেরি শরদাগমন, প্রফুল্লিত মুনিগণ,
বিহঙ্গ সকল পুলকিত।
সরসী নির্ম্মল জলে, সুশোভিত তরু দলে,
মৃদু মন্দ হিল্লোল সহিত॥
সরসীর তটগত, স্থলজ নলিনু যত,
ঈর্ষানলে আরক্ত নয়ন।
প্রতিবিম্ব হেরি নীরে, ক্রোধিত হয়ে অন্তরে,
জ্বলে যেন জ্বলন্ত জ্বলন॥
শেফালিকা নিশাগতে, নলিনী কান্ত আগতে,
পুষ্পাঞ্জলি করিছে অর্পণ।

পদ্মিনীর সখী হয়ে, পূজা করে মন দিয়ে,
মন্দ বায়ে শাখা আন্দোলন ॥
ভাসিয়া সরসী জলে, হংস চয় কুতূহলে,
বিহার করিছে হৃষ্ট মতি।
প্রিয় হংসী সহ রঙ্গে, ভাসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে,
উল্লাসিত হইতেছে অতি ॥
শরতে তটিনী চয়, মৃদু মন্দ গতি হয়,
পূর্ণ গর্ভবতীর সমান।
ক্ষণেক স্থগিত গতি, ক্ষণে হয় দ্রুতগতি,
সহায় করিয়া পবমান ॥
তীর-স্থিত সুশোভিত, কাশ পুষ্প বিকশিত,
নদী সম ভ্রম মনে হয়।
বরষার তিরোভাব, শরতের আবির্ভাব,
দেখে ভাবে মন্ত্রির তনয় ॥

প্রেমময়ের জলে নিমজ্জন ও হরিদ্রাভের সহিত সখিতা সংস্থাপনাদি বিবরণ কৌশল ক্রমে তোতার সমীপে প্রকাশ, এবং সুরবতী ও তোতার পরস্পর বৃত্তান্ত শ্রবণে পরস্পরের বিলাপ।

নারী সহ রয়, এই প্রেমময়,
না জানি, কেমন জন।

তোতা এই ভাবে, তার সেই ভাবে
দুঃখিত হইল মন ॥
ঘুচাতে সংশয়, ধীর প্রেমময়,
কহেন প্রিয়ার প্রতি।
শুন প্রাণ প্রিয়ে, সখার লাগিয়ে,
সতত চঞ্চল মতি ॥
তুফানে কাননে, দৈত্যের সদনে,
কেমনে গেল জীবন।
ঘুচিত যাতনা, বিরহ যন্ত্রণা
নাহি সহে অনুক্ষণ ॥
এতেক বচন, করিয়া শ্রবণ,
হলো তোতা সবিস্ময়।
জিজ্ঞাসে কারণ, কহে বিবরণ,
বিবরিয়া সমুদয় ॥
সচিব নন্দন, বলেন তখন,
পক্ষিণীর বিদ্যমানে।
জলমগ্ন আদি, দৈত্য বধাবধি,
হরিদ্রাভ সং-মিলনে ॥
প্রণয় রজ্জুতে, বদ্ধ দিতি-সুতে,
শুনি তোতা হৃষ্টমতি।
রাজার তনয়া, বানরী হইয়া,
ছিল শুনি খেদ অতি ॥
স্বসা সম্বোধনে, অমিয় বচনে,
সম্বর রাজার সুতা।

কহেন তখন, আত্ম বিবরণ,
সজল নয়ন-যুতা ॥
তাপিত হৃদয়, শুনি সমুদয়,
সুরবতী সংজ্ঞাহীন।
নীরব বদন, মুদ্রিত নয়ন,
জল হীন যেন মীন ॥
সম্বিত পাইয়া, বিলাপ করিয়া,
কহে দেখাইয়া স্নেহ।
বিবিধ উপায়, কর নাথ যায়,
ঘুচে যায় খগ দেহ ॥

হরিদ্রাভের সহিত পুনঃ সাক্ষাতের জন্য প্রেমময়ের প্রতি তোতার অনুনয়।

প্রণয়ের গুণে বদ্ধ দানব দুর্জ্জয়।
শুনিয়া তোতার মন প্রফুল্লিত হয় ॥
মনে মনে হয় কিছু আশার সঞ্চার।
বাম বাহু নেত্র স্ফূর্ত্তি হয় অনিবার ॥
বিরহ অনল যেন নির্ব্বাণ কারণ।
মিলন জীবন স্বান্তে কে করে সিঞ্চন ॥
গোপনে আসিয়া আশা বলে বারবার।
ধৈর্য্য হও পাবে সতি পতি এই বার ॥
না কর রোদন আর ভূমীন্দ্র কুমারি।
ঘুচিবে শকুন্ত দেহ হবে পুন নারী ॥

যেন নিদ্রা ত্যজি তোতা উঠি সচকিতে।
প্রেমময়ে হেরি বাণী কহেন ইঙ্গিতে॥
শুন শুন প্রিয় সখা মম নিবেদন।
হরিদ্রাভ নাম শুনি আশ্বাসিত মন॥
অলক্ষিতে কেহ যেন কহিছে সঘনে।
ধৈর্য্য হও পাবে পতি সখার যতনে॥
একান্ত বাসনা মম অন্তরে উদয়।
পরীক্ষা করিতে এই উচিত সময়॥
দনুজ প্রদত্ত সেই মন্ত্র আকর্ষণী।
সযত্নে স্মরণ আশু করুন আপনি॥
বহু দিন পরস্পর নাহি সন্দর্শন।
প্রাণের সমান সখা হয় সেই জন॥
যাহার কৃপায় রক্ষা হইল জীবন।
পাইলে ভূপতি সুতা রমণী রতন॥
তব সম সুজনের বিধি ইহা নয়।
হিত মিত্র ভুলে থাকা হইয়া নির্দ্দয়॥

প্রেমময়ের দনুজ প্রদত্ত আকর্ষণী মন্ত্র স্মরণ এবং হরিদ্রাভের সমাগম।

তোতা মুখ বিনির্গত নীতি গর্ভ বাণী।
শ্রবণে লজ্জিত আস্যে নাহি সরে বাণী॥
প্রশংসিয়া প্রেমময় কহিল কাতরে।
প্রবল সখার চিন্তা সতত অন্তরে॥

পিতা মাতা আদি অন্য সখা আত্ম জন।
সকলে স্মরণাতীত হয়েছে এখন॥
যদবধি অকলঙ্ক সখা চন্দ্রানন—
না হেরি তাবত নহে সুস্থির জীবন॥
বলিতে বলিতে মন্ত্র হইল স্মরণ।
হেমকূটে টলিল সে হরিভ্রান্ত-মন।
বহুদিন পরে আজি সখা কি কারণ।
আহ্বান করেন মোরে কোন্ প্রয়োজন॥
যাইতে হইল বলি করে আগমন।
অম্বরে পবনভরে প্রফুল্লিত মন॥
আসিয়া ত্বরিত পদে হিন্দু-কুশা-চলে।
উপনীত যথা সখা প্রভৃতি সকলে॥
অবিরত পড়ে নীর নয়ন যুগলে।
হাহা নাথ বলি তোতা পতিত ভূতলে॥
কপোলে রাখিয়া হাত সুরবতী সতী।
অশ্রুনীরে ভাসে নাহি বদনে ভারতী॥
কারুণিক পূর্ব্বদেব আশ্চর্য্য ভাবিয়া।
জিজ্ঞাসিল প্রেমময়ে বিস্মিত হইয়া॥
কহ কহ প্রিয় সখে কি হেতু এমন।
কি কারণে কর নয়নাম্বু বিসর্জ্জন॥
অজয় নগরে রাখি গিয়াছি দোঁহারে।
নাহি ছিল তোতা পক্ষী পুরীর ভিতরে॥
পাইলে কোথায় এই খগ মনোহর।
ভবন ত্যজিয়া কেন অচল উপর॥

বিস্তারিয়া বিবরণ বলহ এসব।
বিদীর্ণ হতেছে চিত্ত দুঃখ দেখে তব॥

হরিদ্রাভ সমীপে প্রেমময়ের সখা ও তোতা সম্বন্ধীয় বিবরণ বর্ণন এবং বিলাপ।

সযতনে প্রেমময় অশ্রু সম্বরিয়া।
কাতরে বলেন বার্ত্তা বিশেষ করিয়া॥
দনুজ বিগ্রহ কালে থাকিবে স্মরণ।
আদি অন্ত বিবরণ বলেছি তখন॥
রমণী রঞ্জন হেতু মন উচাটন।
অন্বেষণে জায়া সহ করি নির্গমন॥
ভ্রমণ করিয়া বহু দেশ দেশান্তর।
উপনীত ভাগ্যক্রমে কর্ণাট নগর॥
রাজার সভায় গিয়া করিনু প্রবেশ।
নানা বাদ অনুবাদ করিল নরেশ॥
মনোহর তোতা এই নৃপ বিদ্যমানে।
ছিল সদা দীনমনে অতি ম্রিয়মাণে॥
সম্বর রাজার কন্যা বন্ধুর ভাবিনী।
কে করিল পক্ষিদেহ কিছুই না জানি॥
পরিচয় প্রাপ্তে ভূপে করি অনুনয়।
লইলাম পক্ষিণীরে রাজার আলয়॥
তদন্তর নিরন্তর করি পর্য্যটন।
অবিরত করিতেছি সখা অন্বেষণ॥

ক্রমশঃ প্রাবৃটাগম অক্ষম ভ্রমণে।
রয়েছি অচল মাঝে নিকুঞ্জ কাননে॥
দুঃসহ বিরহ সিন্ধু অসীম অপার।
কূল নাই তরী নাই নাহি কর্ণধার॥
নিরীক্ষণ করি চারি দিক্ শূন্যময়।
স্মরণ করেছি সখা বিপদ সময়॥
দিয়াছ জীবন দান এই দুরাচারে।
দীন জনে দয়াময় রক্ষ এই বারে॥
মিলাইয়া দেহ শীঘ্র রমণী-রঞ্জন।
রাজসুতা ঋণ দেহ কর বিমোচন॥

হরিদ্রাভের প্রেমময় সমীপে কানন হইতে হরণাবধি রমণী-রঞ্জনের উপস্থিত পাষাণ দেহে থাকা পর্য্যন্ত সবিশেষ বিবরণ কথন।

হাস্য করি হরিদ্রাভ বলেন তখন।
শুন শুন সখা তব সখা-বিবরণ॥
নিশীথ সময়ে সেই বনে দ্রুমোপরি।
রাজপুত্র থাকে বসি হইয়া প্রহরী॥
সুষুপ্তিতে অভিভূত তুমি সংজ্ঞা হীন।
তদন্তর ঘটে এই ঘটনা কঠিন॥
মনোরথ কিন্নর নন্দিনী হীরাবতী।
প্রথম যৌবনা অসামান্যা রূপবতী॥

অম্বরে থাকিয়া সদা সমীরণ ভরে।
স্মরবাণে বিদ্ধ হয়ে বিচরণ করে॥
মহীরুহে ভূপসুতে করি নিরীক্ষণ।
মুগ্ধ হয়ে পাপীয়সী করিল হরণ॥
হিমাচলে যুবরাজে রাখিয়া সত্বরে।
পরিণয় হেতু নানা অনুনয় করে॥
কিন্তু যুবা সখা আর প্রিয়ার কারণ।
ম্রিয়মাণ মনে মৌন থাকে অনুক্ষণ॥
কাজেই সে কিন্নরীর মন অভিলাষ।
পূর্ণ নাহি হয়, আর না পায় আশ্বাস॥
ক্রোধে হীরা সম্মোহন মন্ত্র পাঠ করি।
ফেলিল সলিল তব বন্ধু-দেহোপরি॥
কুমার মন্ত্রের বলে ভুলিল স্বজন।
পিতা মাতা সখা আদি প্রেয়সী রতন॥
সতত মোহিত হেরি তুরঙ্গ-বদনী।
প্রমোদে মনের সুখে বঞ্চেন রজনী॥
দিবা ভাগে একত্র না থাকে তাঁর সনে।
সাধু হয় গিয়া নিজ জনক ভবনে॥
সর্ব্বরী হইলে দেখা হয় দুই জনে।
বিহরে পরম সুখে হিমাদ্রি ভবনে॥
কুমার প্রিয়ার জন্য সতত দুঃখিত।
কৌশলে জানিয়া হীরা হইল চিন্তিত॥
একদা হইল ইচ্ছা অধমার চিতে
কুমারের ভাবিনীকে জীবনে বধিতে॥

গোপনে সে পাপীয়সী নিশীথ সময়ে।
চলিল অম্বরে বেগে সম্বর আলয়ে॥
রতি জিনি রূপবতী প্রেমবিলাসিনী।
রূপ হেরি মোহ প্রাপ্তা হইল পাপিনী॥
জীবনে না বধি তারে করিয়া হরণ।
ত্বরা করি উড়াইয়া করিল গমন॥
গোপনে রাখিল বার্ত্তা না করে প্রচার।
যুবক সহিত প্রেমে মগ্ন অনিবার॥
নিদাঘে একদা বন হেরে জ্যোৎস্নাময়।
গন্ধসহ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বয়॥
হীরাবতী মুগ্ধ হয়ে কুমারে লইয়া।
সরসীর ঘাটে সুখে বসিল আসিয়া॥
শুভযোগে শরাসন করিয়া গ্রহণ।
হানিল কুসুম বাণ নিদয় মদন॥
যুবক যুবতী তায় বিহ্বল হইল।
উন্মত্ত হইয়া পরে প্রমোদে মাতিল॥
সর্ব্বরী ত্রিযাম ক্রমে হইল অতীত।
ক্লান্ত হয়ে কান্ত সহ কিন্নরী নিদ্রিত॥
হেন কালে হীরার জনক মনোরথ।
অন্তরীক্ষে বিচরণ করে ইতস্ততঃ॥
কন্যাকে হেরিতে মনে বাসনা হইল।
মারুত সংযত করি অচলে নামিল॥
গৃহে আসি দুহিতারে নাহি নিরখিল।
পর্য্যঙ্কে বিহার-চিহ্ন দেখিতে পাইল॥

কুমারী পাংশুলা বোধে ক্রুদ্ধ হলো মন।
গগনে পবনভরে করেন গমন॥
চারি দিকে দৃষ্টি করি দেখিল নয়নে।
মানব সহিত হীরা শয়নে শয়নে॥
কালান্তক যম সম কুপিত অন্তরে।
কন্যকার কেশ পাশে ধরিল সত্বরে॥
তিরস্কার করি অতি পরুষ বচনে।
পাষাণ করিয়া তারে রাখে উপবনে॥
তদন্তর যুবরাজে অতি রোষ ভরে।
প্রকৃত বৃত্তান্ত সব জিজ্ঞাসিল পরে॥
শুনিয়া বিশেষ কথা কিন্নর তখন।
বুঝিল দুহিতা দোষী নির্দোষী এ জন॥
বরঞ্চ অধিক প্রিয় ভার্য্যাই ইহার।
কিন্তু ছেড়ে দিলে কথা হইবে প্রচার॥
এই মত বিচারিয়া মন্ত্রপূত করি।
বারি দিল দ্রুত তব সখার উপরি॥
কাজেই পাষাণ হয়ে সরসীর তীরে।
পড়ে আছে তব সখা নিশ্চল শরীরে॥

তোতা, প্রেমময় ও সুরবতীর সংমোহ এবং হরিদ্রাভের রমণীরঞ্জন সহিত সংমিলন করণের আশ্বাস প্রদান।

হায় হায় প্রাণনাথ! রহিলে কোথায়।
বলি তোতা নিপতিতা অমনি ধরায়॥
স্পন্দহীন জ্ঞানশূন্য পড়িয়া রহিল।
প্রেমময় ভূমে পড়ি কাঁদিতে লাগিল॥
হায় প্রাণাধিক সখা রমণী-রঞ্জন।
আর কি কখন পাব তব দরশন॥
তোমার কারণে তব প্রেয়সী বনিতা।
হারায় জীবন বুঝি অবনী-পতিতা॥
সুরবতি! এই মাত্র বলিয়া বিহ্বল।
দ্রুতগতি সুরবতী আনে স্নিগ্ধ জল॥
সুচিক্কণ পট্টাম্বর নীরে আর্দ্র করি।
সিঞ্চন করেন যত্নে দোঁহার উপরি॥
সুকোমল কিশলয় করেতে লইয়া।
মৃদু মন্দ সঞ্চালয়ে কাতরা হইয়া॥
অনেক করিল যত্ন হিত না হইল।
মৃত-প্রায় দুই জনে মূর্চ্ছিত রহিল।
শেষে বিনাশিতে নিজ অসার জীবন।
সুরবতী দ্রুতগতি করে আয়োজন॥

দেখে তার ব্যবসায় দিতীসুত পরে
যতনে প্রবোধ দিয়া ধরে তার করে ॥
কি কর কি কর মুগ্ধে ! সম্বর রোদন।
আসিয়াছি আমি দুঃখ করিব মোচন ॥
এত বলি দিতিজ সখার করে ধরি।
উঠায়ে বসান স্বীয় জঙ্ঘার উপরি ॥
বিরহিনী অভাগিনী তোতারে লইয়া।
আশ্বাস করেন দান কাতরা হেরিয়া ॥
হইয়াছে তোমাদের ক্লেশ অবসান।
নিকুঞ্জে এখন সবে কর অধিষ্ঠান ॥
মিলাইয়া দিব শীঘ্র রমণী রঞ্জন।
ভয় নাই ভয় নাই সম্বর রোদন ॥

হরিদ্রাভের তুহিনাচলে গমন এবং রমণী-রঞ্জনের পুনর্জ্জীবন জন্য পাষাণময় দেহে মন্ত্রপূত-সলিল প্রদান।

আশ্বাস পাইল, সুস্থির হইল,
তোতা আর প্রেমময়।
চরণে ধরিয়া, বিনয় করিয়া,
মন্ত্রিসুত পরে কয় ॥
নাহি সহে আর, বিরহ সখার,
ব্যাকুল হৃদয় অতি।

বিলম্বে নিশ্চয়, কৃতান্ত নিলয়,
যাবে প্রাণ দ্রুতগতি ॥
না সহে যাতনা, ঘুচাও যন্ত্রণা,
ইহাই বাসনা মনে।
সখার কৃপায়, পাইব কোথায়,
সুখে যাব নিকেতনে ॥
শুনিয়া বচন, দনুজ তখন,
করিয়া অভয় দান।
প্রভঞ্জন ভরে, প্রফুল্ল অন্তরে
বেগে বিহায়সে যান ॥
দেখিতে দেখিতে, তুষার গিরিতে,
সেই সরসীর তীরে।
আসিয়া দানব, হেরিয়া নীরব,
ভাসিল নয়ন নীরে ॥
দেখে মায়াবিনী, হইয়া পাষাণী,
নিপতিত উপবনে।
রাজার নন্দন, রমণী-রঞ্জন,
ভূমিশায়ী অচেতনে ॥
দেখিয়া কাতর, হইল অন্তর,
দিতীসুত ম্রিয়মাণ।
লইয়া সলিল, মন্ত্র উচ্চারিল,
করিতে জীবন দান ॥

রমণীরঞ্জনের পুনর্জ্জীবিত হওনান্তর মোহিনী-মায়া ঘুচাইবার জন্য হরিদ্রাভের মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ এবং যুবরাজের চৈতন্যোদয় ও স্বজন জন্য বিলাপ।

অলক্ষ্য থাকিয়া দৈত্য মন্ত্রপূত করি।
নিক্ষেপ করিল বারি যুবার উপরি॥
সুপ্তোত্থিত সম উঠি বসি যুবরাজ।
গগন দর্শনে নাহি দেখে দ্বিজরাজ॥
প্রণয়িনী নাহি পাশে দিবা দ্বিপ্রহর।
আকাশে উদিত রবি কর খরতর॥
সরোবর অভিমুখে করিয়া গমন।
কোমলাঙ্গী পাষাণাঙ্গী করে নিরীক্ষণ॥
ভাবিতে ভাবিতে বড় বিস্ময় হইল।
কাতর হইয়া পরে কাঁদিতে লাগিল॥
মোহিনী মন্ত্রের মোহ ঘুচাতে তখন।
কারুণিক পূর্ব্বদেব করেন যতন॥
গগনে থাকিয়া পুন মন্ত্র পূত করি।
নিক্ষেপ করেন বারি যুবার উপরি॥
সলিল পরশে ঘুচে কিন্নরীর মায়া।
হইল স্মরণ পিতা মাতা সখা জায়া॥
উথলিল শোক সিন্ধু হইয়া প্রবল।
অবনীতে নিপতিত বিকল বিহ্বল॥

হায়! পিতা মাতা সবে রহিলে কোথায়।
অদর্শনে অচলে জীবন আজি যায়॥
হায় সখা মহাবনে হারালে জীবন।
অনুমানি বন্য জন্তু করেছে ভক্ষণ॥
প্রাণের প্রেয়সী হেতু আসি অবশেষ।
কাননে অচলে হয় জীবনের শেষ॥
কোথায় রহিলে প্রিয়ে প্রেয়সী রতন।
দেখিতে না পাই তব সেই চন্দ্রানন॥
অসময় এ সময় দেখা দেহ প্রিয়ে।
একবার হেরি মুখ নিধন সময়ে॥
তোমার কারণে আসি হারাই জীবন।
বলিয়া রহিত বাণী অবনী পতন॥

হরিদ্রাভের যুবরাজকে অভয় প্রদান এবং মিত্রতা সংস্থাপন।

যুবরাজ নিপতিত, দিতিসুত সচিন্তিত,
অন্তরীক্ষে করি অধিষ্ঠান।
ব্যথিত হইল প্রাণে, ধৈরজ নাহিক মানে,
সজল নয়ন ম্রিয়মান॥
করে স্নিগ্ধ বারি নিয়া, কুমারের মুখে দিয়া,
বলে দৈত্য সুমধুর বাণী।
ধৈর্য্যধর ধৈর্য্যধর, বৃথা শোক দূর কর,
তুমি জ্ঞানী আমি ভাল জানি॥

সব কষ্ট দূরে যাবে, জনক জননী পাবে,
প্রিয়া আর সখা প্রেমময়।
আমি তব সখা সখা, তুমিও হইলে সখা,
হরিভ্রান্ত মম নাম হয়॥
যুবরাজ হৃষ্টমন, শুনিয়া এ বিবরণ,
মৃত দেহে পাইল জীবন।
দেখিতে ভীষণ অতি, সম্মুখে দানব পতি,
কর ধরি সজল নয়ন॥
হেরিয়া হরিল জ্ঞান, শঙ্কা মনে বলবান,
কাল সম অনুমানি মনে।
বিবর্ণ মুখ কমল, নয়নেতে পড়ে জল,
নাহি কোন ভারতী বদনে॥
সশঙ্কিত অনুমানি, কহে দৈত্য চূড়ামণি,
ভয় নাই রমণী-রঞ্জন।
প্রেমময়-সখা আমি, সংমিলনে অনুগামী,
আসিয়াছি তোমার কারণ॥
অদ্ভুত শুনিয়া বাণী, যোড় করি দুই পাণি,
মধুস্বরে দানবে জিজ্ঞাসে।
কেমনে মিলন হয়, কোথায় সে প্রেমময়,
গৃহে কিম্বা আছে বনবাসে॥
কোথা প্রেমবিলাসিনী মম প্রাণ প্রণয়িনী,
কোথা মাতা পিতা গুরুজন।
করি কৃপা বিতরণ, প্রকাশিয়া বিবরণ,
বল শুনি যুড়াক্ জীবন॥

হরিদ্রাভের যুবরাজকে লইয়া হিন্দুকুশাচলে আগমন, তোতার স্বীয় ভাস্বর দেহ প্রাপ্তি এবং পরস্পরের সংমিলন।

কহেন দনুজ শুন রাজার তনয়।
হিন্দু কুশাচলে কুঞ্জে আছে প্রেমময়॥
অভাগিনী বিরহিনী তব প্রণয়িনী।
তোতা দেহে রহিয়াছে সম্বর নন্দিনী॥
চল চল এইক্ষণে পাবে দরশন।
পশ্চাতে বিদিত হবে সব বিবরণ॥
এতবলি হরিদ্রাভ কুমারে লইয়া।
চলিলা অম্বর পথে প্রফুল্ল হইয়া॥
প্রচণ্ড পবন বেগে করেন গমন।
খেচর নিচয় ত্রাসে সশঙ্কিত মন॥
প্রভাকর কিরণ করিয়া আচ্ছাদন।
কন্ধরে লইয়া যায় রমণী রঞ্জন॥
প্রিয়কুল শোকাকুল আছেন গিরিতে।
উপনীত সখা সহ দেখিতে দেখিতে॥
দানব সহিত হেরি হৃদয় রতনে।
আসিয়া পতিত তোতা পতির চরণে॥
প্রেম রত্নাকরে উঠে প্রমোদ কল্লোল।
পরস্পর সংমিলনে রোদনের রোল॥

প্রেমময়ে যুবরাজ করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ে তোতারে রাখি করেন ক্রন্দন॥
তাহার বিহঙ্গ কায় করিতে মোচন।
দনুজ মালতী এক করেন চয়ন॥
পক্ষিণীর দেহোপরি নিক্ষেপ করিল।
তোতা রূপ ত্যজি পূর্ব্ব সদৃশী হইল॥
প্রাপ্ত দেহে নিতম্বিনী লজ্জিত বদন।
মৃদুহাসি মুখ শশী করে আচ্ছাদন॥
ভূমীন্দ্র নন্দন হেরি প্রেয়সী ষোড়শী।
সুরাঙ্গনা জিনি কান্তি যেন পূর্ণ শশী॥
তমো নাশি সুরূপসী হইল উদয়।
যুবার হৃদয়াকাশে করিল আশ্রয়॥
কিবা আস্য সুপ্রকাশ্য নলিনী প্রকাশ।
সরোজ লজ্জিত হয়ে জলে করে বাস॥
মনসিজ পুষ্পময় ধনুতে যোজিত।
ভুরু যুগে রাখি পুন চাহিতে লজ্জিত॥
নাসা হেরি খগরাজ দুঃখিত হৃদয়।
দন্তাবলি কুন্দকলি বিম্ব ওষ্ঠ দ্বয়॥
কম্বু সম গ্রীবা বুঝি বলা অনুচিত।
কুচ শোভা মনোলোভা রতন জড়িত॥
কেশরী কটীর ন্যায় বাতুলেরা বলে।
কটি তটে নীলাম্বরে মুনি মন টলে॥
মত্তগতি জিনি হাতী মরাল গমনে।
ক্রতগতি নিপতিত পতির চরণে॥

প্রণিপাত করি নাথে সুরবতী প্রতি।
স্বসা সম্বোধনে পুন কহেন ভারতী ॥
আজি অতি শুভদিন প্রাপ্ত প্রাণপতি।
দয়ালু দনুজ গুণে ঘুচিল দুর্গতি ॥
চল গিয়া করি তাঁর চরণ বন্দন।
চিরক্রীত হইলাম যাবত জীবন ॥
কি আনন্দ নিরানন্দ ঘুচিল সবার।
প্রমোদে নিকুঞ্জবনে করেন বিহার ॥

উপসংহার।

কথায় কথায় হয় নিশি অবসান।
অরুণ উদয়ে পূর্ব্বদিক শোভমান॥
অচল নির্ঝর নীরে কলহংসচয়।
কলরব করে সুখে প্রফুল্ল হৃদয়॥
নিকুঞ্জ-কাননে তরু লতা গুল্ম যত।
মন্দ মন্দ সমীরণে হতেছে কম্পিত॥
সুধাংশুর স্বর্ণ প্রভা মলিন হইল।
রম্য সরসীর মাঝে নলিনী ফুটিল॥
নব নব দূর্ব্বাদলে নিশির শিশিরে।
মুকুতা কলাপ সম শোভে বাপী তীরে॥
নবোদিত রবি করে লোহিত বরণ।
গগন মণ্ডলে শোভা অতি সুশোভন॥
হেন কালে দিতিসুত কুমারের প্রতি।
সম্বোধন করি কহে মধুর ভারতী॥
শুন শুন বিবরণ রমণী-রঞ্জন।
নিমগ্ন বিরহার্ণবে সবে যে কারণ॥
হীরাবতী ক্রমোপরি করিয়া হরণ।
রাখিল তুহিনাচলে করি সঙ্গোপন॥
মন্ত্রবলে মোহিত করিয়া তব মন।
প্রমোদ সাগরে বালা ভাসে অনুক্ষণ॥
সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা জন্মে স্বভাবতঃ।
প্রেম-বিলাসিনী বধে হইল উদ্যত॥

ত্রিযামা দ্বিযাম গতে সত্বরেতে যায়।
রূপ হেরি সলজ্জিত বিমুগ্ধ মায়ায়॥
জীবনে না বধি তাই হরিয়া আনিয়া।
তোতা করি কলঙ্কিনী গেল উড়াইয়া॥
নেত্রনীরে ভাসি তোতা বায়ুবেগে যায়।
বিন্ধ্যাচলে আসি বৈসে কদম্ব শাখায়॥
শবর পাতিয়া ফাঁদ কৌশল করিয়া।
রাখিল যতনে গৃহে লাবণ্য হেরিয়া॥
অনাহারে চারি দিন রহিল পক্ষিণী।
বিক্রয় করিতে বলে ব্যাধের নন্দিনী॥
বিপাকে পড়িয়া ব্যাধ লইয়া তোতারে।
বিক্রয় করিতে গেল রাজার বাজারে॥
এমন সময়ে এক রাজার তনয়।
মনোহর তোতা হেরি করিলেন ক্রয়॥
অয়নাতিক্রমে যত্নে আনিয়া ভবনে।
সুবর্ণ পিঞ্জরে রাখে পরম যতনে॥
কুমারের জায়া তারে খাদ্য দিতে যায়।
নেত্রনীরে ভাসে তোতা কিছুই না খায়॥
অনুরোধে অগত্যা বর্ণিয়া বিবরণ।
থাকে ম্রিয়মাণে সদা সজল নয়ন॥
এখানে বন্ধুরে নাহি হেরি প্রেমময়।
অন্বেষণে না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়॥
অবশেষে এই স্থির করিল ভাবিয়া।
সত্বরে গিয়াছে সখা অধৈর্য্য হইয়া॥

আকাশ কুসুম সম অসার আশায়।
সম্বর নগরে সখা চলিল ত্বরায়॥
শুনিল কে হরিয়াছে নৃপ নন্দিনীরে।
রহিল বিচিত্র সম ভাসে নেত্রনীরে॥
কেমনে অভাবনীয় ঘটনা হইল।
স্থির কিছু না হইল নগর ত্যজিল॥
মণিহারা ফণী সম ভ্রমে নিরন্তর।
তটিনী তটেতে আসি চিন্তিত অন্তর॥
ক্রমে এক বৈশ্যসুত তরী সন্নিহিত।
মন্ত্রিসুত আরোহণ করেন ত্বরিত॥
পুটভেদে আসি তরী জলমগ্ন হয়।
ভাসিতে ভাসিতে গিয়া শেষে কুল পায়॥
সম্মুখেতে দেখে এক সুরম্য কানন।
মনোহর প্রসাদ মধ্যেতে সুশোভন॥
দ্বার বন্ধ হেতু নাহি প্রবেশিতে পারে।
ক্রমাশ্রয়ে ভীত চিতে প্রবেশে ভিতরে॥
মণিময় অট্টালিকা দেখিতে সুন্দর।
শত শত নিশান্ত নাহিক মাত্র নর॥
সশঙ্কিত হয়ে স্বান্তে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
নিদ্রিত বানরী এক দেখে পর্য্যঙ্কেতে॥
এমন সময়ে হয় দিবা অবসান।
ধরাতল পরি-হরি রবি অস্ত যান॥
কমল কাননে পরে তরুর শিখরে।
অনন্তর গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করে॥

চালিত শাখীর শাখা সন্ধ্যা সমীরণে।
অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন ডাকে পক্ষিগণে ॥
পাখী সব কলরবে উত্তর প্রদান--
করিতে লাগিল যেন হয় অনুমান ॥
তামসী দিনেশ-ভয়ে গহ্বরে আছিল।
সময় পাইয়া সুখে বাহিরে আইল ॥
ভাস্করের তাপভয়ে তস্কর যেমন।
গগনে লুকায়ে ছিল গ্রহ তারা গণ ॥
তামসী পাইয়া মনে হইয়া উল্লাসী।
ক্রমশঃ আকাশ পথে দেখা দিল আসি ॥
এমন সময়ে মল্লভোজ দৈত্যবর।
পুরী মধ্যে বীর দাপে আসিল সত্বর ॥
বানরী ঘুচায়ে করি ষোড়শী রূপসী।
ধরিল পাষণ্ড দ্রুত প্রেমময় আসি ॥
নিধনে উদ্যত হয়ে চিকুর ধরিল।
প্রেমময় উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল ॥
সে সময়ে মাল্যবর্তে যাই অম্বরেতে।
পাইলাম রোদন নিনাদ শ্রবণেতে ॥
দয়ার্দ্র হইল চিত্ত বিলাপ শুনিয়া।
রক্ষাহেতু আইলাম সত্বর হইয়া ॥
দুরাচারে কালঘরে করিয়া প্রেরণ।
সখ্য শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হলাম দুজন ॥
রাজার নন্দিনী বালা বানরী সে নয়।
বসতি অজয় পুরী পিতা রত্নময় ॥

দুরাচার দৈত্য সবে করিয়া নিহত।
সুরবতী কন্যা মাত্র রাখে সেই মত॥
পাষণ্ডে বধিয়া পরে প্রফুল্ল হৃদয়ে।
সঁপিলাম সুরবতী সখা প্রেমময়ে॥
নিজ আকর্ষণী মন্ত্র দিলাম সখারে।
বিপদে স্মরণে তূর্ণ পাইতে আমারে॥
নির্ভয়ে উভয়ে রাখি সেই নিকেতনে।
মাল্যবতে যাই পরে আনন্দিত মনে॥
কিছু কাল মন সুখে পুরীর ভিতর।
বিহার করেন দোঁহে রজনী বাসর॥
এইকালে এক দিন তোমার স্মরণে।
অধীর সচিব সুত হইলেন মনে॥
সুরবতী সহ শোকে করি নির্গমন।
স্থানে স্থানে বনে বনে করে অন্বেষণ॥
হিমাচলে একদিন নিদাঘ যামিনী।
কাতরা অধীরা হীয়া কুল কলঙ্কিনী॥
আরামে বিহার হেতু হয়ে অভিলাষী।
তোমারে লইয়া সরোবর তীরে আসি॥
করিল কুসুম শয্যা প্রমোদে মাতিল।
পাপীয়সী মনোগত আশা পুরাইল॥
সর্ব্বরী ত্রিযামা গত নিদ্রিত উভয়ে।
পিতা তার মনোরথ এমত সময়ে॥
তনয়ার গৃহে আসি না হেরিয়া তারে।
দেখিয়া বিহার চিহ্ন ক্রুদ্ধ একেবারে॥

অন্তরীক্ষে গিয়া ক্ষিতি করিয়া ঈক্ষণ।
নিদ্রিতা মানব সহ করে নিরীক্ষণ॥
ক্রোধান্ধ হইয়া মন্ত্রে পাষাণ করিয়া।
তুরঙ্গ বদন যায় আলয়ে চলিয়া॥
এখানেতে প্রেমময় সুরবতী সনে।
নিরন্তর ভ্রমে সদা সখা অন্বেষণে॥
একদা সায়াহ্নে এক হেরিল নগর।
বিখ্যাত কর্ণাট নাম অতীব সুন্দর॥
চন্দ্রকান্ত সুত সত্যসিন্ধু নরপতি।
সসচিব অশ্বযানে প্রফুল্লিত অতি॥
রাজ পথে নির্গমনে করেন গমন।
প্রেমময় থাকি তথা করেন দর্শন॥
যোগীবেশ ধরি ধীর প্রবেশি ভিতরে।
প্রসূন সহিত ভূপে আশীর্ব্বাদ করে॥
পাদ্য অর্ঘ্য সম্প্রদানে রাজার নন্দন।
করিলেন গাত্রোত্থানে চরণ বন্দন॥
বিচিত্র আসনে যোগী আসীন হইয়া।
ব্যথিত হইল আশু তোতারে হেরিয়া॥
তোতা শোকে সত্যসিন্ধু সন্ধান কারণ।
করিয়াছিলেন দূত সত্বরে প্রেরণ॥
ফিরে আসি সেই দূত রাজার সভায়।
কান্যকুব্জ সত্বরের সম্বাদ জানায়॥
সত্বর সংবাদে যোগী হারায় সম্বিত।
নিরুদ্দেশী পতি শোকে তোতাও মূর্চ্ছিত॥

সংজ্ঞা পেয়ে প্রেমময় পারিল জানিতে।
বন্ধু প্রিয়া সহে ক্লেশ তির্য্যগ যোনিতে॥
অনুনয় করি ভূপে তোতারে লইয়া।
পর্য্যটন করে প্রিয় বন্ধুর লাগিয়া॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি হিন্দু কুশাচলে।
প্রাবৃট আগমে আর গতি নাহি চলে॥
জলদের নাদে ভূমি কম্পিতার প্রায়।
থর থর কাঁপে রসা রসাতলে যায়॥
বর্ষাভূ প্রতিভূ ছলে করে উপহাস।
অভিসারিকার দল হতেছে হতাশ॥
কোন নারী ভাবে যাব তটিনীর পার।
নিরাশ হতেছে পুন ভাবিয়া পাথার॥
সহচরীগণে ডাকি যুক্তি করে সার।
নায়কের কাছে যাব উপায় কি তার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজ্রপাত হয়।
শব্দগ্রহ শব্দে স্তব্ধ হয় এসময়॥
শুনি প্রণয়িনী বাণী মন্ত্রণা বিচারি।
হাস্য করি কহে আলী কর যোড় করি॥
মনোরথ আরোহণে বিলম্ব না করি।
পঞ্চশর সহচর সঙ্গেতে প্রহরী॥
অন্ধকার নাশিবেক বিরহ অনল।
ইচ্ছা পূর্ণ হবে পাবে মনোমত ফল॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা দেয় দরশন।
গোলাকার করকোপল হয় বরিষণ॥

নব জলাগমে যত ময়ূর ময়ূরী।
উচ্চ পুচ্ছে নৃত্য করে ধরিত্রী উপরি॥
ধারাধরে দিবানিশি হইল সমান।
অক্ষম সচিব সুত করিতে প্রয়ান॥
সুতরাং অচলেতে করি আরোহণ।
বিচার করিল বর্ষা করিতে যাপন॥
প্রাবৃট অতীত হয়ে শরদাগমন।
প্রেমময় প্রফুল্লিত করিতে ভ্রমণ॥
মেঘ অপগমে দশ দিক্ শোভাপায়।
পথ হলো পঙ্কহীন রবির প্রভায়॥
তরঙ্গিনী সরসীর কলুষিত জল।
ক্লেদ পরিহরি ক্রমে হইল নির্মল॥
পুলিন সিকতাময় রম্য অতিশয়।
আনন্দে বিহার করে মরাল নিচয়॥
ধান্যের কলম লয়ে শুক সারীগণ।
অম্বরে বিহরে সুখে আনন্দে মগন॥
বিকশিত কাশফুল তরঙ্গিনী তীরে।
গন্ধসহ গন্ধবহ বহে ধীরে ধীরে॥
শেফালিকা ইন্দীবর কুমুদ কহ্লার।
প্রফুল্লিত হয়ে চিত আনন্দ অপার॥
শরতে নির্মল অতি পূর্ণ সুধাকর।
জীবগণে বিতরণ করে সুধাকর॥
কমল বনের শোভা সমুজ্জ্বল হয়।
হরিত বর্ণেতে চারিদিক্ শোভাময়॥

বিরহিনী বিরহী অন্তরে প্রিয়জন।
স্মরণে ব্যথিত অতি কাতর জীবন॥
সন্দিগ্ধ শকুন্ত চিত ললনা কারণে।
অক্ষম করিতে স্থির চিন্তা করি মনে॥
সুচতুর প্রেমময় পারেন জানিতে।
বিষাদিত বিহঙ্গমী প্রেয়সী জন্যেতে॥
সন্দেহ ভঞ্জনে প্রিয়ে কটাক্ষ করিয়া।
কহে সদা দহে দেহ সখার লাগিয়া॥
তরঙ্গিণী জলে দিতিসুত সদনেতে।
জীবন না গেল কেন তাই ভাবি চিতে॥
ঘুচিত যাতনা তীব্র বিরহ যন্ত্রণা।
ভাবিতে হতনা সখা ভাবিনী ভাবনা॥
তোতাপাখী সবিস্ময় শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসেন মন্ত্রিসুতে ইহার কারণ॥
সজল নয়নে শেষে বলেন তখন।
বিবরিয়া বিবরণ অতীত ঘটন॥
বিমর্ষ প্রফুল্ল দুই ভাব উদ্দীপন।
শকুন্ত মনেতে হয় করিয়া শ্রবণ॥
তির্য্যগযোনি যন্ত্রণা সহে সুরবতী।
হরিত্রাভ সখা বধ্য সচিব সংহতি॥
তদন্তর খগ সুরবতী সম্বোধনে।
আত্ম বিবরণ শোকে বলেন যতনে॥
অধীর হইল সারী শুনি বিবরণ।
কান্ত অনুময় কহে দেহান্ত কারণ॥

প্রেমময়ে সম্বোধনে কহে দ্বিজবর।
হরিদ্রাভ নাম শুনি শীতল অন্তর॥
স্মরণ করিতে তাঁরে উচিত সময়।
জীবন রতন দাতা সেই সখা হয়॥
বহু দিন হয় নাই উভয়ে মিলন।
কৃতজ্ঞতা ইহারে না বলে সাধুজন॥
বিহঙ্গম বিনির্গত নীতিজ্ঞ বচন।
শ্রবণে লজ্জিত হন মন্ত্রির নন্দন॥
হইল সহসা তাঁর তৎকালে স্মরণ।
তূর্ণ আকর্ষণী মন্ত্র মম দত্ত ধন॥
হেমকূটে থাকি আমি জানিনু অন্তরে।
দ্রুত আসি উপনীত অচল উপরে॥
দেখিলাম সকলেরে সজল নয়ন।
হা নাথ! বলিয়া তোতা ধরাতে পতন॥
দীন বেশে সকলেতে সদত কাতর।
হেরিয়া হইল মম ব্যথিত অন্তর॥
সখাকে জিজ্ঞাসি পরে কাতর হইয়া।
শোকে অভিভূত কেন কহ বিস্তারিয়া॥
বিরহিনী দ্বিজপত্নী সুলাবণ্যবতী।
পাইলে কোথায় বল শুনিব ভারতী॥
কাতরে কহেন সখা হইয়া অধীর।
যুষ্মদ বিরহাবধি প্রাপণ বিকির॥
অভয় প্রদান করি আশ্বাস বচনে।
মিলাইয়া দিব শীঘ্র রমণী রঞ্জনে॥

সান্ত্বনা করিয়া সবে তুহিন অচলে।
চলিলাম সখার কারণে কুতূহলে॥
জীবন আকুল হয় স্ফুরি নিরীক্ষণ।
দ্রুমমূলে তর দেহ রয়েছে পতন॥
সরসীর লয়ে বারি মন্ত্রপুত করি।
অলক্ষিতে থাকি ফেলি শিলাদেহোপরি॥
প্রাপ্ত অসু সুপ্তোত্থিত সম উঠি বসি।
ব্যাকুল হইলে অতি না হেরি প্রেয়সী॥
সরসী সুঘট্টে দেখি ষোড়শী পাষাণী।
অধৈর্য্য হইলে অতি অদভূত মানি॥
মোহিনী মন্ত্রের মোহে হীরার কারণ।
উচ্চৈস্বরে সকাতরে করহ ক্রন্দন॥
ঘুচাতে মোহিনী মায়া মন্ত্রিত পুষ্কর।
সযত্নে নিক্ষেপ করি থাকি অন্তোপর॥
শাম্বরী বিনষ্ট হয়ে হইল স্মরণ।
পিতা মাতা সখা আদি প্রেয়সী রতন॥
উথলিল প্রেমসিন্ধু না মানে বারণ।
ভাবিতে ভাবিতে শোকে হইলে পতন॥
সে সময়ে সন্নিধানে আসি করে ধরি।
বসাইয়া ম্লানাননে বারিদান করি॥
অনন্তর অম্বরেতে লইয়া কন্দরে।
উপনীত হইয়াছি স্বজন গোচরে॥
দুঃখিনী ভাবিনী এই প্রেম বিলাসিনী।
প্রেমময় সখা এই সহ প্রণয়িনী॥

কান্যকুব্জে এক্ষণেতে করহ গমন।
পিতা মাতা মৃত প্রায় আছে অনশন॥
সত্বর পাঠাবে দূত সম্বর নগরে।
রাজ্ঞী সহ নরপতি আছে শবাকারে॥
বার্ত্তাবহ প্রেরণ করিবে কর্ণাটেতে।
সত্যসিন্ধু তোতা শোকে আছে কাতরেতে॥
রত্নাকর তটস্থিত অজয় নগর।
ভূরি ভূরি আছে রত্ন পুরীর ভিতর॥
অধিকৃত করি রাজা লইবে রতন।
যতনে করিবে এই বচন পালন॥'
অতঃপর করি তথা কথা সমাপন।
নৃপসুতে দেন এক বাক্য মন্ত্র ধন॥
অন্তরীক্ষ-অচলের বিবরণ যত।
নিশাকালে চিন্তামাত্র হবেন বিদিত॥
অনন্তর চারি জনে দিয়া পুষ্প চারি।
গগনে প্রমোদ ভরে চলিল ইন্দ্রারি॥
প্রস্থান করিয়া করে সুখে চারি জন।
অপরাহ্নে কান্যকুব্জে উপনীত হন॥

আহা কিবা শুভদিন হইল উদয়।
রাজ্য-রাজ-পুরী সাতিশয় সুখময়॥
পুত্র পুত্রবধূ রাজ্ঞী হেরিয়া নয়নে।
ক্রোড়ে করি আলিঙ্গন করেন যতনে॥

অনুমতি ভূপতি করেন মন্ত্রিবরে।
করিতে ভূদেব দীনে দান অকাতরে॥
প্রিয়া সহ প্রিয় পুত্রে করি দরশন।
প্রমোদ প্রবাহে মগ্ন সচিবের মন॥
নিমগ্ন হইয়া সবে আনন্দ সাগরে।
গমন করেন ক্রমে নিজ নিজ ঘরে॥
গুরুজনে প্রণমিয়া রমণীরঞ্জন।
শয্যাগৃহে প্রিয়া সহ করেন গমন॥
সমুচিত সম্ভাষণ হয় পরস্পর।
ক্ষণ পরে হরিণাক্ষী করি মৃদুস্বর॥
জিজ্ঞাসা করেন কান্তে কহ প্রাণপতি।
থাকিবে ত চিরকাল শিলা হীরাবতী?
শুনিয়া বচন যুবরাজ স্থির মনে।
ক্ষণ চিন্তা করি বলে শুন চন্দ্রাননে॥
মনোরথ তাত তার ব্যাকুল হইয়া।
গিয়াছে আলয়ে আজি তাহাকে লইয়া॥
পরিহার কর প্রিয়ে পূর্ব্ব বিবরণ।
মনুজের সুখ দুঃখ অদৃষ্ট লিখন॥
কারুণিক কংসারাতি হরির কৃপায়
কুশল সর্ব্বত্র জয় যে লয় আশ্রয়॥

সম্পূর্ণ।